নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

মোঃ আবুল হোসাইন

বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

যাহারা চায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার চর্চা হউক, তাহাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাময় শাস্তি রহিয়াছে।

(আল কোরআন–১৮ পারা, সূরা নূর–১৯ আয়াত)

মোঃ আবুল হোসেন

প্রকাশক ঃ
মোঃ আবুল হোসেন
গ্রামঃ তিতপল্যা
পোঃ কামালখান হাট
থানা ও জেলাঃ জামালপুর।

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৫ সাল।

প্রচ্ছদ ঃ ফেরদৌস খান দুলাল
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অক্ষর সংযোজনে ঃ সিটি কমপিউটার, ঢাকা।

মূল্য ঃ২৫.০০ টাকা মাত্র।

www.nagorikpathagar.org

অভিমত

"মানব সভ্যতার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-ই ছিলেন নারী মুক্তির অগ্রদূত। সারা পৃথিবীতে যত ধর্ম ও সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে তার কোনটাই নারীকে দিতে পারে নাই যথোপযুক্ত মর্যাদা ও অধিকার। একমাত্র ইসলামই নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।"

জনাব মোঃ আবুল হোসেন লিখিত **"বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া"** বইটিতে নারী মুক্তির বিরোধীতা করা হয়নি। বরং নারী মুক্তির নামে যারা অশ্লীলতা ও নগ্নতাকে জীবন দর্শনে রূপান্তরিত করতে চায় তাদের বক্তব্যের বিরোধীতা করা হয়েছে। লেখক তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাগ্মীতার ভাষায় সমাজ ও পরিবারের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিধ্বংসী নারীবাদীদের বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করেছেন। তার বক্তব্য ক্ষুরধার। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রিয় সত্য উলঙ্গ তরবারীর মতই ঝলসিত হয়ে উঠেছে। ধর্মহীনতা আমাদের সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তাই লেখকের বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে কটুরসের উদ্রেক করেছে। কিন্তু সমাজ অবক্ষয়ের গভীর ক্ষত নিরসনের উদ্দেশ্যে মনে হয় তিক্ত ঔষধের প্রয়োজন রয়েছে।

লেখক একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখনী ধারণ করেছেন। তাই আমি এই তরুণ বাগ্মী ও লেখককে অভিনন্দিত করছি, মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সংস্কারক আবুল হোসেনের লেখনী আরও শাণিত, ক্ষুরধার ও বুদ্ধিদীপ্ত হোক রাব্বুল আলামীনের নিকট এই কামনা করি। এই গ্রন্থ পাঠে মুসলিম সমাজ বিশেষ করে মুসলিম নারী সমাজ সঠিক পথের সন্ধান লাভ করুন– কায়মনোবাক্যে এই মোনাজাত করছি। আল্লাহ পাক এই গ্রন্থখানিকে কবুল করুন। আমিন!

প্রিন্সিপ্যাল আশরাফ ফারুকী
সাবেক সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট–
সাবেক সদস্য, বাংলা একাডেমি কার্যকরী পরিষদ
সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী সংস্কৃতি পরিষদ
সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এদেশের শতকরা প্রায় ৯০ জনই মুসলমান। রাষ্ট্র ধর্ম-ইসলাম। সংবিধানের উপরে লেখা আছে বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। জাতীয় সংসদের অধিবেশন নামাজের জন্য বিরতি হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি মূলনীতির মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম মহাসমাবেশ প্রতি বৎসর বিশ্ব ইজতেমার মাধ্যমে বাংলাদেশেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ঘরে ঘরে প্রতিদিন সকালে শুনা যায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ। প্রতি বৎসর কয়েক হাজার নর-নারী এদেশ থেকে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করে যান পবিত্র মক্কা-মদিনায় হজ্জব্রত পালন করতে। এদেশের রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান মালা শুরু হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে।

এদেশের শতকরা ৯৯ জন লোক এখনও দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব বুঝে, অবাধ যৌনাচারকে ঘৃণা করে। তারা এইডস আতংক থেকে পাশ্চাত্যের দেশগুলির তুলনায় অনেক নিরাপদ। এদেশের সরকার সভা, সেমিনার, লিফলেট, পোষ্টারিং এর মাধ্যমে এইডস থেকে বাঁচার জন্য সাবধানতার ১ নম্বর উপায় হিসেবে জনগণকে যৌন ব্যাপারে ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে।

সুতারাং এদেশের সিংহভাগ মানুষের ইসলাম প্রীতি তথা ধর্মীয় মূল্যবোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

বাংলাদেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলির উলঙ্গ ও পঁচা সংস্কৃতি, উদ্‌ভট নারী স্বাধীনতা এবং অবাধ যৌনাচারপ্রীতি যদিও অনেক আগেই অনুপ্রেবেশ ঘটেছে তথাপি তুলনামূলক ভাবে আমরা অনেক ভাল আছি। অনেক শান্তিতে আছি। আমরা যদি এখনও সজাগ হই এবং এই ঘৃণ্য নারী স্বাধীনতা এদেশে আমদানীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলি তাহলে আমাদের নৈতিক ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করে শান্তিতে বাস করা সহজ হবে। এদেশের এক শ্রেণীর অপরিনামদর্শী নারী দরদী মহিলা মেয়েদের মর্যাদা বৃদ্ধির নামে জরায়ুর স্বাধীনতার শ্লোগান দিয়ে মেয়েদেরকে পতিতার পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়ার পায়তারা চালাচ্ছে। তারা না জেনে না শুনে বলে বেড়াচ্ছে যে, ইসলাম ধর্মে মেয়েদেরকে কোনঠাসা করা হয়েছে। এটা তাদের মুর্খতা।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের দেশের এসব নারীবাদী মহিলা ও প্রগতিশীল পুরুষদেরকে নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট ধারণা দেওয়া এবং বিদেশী ঘৃণ্য নারী স্বাধীনতা যাতে এদেশে আমদানী করে এজাতির সর্বনাশ না করা হয় এ সম্পর্কে সকলকে সজাগ করা এবং বাংলাদেশে বর্তমানে যা ঘটেছে তা প্রতিরোধ করার মত মনোভাব জাগিয়ে তোলাই আমার এক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমার এলেখা নারীর বিরুদ্ধে নয় কেননা নারীই আমার মা, নারীই আমার বোন, নারীই আমার খালা। আমার এ লেখা নারীর উচ্ছৃংখলতার বিরুদ্ধে।

আমার এ ক্ষুদ্র পুস্তকে কোথাও কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি থাকলে আশা করি সহৃদয়বান পাঠক-পাঠিকা, ভাই-বোনেরা তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আমার এ ক্ষুদ্র পুস্তকটি অধ্যয়ন করে যদি সমাজের ২/৪ জন নারী পুরুষেরও ভুল ভাঙ্গে তবুও আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত
মোঃ আবুল হোসেন

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	শান্তি, নিরাপত্তা, ভদ্রতা, শালীনতা ও দাম্পত্য জীবনের স্থিতি-শীলতা রক্ষার জন্যই পর্দা প্রথা মানার প্রয়োজন	১
২।	মেয়েদের লাগামহীন স্বাধীনতা পাশ্চাত্যের দেশগুলিকে অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে মারছে	১৫
৩।	সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিধানেই নারীরা দুর্বল, কোমল ও নমনীয় ...	১৮
৪।	পুরুষের মত কর্মক্ষেত্রের বহু স্তরের জন্য মেয়েরা অনুপযোগী ...	২৫
৫।	মেয়েরা পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে বহির্মুখী হওয়ার কারণে সৃষ্ট জটিলতা ও ক্ষতির পরিমাণ	২৭
৬।	স্বামী কি এবং কেন?	৩০
৭।	ইসলাম ধর্মে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা কি ফাজলামো আইন?	৩৪
৮।	বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও ফতোয়াবাজী	৩৭
৯।	বাংলাদেশের বর্তমান নারী মুক্তি আন্দোলন ও বেগম রোকেয়া ...	৪৬
১০।	কোরআন হাদিস তথা ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার খর্ব করা হয়েছে একথা বলা নিতান্ত মূর্খতা	৪৮

www.nagorikpathagar.org

শান্তি, নিরাপত্তা, ভদ্রতা, শালীনতা ও দাম্পত্য জীবনের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যই পর্দা প্রথা মানার প্রয়োজন

খোলা মেলা চলা ফেরা, অবাধ মেলা-মেশা এবং ধর্মীয় উদাসিনতার কারণে বর্তমান বাংগালী মুসলমান সমাজে যা ঘটছে তার বিশদ বিবরণ লিখতে গেলে ২০০ পৃষ্ঠার ১টি বই হয়ে যাবে।

আমি অতি সংক্ষেপে পাঠক-পাঠিকা, ভাই-বোনদের খেদমতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

১। মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের শতকরা ৬৭ ভাগ নেশাদ্রব্য পান করে। এর হার ক্রমবর্ধমান। পিজি হাসপাতালের মানসিক ব্যাধি বিভাগ এ জরীপ কাজ চালায়। ২৯ ভাগ ছাত্র/ছাত্রী সিগারেট পান করে আর বাকী ৩৮ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী এ্যালকোহল, গাজা, হিরোইন ইত্যাদি সেবন করে। জরীপে দেখা যায় হল হোষ্টেলে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রীরা যারা রাজনীতি করছে এবং যাদের ধর্মীয় অনুভূতি কম তারাই এ নেশা দ্রব্য সেবনে আসক্ত হয়ে পড়ে। হতাশা, বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লা এবং কৌতূহল বশতঃ ছাত্র-ছাত্রীরা এসব দ্রব্য সেবন করে বলে তিনি জানান। প্রফেসর নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী এবং আরও উচ্চ পর্যায়ের ডাক্তাররা এ জরীপে অংশ নেন।

দৈনিক জনকণ্ঠঃ ১৩/৫/৯৪ইং।

২। ঢাকার কান্দুপট্টি পতিতালয়ের অর্ধেক মেয়েই খন্ডকালীন দেহ পশারিণী। তারা সকাল ৯টায় পতিতালয়ে যায় এবং দিনভর সেখানে অবস্থানের পর ঘরে ফেরে। বাড়িতে (বাসায়) তাদের সন্তান, স্বামী ও আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। এক সরকারী জরীপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের ১০ সদস্যের দল কর্তৃক পরিচালিত এ জরীপে দেখা যায় পতিতালয়ের শতকরা ১৯ জন মেয়ের বয়স ১৬ বছরের কম।

(দৈনিক ভোরের কাগজঃ ২৮/৬/৯৪ ইং)।

৩। "রাজধানীতে বিয়ে বিচ্ছেদ বাড়ছে"

রাজধানী ঢাকা মহা-নগরীতে বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা আশংকা জনকভাবে বেড়ে চলেছে। এই বিয়ে বিচ্ছেদ রোধে ঢাকা সিটি করপোরেশনের শালিশী বোর্ড প্রাণান্তর চেষ্টা চালিয়েও তা বন্ধ করতে পারছে না। সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী বছরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সালিশী বোর্ড দুই সহস্রাধিক বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা নিষ্পত্তি করছে। কারণ হিসেবে অনেক কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি চারিত্রিক অভিযোগ একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

(দৈনিক জনকণ্ঠঃ ২৬/৭/৯৫ ইং)।

www.nagorikpathagar.org

৪। মেয়েদের হাতেও নেশার সূচ। প্যাথিড্রিন আর ফেনসিডিলের ছোবল থেকে মুক্ত নয় মেয়েরা। মেয়েরাও এখন মাদকাসক্ত হচ্ছে। প্যাথিড্রিনের সূচ ফুটাচ্ছে শিরায় কিংবা খাচ্ছে ফেনসিডিল। কিন্তু কোন দুঃখ কষ্টের সমাধানই দিতে পারে না এই সর্বনাশা নেশা। সুতরাং হতাশার অজুহাতেই হোক আর বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণিকের আনন্দের জন্যই হোক ওরা নেশাগ্রস্ত হচ্ছে। নেশার হাত থেকে বাঁচাতে হবে মেয়েদের।

মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের চীফ কনসালটেন্ট ডাঃ কামাল উদ্দিন আহমদ জানান যে, গর্ভবতী মায়েরা যদি মাদকাসক্ত থাকে, তাহলে তাদের সন্তানরাও মাদকাসক্ত হয়ে জন্ম নেয়। বেশ কিছু দিন পূর্বে ডাঃ কামাল তার নিকট আসা এক রোগিনীর বর্ণনা দেন। এই রোগিনীর ৭ দিনের বাচ্চার উপর মাদকাসক্তির প্রভাব পড়ে ছিল। এই মহিলা হিরোইনে আসক্ত ছিল। (দৈনিক ভোরের কাগজঃ ১৭/৮/৯৪ ইং)।

৫। আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, টি এস, সি এবং চারুকলা ইনসটিটিউট সংলগ্ন এলাকায় ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মত্ত থাকতে দেখা যায় কিছু মেয়েকে। সাহিত্য, রাজনীতি আর অর্থনীতির আড্ডার পাশাপাশি এই আড্ডাগুলোতে স্থান পায় নেশা। সঙ্গী বন্ধুদের দেখা দেখি মেয়েরাও নেশার আড্ডায় অংশ নিতে ভুল করে না। এই আড্ডায় নিয়মিত সদস্য এমন বেশ কয়েকজন মেয়ে জানায় আমরা নেশা করি জাষ্ট ফান করে। মেয়েদের নেশার প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে এরা জানায় নগর জীবনে সামাজিক সংস্কার যতই ভেঙ্গে যাচ্ছে ততই মেয়েরা নেশার প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠছে। ছেলে বন্ধুরাই এদেরকে নেশার উপাদান সরবরাহ করে। এদের সবার কাছে নেশার উপাদান হিসেবে ফেনসিডিল এবং প্যাথিড্রিন প্রিয়। (দৈনিক ভোরের কাগজঃ ১৭/৮/৯৪ ইং)।

৬। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ সদর থানার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের পাশাপাশি ৪টি ইউনিয়নের ১৭ জন গ্রাম্য তরুণী পরস্পর পরামর্শ করে অভিভাবকদের অজান্তে সবাই একসাথে ঘর ছাড়া হয়েছে। (দৈনিক ভোরের কাগজঃ ৩১/৩/৯৪ ইং)।

৭। রাজধানীতে হিরোইন ব্যবসার রাণী এক রহস্যময়ী ভাবী। হিরোইন আসক্তের সংখ্যা–১ লাখ। একটি মাত্র বস্তিতে দৈনিক বিক্রী ৫ লাখ টাকা। ম্যানেজ করার খরচ ৩০ হাজার টাকা।

একটি বেসরকারী সংস্থার জরীপ থেকে জানা যায় রাজধানীতে এক লাখের বেশি হিরোইন সেবী রয়েছে। ঢাকার সবচেয়ে বড় হেরোইন বিক্রয় কেন্দ্র পুলিশ হেড কোয়ার্টারের পার্শ্বেই রমনা থানার ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে বস্তিতে। এই বিক্রয় ও সেবন কেন্দ্রে প্রতিদিন ৫ লাখ টাকার বেশি হিরোইন খুচরা সেবনকারীদের মধ্যে বিক্রী হয়। এর বাইরে এই কেন্দ্রে পাইকারী বিক্রীও চলছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়– প্রতিদিন ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে হিরোইন বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে নৌবন্দর হয়ে বিমান যোগে এদেশে আসছে। এদেশের অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পর্দার অন্তরালে থেকে এ ব্যবসায়ে জড়িত।

www.nagorikpathagar.org

ব্যবসায়ীদের মতে তাদের খদ্দেরের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ ছাত্র। বেকারদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ চুরি/ছিনতাই করে হিরোইন কেনার টাকা সংগ্রহ করে। হিরোইন আসক্তের কারণ হিসেবে এক জরীপে দেখা গেছে ৫০% জন আসক্ত হয় খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। ২৫% ভাগ প্রেম ঘটিত হতাশা বা মানসিক চাপে, ২০% কৌতূহলী হয়ে এবং ৫% ব্যবসায়ে জড়িত থাকার মাধ্যমে।

(দৈনিক ভোরের কাগজঃ ১৮/৬/৯৪ ইং)।

৮। পাকিস্তানের ২৪ বৎসর আর বাংলাদেশের ২২ বৎসর এই ৪৬ বৎসরের মধ্যে এই মুসলিম ভূখন্ডটিতে মেয়েদের সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয় নাই। ৪৬ বৎসর পর বাংলাদেশে আগষ্ট-'৯৫ মাসে ২য় বারের মত সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। ২য় বারের প্রতিযোগীতায় মিস বাংলাদেশ '৯৫ নির্বাচিত হয়েছে ২২ বৎসর বয়স্কা তরুণী ইয়াসমিন বিলকিস সাথী। ১ম প্রতিযোগিতা হয়েছিল-১৯৯৪ সালে। এবারের প্রতিযোগিতা হয়েছে লণ্ডনভিত্তিক একটি এনজিওর উদ্যোগে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ন্যাকেট পোশাকে (সংক্ষিপ্ত স্কার্ট পরে) ঢাকার একটি বিলাস বহুল হোটেলে।

একজন ঈমানদার মুসলমানের মেয়ে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কারণ এটা নিঃসন্দেহে বেহায়াপনা। তাই মুসলমানী কাজের আওতাভুক্ত নয়।

আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য যখন কোন মেয়ের সাবালক/নাবালক ডাক্তারী সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সেই সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে ঐ মেয়ের শরীরের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল অংগ প্রত্যংগের মাপ এবং অবস্থা বর্ণনা করা হয়। ঠিক সেই রকম সুন্দরী প্রতিযোগিতাতেও শরীরের সমস্ত অংগ প্রত্যংগের উপর একটা গড় পড়তা পরিসংখ্যান হয়। এই পরিসংখ্যানে কি মেয়েদের মর্যদা বাড়ে না কমে? সম্ভবত ১৯৬৮ সালের দিকে আমার এক যুবক বন্ধুকে সেনাবাহিনীতে সিলেক্ট হওয়ার পর তাকে মেডিক্যাল করার জন্য গোপন এক কামড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তার তাকে লুংগি খুলে পায়খানার রাস্তায় গুঁড়া কৃমি, অর্শ্বরোগ বা কোন চর্মরোগ আছে কিনা এবং অন্ডকোষ ছোট বড় আছে কিনা তাহা টর্চ লাইট দিয়ে দেখেন। আমার সেই বন্ধুটি আর সেনাবাহিনীতে যান নাই। তিনি বলেছিলেন চাই না ভাই এই চাকুরী চাই না-এই রূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি একজন পুরুষের জন্য লজ্জাকর ব্যাপার হয় তা হলে একজন মুসলমান মহিলার পক্ষে কি করে তা ক্রেডিট হতে পারে?

(দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ ১৮/৮/৯৫)।

৯। প্রখ্যাত লেখিকা খাদিজা আখতার রেজায়ী তার 'নির্বাচিতার কলম' নামক বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- "নারীর সৌন্দর্য এবং তার দেহ সৌষ্ঠব সারা জীবনই পুরুষের নিকট আকর্ষণীয়। পুরুষের চোখে একটা ফেরেস্তা থাকলে দুটো থাকে শয়তান যে কারণে তাদের দৃষ্টিকে পবিত্র কোরআন শরীফে অবনত রাখতে বলা হয়েছে। আর নারীর অংগ সৌষ্ঠবকে ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। আল্লাহর এ আদেশ যারা মেনে চলেন তাদের কেউ একুশের উৎসবে চিমটি খান না, রাস্তার পাশে কেউ তাদের দেখে লুংগি উপরে তোলে না, গায়ে সিগারেটের স্যাকা দেয় না। তারা সর্বত্র সম্মান পেয়ে থাকেন। এটা কেবল আমার বিশ্বাস নয়, সমাজের ফুটন্ত বাস্তবতা। কারও বিশ্বাস না হলে তিনি নিজে তা যাচাই করে দেখতে পারেন।"

www.nagorikpathagar.org

লেখিকার উপরিউক্ত উক্তির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। লেখিকার উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে এবং প্রমাণ হিসাবে আমার নিকট কয়েক শ দলিল আছে। তন্মধ্যে আমি মাত্র ২/১ টা উল্লেখ করছি।

তৎকালীন রোকেয়া হলের ছাত্রী, মঞ্জুর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে—মঞ্জু বলেছে। গত বছর গেলাম শিশু একাডেমিতে বৈশাখী মেলা দেখতে। একটা স্টলের সামনে অনেক মেয়ের ভীড় দেখে আমিও গেলাম। হঠাৎ যুবক বয়সী ১৫/২০ টি ছেলে আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। মেয়েদের সাথে দু'চার জন অভিভাবক যারা ছিলেন তারা সংখ্যায় অতি নগণ্য। সুতরাং হঠাৎ কান্ডজ্ঞানহীন দর্শক হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। দুই একজন পুলিশ উদ্ভট ছেলেদের তাড়া খেয়ে অনেক আগেই স্থান ত্যাগ করেছে। ভীড়ের মধ্যে শুধু চিৎকারই শোনা যাচ্ছিল (অধিকাংশই মেয়েদের)। আমার বুকের উপর থেকে সজোরে একজনের হাত সরিয়ে লাফ দিয়ে ষ্টলের ভিতর ঢুকে গেলাম। কিছু মেয়ে আমাকে অনুসরণ করল। কিছু মেয়েকে ছেলেগুলো টেনে ওদের মধ্যে নিয়ে গেলো। একটা মেয়েকে জোর করে চুমু খেতেও দেখলাম। তিন চার মিনিটের মধ্যেই ঘটে গেল পুরো ঘটনা। অভিভাবকরা হাত ধরে অতি কষ্টে আমাদের জন্যে রাস্তা বানিয়ে দিল। আমরা একে একে ছুটে বের হলাম। সেই নির্লজ্জ ছেলেগুলি তারপরও চিৎকার করছিল। কিছু কিছু মেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিল। (পাক্ষিক তারকালোক পত্রিকার ফেব্রুয়ারী/৮৯ সংখ্যা)।

১০। সুরের ভুবনে অসুর

এখন বইমেলা, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, পহেলা বৈশাখে বাংলা একাডেমী শহীদ মিনার বা রমনার বটতলা মুখো উচ্ছল প্রাণ চঞ্চল তরুণী মানেই একদল আলট্রা মর্ডান সংস্কৃতি প্রেমীর পরম প্রসাদ। প্ল্যান মত এ দলটি ভিড় তৈরি করে ভীড়ের ফাঁদে একটি দুইটি মেয়ে আটক করে তার পর সুবিধা জনক সময় পর্যন্ত নিজেদের ঘৃণ্য নির্লজ্জ হাতের তৃষ্ণা মিটিয়ে ভিড় ঠেলেই যেন বেরিয়ে আসে যে যার চেহারায়।

১৪০১ সালের বর্ষ বরণে ছায়ানটের সেই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের অদূরে একটি রাজনৈতিক দলের সংস্কৃতি চর্চা গত দু-এক বছরের চেয়ে অনেক স্বার্থক হয়েছে এবার। সারি সারি দোকান পান্তা ব্যবসায়ীর ভিড়ে তরুণীদেরকে ডলে ঘসে যা খুশী তাই করা হয়েছে। হিন্দি সিনেমার শিক্ষায় বস্ত্র হরণ এবার বেশ জম জমাট হয়েছে। বৈশাখের ১ম দিনে সুন্দর হয়ে আসা মেয়েটি রিকশায়ও স্বচ্ছন্দে যেতে পারল না। তার সৌন্দর্য্যে দেওয়ানা দুই অপরিচিত যুবকের চকাস চকাস নোংরা চুমু তাকে মুখ বুঝে সহ্য করতে হলো ১৪০১ এর দুপুরেই। আর যা-তা- কোন জায়গায় নয় কাকরাইল মসজিদের কাছেই। পহেলা বৈশাখে এবার কম করে হলেও ৩০ (ত্রিশ) জনের শাড়ি ওড়না ছিড়েছে আর একশরও বেশী নারী, নারী হওয়ার দরুন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে চিৎকার করে কেঁদে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক স্ত্রী আর বোনকে নিয়ে গিয়েছিলেন রমনা বটমূলে। স্ত্রীর উপর মানুষ পশুদের হঠাৎ আক্রমণ। প্রতিবাদ জানালেন শিক্ষক। প্রহৃত হলেন তিনি। ছিনিয়ে নেওয়া হল স্ত্রীর অলংকার, বর্বর হামলার মুখে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হারালেন তার বোন।

(দৈনিক ভোরের কাগজঃ ২০/৪/৯৪)

www.nagorikpathagar.org

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া- সম্প্রতি-বাংলাদেশ জাতীয় মুসলিম বিবাহ রেজিষ্ট্রার ও কাজী সমিতির এক মহাসম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন—

"বর্তমান দুনিয়া নৈতিক অবক্ষয় এবং যুব সমাজের মাঝে মাদকাসক্তির মতো সমস্যায় জর্জরিত। বাংলাদেশও এসব সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। তিনি উল্লেখ করেন তবে ধর্মীয় শিক্ষা, ইসলামী বিধি বিধান এবং দুনিয়ার জীবন ও আখেরাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনার মাধ্যমে সমাজকে বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্ত করা যায়।

(দৈনিক জনকণ্ঠঃ ১৮/৬/৯৫ইং)

তসলিমা নাসরীন সমস্যা যখন তুংগে সেই সময় ভোরের কাগজের পক্ষ থেকে বিএনপির সংসদ সদস্যা বেগম ফরিদা রহমানের কাছ থেকে এক সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। তসলিমার লেখা ও বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"এই সব আজে বাজে লেখা ছেড়ে দিয়ে তসলিমার মাফ চাওয়া উচিৎ। তার পর সাধারণ জীবন যাপন করা উচিৎ। উনি যা করেছেন তাতে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। ধর্মের প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস। তাই তাকে ক্ষমা চাইতে হবে। জনগণ যদি ক্ষমা করে তারপর আমরা সাধারণ মহিলারা যে ভাবে জীবন যাপন করি সেভাবে তাকে জীবন যাপন করতে হবে।"

(দৈনিক ভোরের কাগজ তারিখ ২৪/৭/৯৪ ইং)

আপনার ছেলেমেয়েদের যাতে পরবর্তী সময়ে ডিপথরিয়া, হোপিং কাশি, পোলিও, ধনুষ্টংকার ইত্যাদি রোগ না হয় সেজন্য আপনি পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এখন টিকা দিচ্ছেন।

আপনার বাড়ীর আশেপাশে যদি ভয়াবহ আকারে ম্যালেরিয়া দেখা দেয় তা হলে আপনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বাড়ীর আশেপাশের ঝোপ ঝাড়, পচা ডোবা ইত্যাদি পরিষ্কার করেন, কীটনাশক ছিটান, বাড়ীর সবাইকে মশারী খাটিয়ে শুইতে দেন, অগ্রীম কুইনাইন খাওয়ান ইত্যাদি।

জেনে রাখুন বাংলাদেশে

(১) গত ১০ বৎসরে কমপক্ষে ১ লক্ষ যুবক-যুবতী পিতামাতা তথা গার্জিয়ান/মুরুব্বীদের মুখে চুনকালি দিয়ে উধাও হয়েছে, কোর্ট ম্যারিজ করেছে।

(২) গত ১০ বৎসরে অন্তত ৫০ হাজার যুবতী শ্যালিকা তাদের দুলাভাইয়ের প্রেমে মজে তার বড় বোনের সংসারে আগুন লাগিয়েছে।

(৩) গত ১০ বৎসরে অন্তত ৫০ হাজার দেবর তাদের ভাবীকে নিয়ে উধাও হয়ে বড় ভাইয়ের সংসারে প্রলয় কান্ড ঘটিয়েছে।

(৪) গত ১০ বৎসরে অন্তত ৩০ হাজার বিবাহিতা মহিলা তাদের ননদ/ নোনাশের স্বামীর সাথে উধাও হয়ে স্বামী সংসার ও সন্তানাদিকে মর্মান্তিক অবস্থায় ফেলেছে।

(৫) গত ১০ বৎসরে অন্তত ৩০ হাজার বিবাহিতা মহিলা বাচ্চাদের প্রাইভেট মাষ্টার, দোকানের কর্মচারী, অফিসের ষ্টাফ, বাসার দাড়োয়ান, প্রাইভেট কারের ড্রাইভার, বাড়ীর চাকর, দুঃ সম্পর্কের আত্মীয়, পাড়াপড়শী দেবর ইত্যাদির প্রেমে মজে তাহাদের হাত ধরে উধাও হয়ে স্বামী সংসার, সন্তান ইত্যাদির কপালে আগুন জ্বালিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছে। এই ধরনের মেয়ের সংখ্যা গত ১০ বৎসরে গড়ে কম পক্ষে ২ লক্ষ ৬০ হাজার। এটা কি ভয়ংকর মহামারী নয়? এটা কি দাম্পত্য জীবনের স্থিতিশীলতা এবং শান্তি ও শৃংখলারক্ষার ব্যাপারে মহাবিপদ সংকেত নয়?

ইসলাম মেয়েদেরকে সংগী ছাত্র, দুলাভাই, দেবর, ভাসুর, ননদের স্বামী এবং অন্য সকল বেগানা পুরুষের সামনে নিঃসংকোচে, খোলামেলা অবস্থায়, ফ্রি ভাবে যাইতে ও কথা বলতে নিষেধ করেছে। এই ধরনের পুরুষের সাথে গুরুতর প্রয়োজনে কথা বলার সময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। যাতে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ দুর্বলতা আসার লেশ মাত্র সুযোগ না থাকে ইসলাম ধর্মের এই আচরণ বিধি পারিবারিক ও সামাজিক শৃংখলা রক্ষার জন্য একটি অব্যর্থ মহৌষধ।

এই সব সামাজিক অপরাধ কি কলেরা, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, ডিপথরিয়া, হোপিং কাশি, ধনুষ্টংকার ইত্যাদি রোগের চেয়ে কম ভয়াবহ? শান্তিতে শালীনতা ও ভদ্রতা নিয়ে টিকে থাকার ব্যাপারে এই সব নৈতিক অধপতন কি মারাত্মক হুমকি স্বরূপ নয়?

যদি এই সামাজিক ও নৈতিক অপরাধগুলো কলেরা, ম্যালেরিয়া ও ডিপথেরিয়ার চেয়ে ভয়াবহ বলে আপনি মনে করেন তাহলে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এই ব্যাপারে আপনি কি পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন? যাতে আপনার মেয়ে আপনার স্ত্রী এই সব সামাজিক অপরাধে জড়িত না হয়?

আপনার স্ত্রী, বোন এবং মেয়ে এরা কি ফেরেস্তা? এদের মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি কুরিপুগুলি কি নাই?

সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ১১ কোটি মহিলা অভিশপ্ত খৎনার শিকার। মিশরের মেয়েরাও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। জানা গেছে, কোন কোন দেশে এটা প্রাচীন রেওয়াজ। আবার কোন কোন দেশে মেয়েদের বিবাহপূর্ব যৌন উচ্ছৃংখলতার প্রতিষেধক হিসাবে প্রথাটি চালু আছে। আধুনিক বিশ্বে ইহা একটি ভয়ংকর বর্বরতা। ইসলামে এই বর্বরতার কোন স্থান নাই খৎনার কারণে মেয়েদেরকে জীবনের ধাপে ধাপে বহু জটিলতার সম্মুখীন হইতে হয়। মেয়েদের যৌন উচ্ছৃংখলতা চেক দিবার জন্য ইসলাম পর্দা প্রথা নামে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে। ইহা কি খৎনা প্রথার চেয়ে হাজার গুণ উত্তম নয়?

ইসলাম মেয়েদের চলাফেরা উঠা বসা কাজ কর্ম কথাবার্তা লেনদেন ইত্যাদির ব্যাপারে কিছু আচরণ বিধি প্রণয়ন করেছে। সেই আচরণবিধি মেনে চললে কোন মেয়েকে জীবনের কোন অবস্থাতেই কোন অপ্রিয় ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে না। আর এই আচরণ বিধি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা প্রণীত। পৃথিবীর কোন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বা আইনজ্ঞ দ্বারা এই আচরণ বিধি প্রণয়ন করা হয় নাই। প্রগতিশীলগণ কম্পিউটার দ্বারা বার বার পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এক বাক্যে সবাই স্বীকার করেছেন যে পবিত্র কোরআন শরীফের একটি শব্দও মানব রচিত নহে।

যে কোরআন শরীফের একটি শব্দও মানব রচিত নহে সেই কোরআন শরীফেই মেয়েদের জন্য এই আচরণ বিধি লিপিবদ্ধ আছে।

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কোরআন শরীফের ১৮ পারার সূরা নূরের ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তালা বলেছেন যে, মেয়েরা ১২ জন নিকট আত্মীয়ের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করতে এবং কথাবার্তা বলতে পারবে । তারা হচ্ছেন—(১) স্বামী (২) পিতা (৩) শ্বশুর (৪) ছেলে (৫) সৎ ছেলে (৬) সহোদর ভাই (৭) নিজ ভাইয়ের ছেলে (৮) নিজ বোনের ছেলে (৯) স্বধর্মী নারী (১০) ক্রীতদাসী (১১) খোজা পুরুষ (১২) নাবালক। তফসীর কারকগণ এই বার জনের সাথে আপন মামা এবং আপন চাচা জেঠা যোগ করে মোট ১৪ জন করেছেন।

এই ১৪ জনের বাইরে যারা, ইসলামী শরীয়তের ভাষায় তারা গায়েরে মাহরুম। উল্লিখিত ১৪ জনের বাইরে কোন পুরুষের সাথে কোন মেয়ের বিশেষ কারণে কথা বলতে হলে তারও একটা পদ্ধতি কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ২২ পারা সূরা আহযাবের ৩২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে "অতএব তোমরা (পর পুরুষের সহিত) বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করিও না। যাহাতে এইরূপ লোকের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা (সঞ্চার) হয় যাহার অন্তরে কুপ্রবৃত্তি রহিয়াছে। এবং (সতীত্বের) রীতি অনুসারে কথা বলিও।"

অর্থাৎ পর পুরুষের সাথে বিশেষ কারণে কথা বলার প্রয়োজন হলে পর্দা ঠিক রেখে সংক্ষেপে সাফ সাফ করে রসহীন ভাবে কথা বলতে হবে।

সুতরাং সূরা আহযাবের ৩২ নং আয়াতের আলোকে আমরা বলতে পারি যে পর্দা মানে অবরোধ নয়। পর্দা মানে ৪ দেয়ালের মাঝে মেয়েদেরকে আটকে রাখা নয়। প্রয়োজনবোধে মেয়েরা পরপুরুষের সাথে কথা বলবে কিন্তু সতীত্বের রীতি বজায় রেখে নিজের রূপলাবণ্য আড়ালে রেখে।

প্রগতিশীল এই পৃথিবীতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে মুসলমানরা পিছিয়ে আছে বলেই তারা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে অমুসলমানদের হাতে বার বার মার খাচ্ছে। কাজেই মুসলমান মেয়েরা প্রয়োজনের তাগিদে কর্মক্ষেত্রে যেতে পারবে কিন্তু অর্ধউলংগ বেশে নয়। বেহায়ার মত নয়। অঘটন ঘটানোর মন মানসিকতা নিয়ে নয়। মেয়েরা যত কম কথা বলে যত রিজার্ভ থেকে যত পাশ কাটিয়ে যত শালীনতা বজায় রেখে যত অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে পারে মেয়েদের জন্য ততই মংগল। আজকাল আমাদের আল্ট্রা মর্ডান সমাজের মেয়েরা হাসি খুশি ভাবে গতরগাও শামাল না করে অভিনয় করে ইনাইয়া বিনাইয়া কথা বলে। ইহা ইসলামী আচরণ বিধির পরিপন্থী। আর একমাত্র এই কারণেই এত অপ্রিয় ঘটনা। একজন যুবতী মহিলার একটা মুচকি হাসি একটা বিষাক্ত তীরের চেয়েও ভয়ংকর। এই হাসিটুকুই হতে পারে পরবর্তী সময়ের এক বিশাল নাটকীয় ঘটনার বীজ। মহিলাদের হাসি, রূপলাবণ্য, দৈহিক আকর্ষণ এগুলো একজন পুরুষকে দ্রুত দুর্বল করে দেয়। এই জন্য বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করতে অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা নারী দেহটাকে ব্যবহার করে। আজকাল হাইফাই সুন্দরী মেয়েদের সাহায্যেও অনেক জটিল কাজ উদ্ধার করা হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের কোন এক মাসে জনকণ্ঠ পত্রিকায় পড়েছিলাম সচিবালয়ে ১১১ সুন্দরীর আনাগোনা। জানা গেছে তাদের

www.nagorikpathagar.org

কোন নির্দিষ্ট চাকুরী নাই। তারা বিভিন্ন রকম জটিল কাজের তদবীর করেন মাত্রা তদবীরের যত রকম ধারা আছে তার সবগুলোই তারা করেন।

১৮ পারা সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে বলা হইয়াছে "আর যেন তাহারা নিজেদের পা সজোরে না ফেলে যাহাতে তাহাদের আবৃত অলংকার উপলব্ধি করা যায়।"

২২ পারা সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে বলা হইয়াছে "হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে ও আপনার কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুমীনদের নারীদিগকেও বলিয়া দিন যে তাহারা যেন স্ব স্ব চাদরগুলি নিজেদের (মুখ মন্ডলের উপর) মাথা হইতে নিম্ন দিকে একটু ঝুলাইয়া লয়-ইহাতে শ্রীঘ্রই তাহারা মুমিন বলিয়া পরিচিত হইবে। ফলত তাহারা নির্যাতিত হইবে না।"

সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে আরও বলা হইয়াছে। "আর মুসলমান নারীদিগকে বলিয়া দিন যেন স্বীয় দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখে আর নিজ লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে এবং স্বীয় যীনত সমূহ প্রকাশ না করে।"

কোরআন শরীফের উল্লিখিত আয়াত সমূহের কোথাও বলা হয় নাই যে মেয়েদেরকে চার দেওয়ালের মাঝখানে তালাবদ্ধ করে রাখতে হবে। তাদের লেখাপড়া করা, জ্ঞান গরিমা অর্জন করা নিষেধ, মেয়েরা রাস্তা ঘাটে শহর বন্দরে চলাফেরা করতে পারবে না, কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই।

এইরূপ মন্তব্য যারা করে তারা আসলে অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী। বরং বলা হইয়াছে যে দৈনন্দিন জীবনে নারী পুরুষের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। এবং তা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তির স্বার্থেই। মেয়েরা চলাফেরাও করবে, বিদ্যা শিক্ষাও করবে, সব কুল বজায় রেখে পরিবেশ দূষিত না করে এবং নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখে কর্মক্ষেত্রেও দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু সেটা পুরুষের মত অবাধ নয়। কারণ সব পরিবেশে সব সময় সব কাজের জন্য মেয়েরা যোগ্য নয়। মহা বৈজ্ঞানিক আল্লাহ তায়ালার এই আচরণ বিধি পৃথিবীর যে জাতি যত বেশী লংঘন করেছে সে জাতি আজ তত বেশী অস্থিরতা ও অশান্তির আগুনে জ্বলছে। আমার এই কথা যদি কেউ মিথ্যা বা অযৌক্তিক প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। আজ আমেরিকার দিকে তাকান। ২/৭/৯৪ তাং দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায় দেখেছি বর্তমানে বৎসরে আমেরিকায় বিভিন্ন রকম সামাজিক অপরাধ দমনে যে খরচ হয় তা তাদের সামরিক খাতে খরচের প্রায় দ্বিগুণ এবং অনায়াসে পৃথিবীর উন্নয়নশীল ৮০টি দেশের বাৎসরিক আয়ের সমান (ছুবহানাল্লাহ) !!

আমেরিকাবাসীরা যদি এত অপরাধপ্রবণ না হতো, এত জঘন্য না হতো তাহলে ৮০টি দেশের বাৎসরিক মোট আয়ের সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে পৃথিবীর মানুষের কি পরিমাণ ক্ষুধা দারিদ্র্য বিপদ আপদ দূর করা যেতো?

ফারহানা আহমদ মীরপুর ঢাকা থেকে লিখেছেন—যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়ন রত একটি বাংলাদেশী ছেলের সাথে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতা মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কিন্তু আমার একটি বিষয়ে উদ্বেগ আর তা হলো মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া কাল ব্যাধি এইডস হতে আমাদের প্রবাসী ছেলেমেয়েরা কতটা নিরাপদ থাকতে পেরেছে। এই নিয়ে উনি আশংকাগ্রস্ত। (দৈনিক ইত্তেফাকঃ তারিখ ১৬/৮/৯৪ ইং)।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমানে সভ্য শিক্ষিতের দেশ আমেরিকায় এইড্‌স রোগীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটির কাছাকাছি। ১৯৮১ সালের জুন মাসে এই দেশেই প্রথম এই গজব নাজিল হয়। এইডস রোগীর সন্ধান প্রথম আমেরিকাতেই পাওয়া যায়। দীর্ঘ ১২/১৩ বৎসর ধরে পৃথিবীর বড় বড় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অবিরাম গবেষণা করেও এইড্‌সের কোন ঔষধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ১৯৯৪ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে ও প্রচার পত্রের মাধ্যমে সরকারী ভাবে দেখানো হয়েছে যে, এইডস হলে অনিবার্য মৃত্যু।

পবিত্র কোরআন শরীফের ২১ পারা সূরা রুমের ৪১নং আয়াতে বলা হয়েছে "স্থল ভাগে ও জল ভাগে মানুষের স্বহস্ত কৃতকর্ম সমূহের দরুন নানা প্রকার বালা মুছীবত ছড়াইয়া পড়িতেছে যেন আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের (মন্দ) কাজের কিয়দংশের স্বাদ উপভোগ করান, যাহাতে তাহারা উহা হইতে ফিরিয়া আসে।

একটি হাদিসে আছে- "যে জাতির মধ্যে যেনা ব্যভিচার এবং বেহায়ায়ী (নির্লজ্জতা) খুব বেশী হইবে এমন কি শেষে আর লজ্জা বোধ বলিতে কিছু থাকিবে না নির্লজ্জতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন তাহাদের মধ্যে মড়ক, মহামারী আকারে দেখা দিবে এবং এমন এমন বিরাট রোগ দেখা দিবে যাহা তাহাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে প্রচলিত ছিলা না।" (বাংলা বেহেস্তি জেওর- ৬ষ্ঠ খন্ড -২৩৩ পৃঃ (তারগীব তারহিব)

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদিসটির মর্মার্থ চিন্তা করিলে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিতে সক্ষম হইবেন যে আল্লাহ এবং তার রাসূলের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য কিনা। বর্তমান বিশ্বে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, যে দেশের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ যতবেশী সে দেশে ঘাতক ব্যাধি এইডস তত কম-আবার যে সব দেশে নারী পুরুষের অবাধ যৌনাচার চলছে বেশী সে সব দেশে এইডসও বেশী বেশী।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও প্রায় ১১ লক্ষ এইডস রোগী আছে। এত কথার পরও যারা বুঝেও না বুঝার অভিনয় করেন, শুনেও না শুনার ভান করেন দেখেও না দেখার অভিনয় করেন তারা পবিত্র কোরআন শরীফের ৯ পারা সূরা আরাফের ১৭৯ নং আয়াতের আলোকে চতুস্পদ জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট । যেমন যাহাদের অন্তর আছে কিন্তু তদ্দারা তাহারা (হক) বুঝে না এবং যাহাদের চক্ষুসমূহ আছে কিন্তু তাদ্বারা তাহারা দর্শন করে না। আর যাহাদের কর্ণসমূহ আছে কিন্তু তাদ্বারা তাহারা শ্রবণ করে না এই সকল লোকেরাই চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বরং ইহারা তদপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট।"

(৯ পারা সূরা আরাফ-১৭৯ নং আয়াত)।

ইসলাম ধর্মে শুধু পর্দা প্রথা নয়, প্রতিটি হুকুমই বিজ্ঞান সম্মত। পৃথিবীর বড় বড় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, মরণ ব্যাধি এইডস থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র অব্যর্থ মেডিসিন হচ্ছে সংযমশীল এবং ধর্মীয় জীবন যাপন করা।

ভারতে এক সময়ে সতীদাহ প্রথা কড়াকড়ি ভাবে পালন করা হতো। অনেক আন্দোলনের পর সরকারী ভাবে বর্তমানে ঐ প্রথা রহিত হলেও কিছু কিছু জের এখনও আছে। সতী ঐ মহিলা যার দেহ স্বামী ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন পুরুষ ভোগের নিমিত্তে

www.nagorikpathagar.org

স্পর্শ করে নাই। আর দাহ মানে পোড়ান। সুতরাং সতীদাহ অর্থ হচ্ছে সতী নারীকে ভবিষ্যৎ অমংগলের ভয়ে পুড়িয়া মারা।

কোন যুবতী বা অর্ধ বয়সী মহিলার স্বামীর মৃত্যুর পর যাতে অন্য কোন পুরুষ তাকে যৌন লোলুপ দৃষ্টিতে না দেখে এবং অন্য কোন পুরুষ যেন ভোগের নিমিত্তে তাকে স্পর্শ করার সুযোগ না পায়-সেই সুযোগটা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সতীদাহ প্রথা। অদ্যাবধি স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু মহিলারা সিতার সিঁদুর, হাতের শাখা এবং অন্যান্য অলংকার ব্যবহার করে না। কারণ স্বামীই যেখানে নাই সেখানে এই সমস্ত সৌন্দর্য সামগ্রী দেখবে কে? হিন্দুদের এই সতীদাহ প্রথা কি মুসলমানদের পর্দা প্রথারই পরোক্ষ সমর্থন নয়?

মুসলমান মেয়েরাও স্বামী মারা গেলে অলংকারাদি পরা বাদ দেয়। উদ্দেশ্য একটাই কোন মহিলার সৌন্দর্য তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে দেখানো বৈধ নহে। আমাদের দেশের আলট্রা মর্ডান মেয়েরাও মারা গেলে কাফন দাফনের সময় পর্দা করা হয় । এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। জীবিত অবস্থায় যে মহিলাটি ৬০/৬৫/৭০ বৎসর পর্দা করে নাই, মৃত্যুর পর লাশের উপর ৫/১০ মিনিট পর্দা করলেই কি হবে?

মানুষের নোংরামি এবং পশুত্ব চেক দিবার জন্যই ইসলাম পর্দা প্রথার প্রবর্তন করেছে। অর্ধনগ্ন পোশাকে একজন সুন্দরী যুবতীকে রাস্তায় দেখলে আশপাশের পুরুষেরা যে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দেখতেই থাকে এটা পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আর এই কথাটা চৈত্র মাসের দুপুরের প্রখর সূর্যের মত সত্য।

মানুষের দুটো চোখ সাড়ে তিন হাত দেহের ড্রাইভার। চোখ আগে কোন কিছু দেখে, তারপর ব্রেইন সিদ্ধান্ত নেয় তারপর সাড়ে তিন হাত দেহটা ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নড়াচড়া করে। কোন অন্ধ লোকের পায়ের কাছ দিয়ে একটি বড় বিষাক্ত সাপ চলে গেলেও লোকটির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। কারণ সে দেখে না। আপনারাইত গান গেয়ে থাকেন—'চোখ যে মনের কথা বলে, চোখে চোখ রাখা শুধু নয়।'

অন্যান্য খারাপ কাজের কথা নিষেধ করতে যাইয়া আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ঐ খারাপ কাজটির কথা নাম ধরে সরাসরি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যেনার কথা নিষেধ করতে যাইয়া বলেছেন যে, তোমরা যেনার নিকটবর্তী হইও না।

(সূরা বানি ইস্রাইল আয়াত নং ৩২)

অর্থাৎ যে পরিবেশে যে জায়গায় যে সব লোকের সংশ্রবে গেলে যেনার পরিস্থিতি সৃষ্টি বা সূচনা হতে পারে সেই পরিবেশেই আল্লাহ তায়ালা যাইতে নিষেধ করেছেন। কারণ কাছে গেলে আগুনের তাপে মম গলবেই।

আপনারা সকলেই খেয়াল করেছেন বাস, ট্রাকের পিছনে লেখা থাকে বিপদ মুক্ত দূরত্ব বজায় রাখুন-১০০ হাত দূরে থাকুন। কারণ এত কাছে থাকলে প্রয়োজনে ব্রেক করার সময় বা যে কোন ঝুঁকি আসলে সামাল দিয়ে উঠা যাবে না। দুর্ঘটনা ঘটেই যাবে। যেনার বেলায়ও তাই।

www.nagorikpathagar.org

আমি নিগুঢ় গ্রামীণ পরিবেশে থাকি। তাই একটা গ্রামীণ উদাহরন দিয়ে আপনাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করব। ফাল্গুন চৈত্র মাসে আমরা গ্রামের মানুষ অনেক সময় রান্না ঘরে বা উঠানে বা থাকার ঘরে মাটিতে বসে খানাপিনা করি। ঐ সময়টাতে ঘরে বাইরে শুকনা ধুলাবালি থাকে প্রায়ই। যখন খেতে বসি তখন একটি পাটখড়ি বা বাঁশের কঞ্চি হাতের কাছে নিয়ে বসি। কারণ মোরগ মুরগীরা খাবারের উপর মুখ দিতে পারে। মুরগী ৮/১০ হাত দূরে থাকতেই যারা তাড়া করে তারা শান্তি মতই খেতে পারে। আর যদি কেউ আলসেমী করে আগে ভাগে দূরে থাকতেই না তাড়িয়ে একদম থালের কাছে আসার পর রাগ করে হঠাৎ খুব জোরে তাড়াবার চেষ্টা করে তখন মুরগীটা একটা ঝাকুনী দিয়ে লাফ দেয়। তখন আশেপাশের ধুলাবালি এবং মুরগীর গায়ে যত ধুলা ছিল সব উড়ে গিয়ে খাবারের উপর পরে। খাবারগুলো দূষিত হয়ে যায় এবং একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

ঠিক তেমনই ভাবে আপনার বাড়ীতে কোন লোককে বা ছেলেকে ভালবাসা, বিশ্বাস, সোহাগ ইত্যাদি দিয়ে যখন বেশী নিকট করে ফেলবেন অর্থাৎ একটু দূরে থাকতেই হুশ না হবেন দেখবেন হয়তো একদিন সে আপনার স্ত্রী, বোন, মেয়ে এদের কারোর সাথে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসেছে। তখন একবারে ত্বরিৎ অ্যাকশন নিতে চাইলে খুন, মামলা, আত্মহত্যা ইত্যাদির মত মারাত্মক কিছু ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়। মনে রাখবেন কোন অঘটনই যানবাহনের মত হঠাৎ হয় না। ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়।

আমাদের দেশে এই ধরনের ঘটনা অসংখ্য। যেমন কোন মেয়ে ক্লাশ নাইন টেন বা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় প্রেম করে হঠাৎ একদিন প্রেমিকের হাত ধরে উধাও হয়ে যায়। কোর্ট ম্যারিজ করে। উভয় পক্ষের গার্জিয়ানদের অগোচরে ২/৪ মাস পালিয়ে বেড়ায়। এই অবস্থায় মেয়ের গার্জিয়ানরা অনেকেই তার মেয়ে নাবালক তার মেয়েকে জোর করে অপহরণ করা হয়েছে ইত্যাদি উল্লেখ করে আদালতে কেস দায়ের করে। হাকিম তখন মেয়ে সাবালেগ না নাবালেগ এই মর্মে সরকারী ডাক্তারের বা সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট তলব করে। সিভিল সার্জন সাহেব তখন এই মেয়েটির ব্যাপারে একটি সার্টিফিকেট দেন। সাবালেগ নাবালেগের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট আমি কয়েকটা পড়েছি। তাতে লেখা থাকে লজ্জাস্থানের গভীরতা কেমন, মেয়েটি যৌন ক্রিয়ায় অভ্যস্থ কিনা, যৌনাঙ্গের আকৃতি কেমন, উহার আশেপাশের লোমগুলি কি অবস্থা। বগলের লোমগুলি কেমন, স্তনের মাপ কি এবং কতটুকু ডেভলাপট ইত্যাকার আরও খুঁটি নাটি বিষয়।

আপনি কি চান যে আপনার মেয়ের বেলায়ও এই নিকৃষ্ট ঘটনা ঘটুক? আর ডাক্তারেরা আপনার মেয়ের সব কিছু পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিক? কোন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন লোকের নিকটই এটা কাম্য হতে পারে না। আর তা যদি না হয় তাহলে আপনার মেয়ে ফেরেস্তা নয়, যারা এগুলো করছে তাদের সাথেই আপনার মেয়েটিও চলাফেরা উঠাবসা করছে। আপনার মেয়ে যাতে এরূপ কাজ না করে তার জন্য আপনি তাকে কি প্রতিষেধক দিয়েছেন?

www.nagorikpathagar.org

এর প্রতিষেধক হচ্ছে মেয়েটাকে বোরকা দিবেন। বাসায় কিছু জরুরী ধর্মীয় বই পুস্তক কালচার করাবেন। নামাজ পড়াবেন। আল্ট্রা মডার্ন ছেলে মেয়েদের সাথে মিশতে দিবেন না। সিনেমায় যেতে দিবেন না। বাসায় টিভি থাকলে খবর এবং শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠান ছাড়া সিনেমা নাটক ইত্যাদি দেখার যেন নেশা না হয়। আত্মীয় বাড়ীতে, বিয়ে বাড়ীতে, বৈশাখী মেলায়, ঈদ মেলায় যেতে দিবেন না। বিয়ে বাড়ীতে পাঠালেও একা পাঠাবেন না এবং সব সময় নজর রাখবেন। ধার্মিক এবং চরিত্রবান মেয়েদের সংশ্রবে মাঝে মাঝে সময় সুযোগ মত কিছু সময় কাটাতে দিবেন। আজকাল ছেলে আর মেয়েতে কোন ভেদাভেদ নেই, সবাই ফ্রি মাইন্ডে চলাফেরা করে এই দর্শনে লাথি মারবেন। আপনার বাসার আশপাশের গার্জিয়ান এবং ছেলে মেয়েদের সাথে নিয়ে মাঝে মাঝে ধর্মীয় আলোচনা করবেন। তাদের মধ্যেও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগানোর চেষ্টা করবেন। কারণ আপনার বাসার চারপাশে সবাই যদি লম্পট হয় তাহলে আপনার সাধুতা টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন হবে। বাসা বদলাবেন? লাভ হবে না। কারণ সব খানেই একই অবস্থা। আপনি যেখানে আছেন তার চারপাশে পরিবেশ ভাল করার চেষ্টা নেন। বার বার চেষ্টা করলে আপনার চেষ্টা ফলপ্রসু হবে।

আমাদের দেশের কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, যে জিনিস সব সময় খোলামেলা অবস্থায় সামনে থাকে তার উপর আগ্রহ এমনিই কমে যায়, আর দেখতে ইচ্ছে হয় না। বরং ঢাকা থাকলেই আগ্রহ বাড়ে। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তাই যদি হয় তাহলে আমেরিকায় মেয়েরা বহু বৎসর পূর্ব হইতেই খোলামেলা ভাবে অবাধ চলাফেরা করে কিন্তু সেখানে প্রতি ঘন্টায় ১০০০টি (এক হাজার) অপরাধ সংঘটিত হয় কেন? এবং সেখানকার মেয়েদেরকে কোন কোন ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য বন্দুক সাথে নিয়ে চলাফেরার পরামর্শ দেওয়া হয় কেন? বরং এটাই বাস্তব সত্য যে আকর্ষণীয়, লোভনীয় এবং প্রয়োজনীয় বস্তু দেখলেই গ্রহণের আগ্রহ চাড়া দিয়ে উঠে। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে চোখে না দেখে স্বপ্নের মাধ্যমে একটাও ঘটেনাই। কেউ যদি আপনার কাছে ১০টা টাকা হাওলাত চায়। আপনার কাছে যদি ৮/৯শ টাকা থাকে। পকেটের ভিতর আংগুল ঢুকিয়ে দিয়েই ½ মিনিট কারসাজি করে অনেকগুলো নোটের ভিতর থেকে ১টা ১০ টাকা বের করে দিবেন। অথবা বলবেন যে একটু পরে আস। সবগুলি টাকা তাকে দেখাইলে হয়ত বেশীও চাইতে পারে। টাকার লোভের চেয়ে নারীর লোভ ১০ গুণ বেশী।

বাংলাদেশে প্রেম সংক্রান্ত যত ছায়াছবি, আধুনিক এবং পল্লীগীতি গান আছে-কোন গানের মধ্যে কি এমন কোন চরন আছে যে, প্রিয়তমা তোমাকে যা দেখেছি দেখেছি আর দেখতে ইচ্ছে হয় না যাও তুমি দূরে সরে যাও?

মনে রাখবেন আপনি যদি কোন বিরাট ইসলামী চিন্তাবিদ ও পরহেজগার লোকের মেয়েও বিয়ে করেন, কিন্তু ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী পর্দা-পুশিদা মত না চালান, সাবধান সতর্ক না রাখেন বরং বাসায় আপনার বন্ধু বান্ধব সব সময় আড্ডা দেয়। সব

www.nagorikpathagar.org

ধরনের লোকেরাই অহরহ আপনার বাসার ভিতরে যায় আসে এতে কোন বাধা বিপত্তি নাই। এই ভাবে যদি চলতেই থাকে, তাহলে হয়তো একদিন দেখবেন, সেই বিরাট পরহেজগার লোকের মেয়েটির রকম সকম ভাল নয়, তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং এই ভাবেই পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে অনেক ভাল মেয়েও অধপতনে যায়।

সৈয়দ আনোয়ারা হক জনকণ্ঠ পত্রিকায় সারা বৎসরই পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯৫ সনের মে অথবা জুন মাসের একটা লেখায় জনকণ্ঠ পত্রিকায় উনি একদিন লিখেছেনঃ- "ছোট বেলা আমাদের বাড়ীতে একজন পারিবারিক দর্জি ছিল। আমি একদিন হঠাৎ করে সেই দর্জির ঘরে প্রবেশ করে দেখি সেই দর্জি আমার বড় বোনের একটা পুরানা ব্লাউজের বগলের অংশটা নাকের কাছে নিয়ে শুকছে। আমাকে দেখে সে বলল–মেয়েদের গায়ের গন্ধটা খুবই মিষ্টি রে! ইসলাম মেয়েদের ব্যবহারিক কাপড়–চোপড়েরও পর্দা করতে বলেছে। ইসলামের এই নির্দেশটির যুক্তি উনার বক্তব্যের দ্বারাই সঠিক প্রমাণিত হল।

সুতরাং অত্র অধ্যায়ের সকল আলোচনার সারাংশ দাঁড়ায় এই যে, সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা, ভদ্রতা, শালীনতা ও দাম্পত্য জীবনের স্থিতিশীলতার জন্যই পর্দা প্রথা বাস্তবায়নের একান্ত প্রয়োজন।

পর্দা প্রথা মেনে চললে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্বি করলেঃ

১। খন্ডকালীন দেহ ব্যবসা লোপ পাবে।
২। নারী-পুরুষের মাদকাসক্তি বিদায় নিবে।
৩। হাই ফাই ছেলে মেয়েদের স্বেচ্ছাচারিতা কমে যাবে।
৪। তরুণীরা দলবদ্ধ হয়ে ঘর ছাড়া হবে না।
৫। স্বামী সংসার সন্তান ওয়ালা মেয়েরা পরকীয়া প্রেমের সুযোগ পাবে না।
৬। যুবতীরা বৈশাখী মেলা ঈদ মেলায় কামড় খাবে না তাদের কাপড় ছিঁড়বে না।
৭। মেয়েরা বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের দায়ে জেলে যাবে না।
৮। এইডস রোগী বাড়বে না।
৯। অন্ধের মত ঢালাও ভাবে প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা করবে না।
১০। বিয়ে বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়বে না।
১১। মেয়েরা জরায়ুর স্বাধীনতা চেয়ে আর শ্লোগান দিবে না।
১২। বিউটি পার্লারগুলো অচল হয়ে পড়বে এবং নীল ছবির ফিতাগুলো বিদেশে ফেরত পাঠাতে হবে। নীল ছবি দেখে দেশের যুব সমাজ গোল্লায় যাওয়া থেকে বাঁচবে।

www.nagorikpathagar.org

তবে আমাদের সমাজের মেয়েদের পর্দাহীনতা, অশ্লীলতা, নগ্নতা এবং বেহায়াপনার জন্য শুধু মেয়েদেরকে দোষী করলে ভুল হবে; এ সবের জন্য পুরুষেরাই সিংহভাগ দায়ী। কারণ মেয়েরা যখন ঐ সব করে তখন হয় তার বড় ভাই, না হয় তার বাবা, না হয় তার স্বামী, না হয় তার শ্বশুর, না হয় তার দেবর ভাসুর ইত্যাদি ব্যক্তিগণের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকে। কোন মেয়ে যখন তার স্বামীর সাথে অর্ধ উলংগ পোশাক পরে একই রিক্সায় বাসা থেকে বের হয় তখন ঐ স্বামীটাকেই ৯০% দায়ী করতে হয়। আজকাল অনেক স্বামীই হুকুম দিয়ে স্ত্রীর বব কাটিং এর ব্যবস্থা করেন।

এই মর্মে কয়েকটি হাদিস

১। "যে মহিলা নিজের রূপলাবণ্য গোপন রাখে (পর পুরুষকে দেখায় না।) সে আল্লাহ তায়ালার রহমতের অধিক নিকটবর্তী।" তিরমীজি

২। "দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী হইবে। আমি তাহাদিগকে দেখি নাই- এক শ্রেণী জাহান্নামী–উহাদের হাতে গরুর লেজের মত লাঠি থাকিবে তাহারা উহা দ্বারা মানবগণকে প্রহার করিবে অর্থাৎ অত্যাচারী। আর এক শ্রেণীর জাহান্নামী ঐ সকল স্ত্রীলোক যাহারা কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও উলংগিনী। পর পুরুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্টকারিনী। এবং নিজেরাও অপর পুরুষের দিকে আসক্তি প্রবণা, তাহাদের মাথাগুলি খোরাসানী-উষ্ট্রের মত কেশময়, ইহারা বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং বেহেস্তের সুঘ্রাণও পাইবে না" (মুসলিম)

৩। " দেবর মৃত্যুর সমতুল্য" (বুখারী/মুসলিম)।

৪। "তিন শ্রেণীর লোক কখনও বেহেস্তে যাইতে পারিবে না, (ক)-দাইয়ূছ, (খ)-মরদা স্ত্রীলোক (গ) শরাব খোর।" (তিবরানী)।

৫। "বেশরম মেয়েলোক লবণ ছাড়া তরকারীর মত।"

৬। " মেয়েদের তরফ হইতেই ফেৎনা ফাসাদ উৎপত্তি হয়।"

৭। " আমি আমার পরে পুরুষ জাতির ধর্ম নষ্টকারী স্ত্রী জাতির ফেৎনার চেয়ে বড় ফেৎনা আর দেখিনা।"

৮। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট পর পুরুষের যাতায়াত দোষণীয় মনে করে না-সেই-ই-দাইয়ূছ।"

৯। " দাইয়ূছকে ৫০০ বৎসরের দূরত্ব হইতে দোযখে ফেলিয়া দেওয়া হইবে, তাহার জন্য বেহেস্ত হারাম।"

১০। " যে স্ত্রী কিংবা পুরুষ একে অন্যের প্রতি ইচ্ছা পূর্বক কুদৃষ্টি করে, তাহার চক্ষুতে গলিত সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইবে।"

১১। "বেগানা স্ত্রী পুরুষের নির্জনে উঠাবসা ও চলাফেরা হারাম। শয়তান তাহাদের সঙ্গী হয়।"

www.nagorikpathagar.org

মেয়েদের লাগামহীন স্বাধীনতা পাশ্চাত্যের দেশগুলিকে অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে মারছে

পাশ্চাত্য নারীমুক্তি এবং বিদেশী সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত চিত্রঃ

১। ২৩/৩/৯৪ তারিখের ভোরের কাগজ পত্রিকার ৫ম পৃষ্ঠায় পড়েছি–লরেনা নামে এক মার্কিন মহিলা স্বামীর লিংগচ্ছেদ করে আসামী হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় উঠে এবং আদালত তাকে নির্দোষ প্রমাণ করে। স্বামীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ ছিল মোটা মুটি ২টি –(১) স্বামী তাকে ধর্ষণ করেছে। (২) ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত এর মধ্যে তাদের সেপারেশন হয়েছিল ১৮ মাস কিন্তু লরেনা অন্য কোন সঙ্গী বেছে নিতে পারেনি তার স্বামী জনের জ্বালায়। জন অন্য কাউকে সহ্যই করতে পারত না লরেনার পাশে। কেটি রোইফে নামের লেখকের কাছে লরেনা হল নারী জাগরণের প্রতীক। আমেরিকায় দাম্পত্য সহিংসতার ঘটনা বাড়ছে। তিন বছরে একমাত্র ভার্জিনিয়ায় স্বামী স্ত্রী সংঘাতের ঘটনা ১৬,০০০ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫,০০০ এ।

এদিকে টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে বিজ্ঞপ্তি শিকারে পরিণত হবেন না। মেয়েদের উৎসাহ যোগান হচ্ছে সব সময় সংগে বন্দুক রাখার জন্য। আর এ নিয়ে সর্বত্র বিতর্ক চলছে। জন ববিট বলেছেন তাদের সংসারে যত সহিংসতা হয়েছে সব কিছু ঘটিয়েছে তার স্ত্রী।

আদালত লরেনাকে দেড় মাস মানসিক হাসপাতালে থাকার নির্দেশ দেয়। আমেরিকার নারীবাদী মহিলাদের নিকট এ নির্দেশ পছন্দ হয় নাই। তারা বলেন তাকে সরাসরি ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। নারীবাদীরা আরও হুমকি দেয় যে লরেনাকে বিনা শর্তে মুক্তি না দিলে প্রতি বছর ১০ জন করে পুরুষের লিংগ কেটে ফেলা হবে। ৩/৪/৯৪ তারিখের ভোরের কাগজে দেখলাম লস এঞ্জেলসে অরেলিয়া নামের আরও এক মহিলা তার স্বামীর লিংগচ্ছেদ করেছে। তারও স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাকে ধর্ষণ এবং নির্যাতনের এবং পার্টিতে গিয়ে মদ্যপান করে অন্য রমণীদের সাথে ঢলাঢলি করা। এই সমস্ত মহিলা যারা স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে স্বামীর লিংগচ্ছেদ করে উল্লাস করে তারাই আবার পুরুষের লিংগ মুখে নিয়ে চুষে এবং কুকুর ও শূকরের সাথে যৌন ক্রিয়া করে নারী মুক্তির ঘৃণ্য উম্মাদনা মিটায়। এরা কি মানুষ না পশু?

স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর ধর্ষণের অভিযোগ এটা এক ধরনের গাজাখুরী গল্পের মতও মনে হয় আবার এটাও ভাববার বিষয় যে, স্ত্রী বেচারী সব সময় সব অবস্থায় স্বামীর সাথে দৈহিক মিলনের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকে না। স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে দৈহিক মিলন হলে স্ত্রী বেচারী আনন্দ পান না। তবে একথা ধ্রুব সত্য যে আমেরিকান মেয়েদের অনেকেরই এই মানসিক প্রস্তুতি দাম্পত্য জীবনের বাইরেও নিতে হয় যার ফলে ঘরে এসে ঐ প্রস্তুতি নেওয়ার তেমন রুচি থাকে না। এটা নিঃসন্দেহে উগ্র নারীবাদীতা এবং উগ্র নারী স্বাধীনতার বিষ বাষ্প। সে কথা লরেনা নিজেও স্বীকার করেছেন যে জন ববিট (স্বামী) লরেনার পাশে আর কাউকে সহ্যই করতে পারতেন না।

www.nagorikpathagar.org

বহুগামিতা সমকামিতা ও নোংরামি যাদের নিত্য পেশা তারাই আবার স্বামীর বিরুদ্ধে অন্য মেয়ের সাথে ঢলাঢলি করার অভিযোগ আনে এ কেমন বিচিত্র ঘটনা? এর মূল কারণ আর কিছুই না, উগ্র নারী স্বাধীনতা আর পুরুষ নির্যাতন।

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাম্পত্য কলহ জনিত হত্যাকান্ডের নায়ক হিসাবে স্বামীরাই এগিয়ে। দাম্পত্য কলহের কারণে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ৬০ শতাংশ হচ্ছে স্বামী। আর এ ছাড়াও ১২ বছরের নিচে শতকরা ৮০ ভাগ ছেলেমেয়ে নিহত হয় তাদের বাবা মার হাতে। ছেলে মেয়েরা তাদের বাবা মাকেও হত্যা করে। তবে তার সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। গত রোববার ওয়াশিংটনে একটি বিচার বিভাগীয় গবেষণায় বলা হয় ১৯৮-তে (অস্পষ্ট ছিল) আদালতগুলোতে দায়েরকৃত হত্যা মামলা পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১৬ শতাংশ হত্যাকান্ডের নায়ক হচ্ছে পরিবারের কোন না কোন সদস্য। পারিবারিক হত্যা কান্ডের ৪০ শতাংশই হচ্ছে দাম্পত্য কলহের ফলাফল। এ ক্ষেত্রে স্বামীর সংখ্যা স্ত্রীদের চেয়ে দুই– তৃতীয়াংশ বেশী। রয়টার। (ভোরের কাগজ-১২/৭/৯৪)

৩। ১৯৬০ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে বিয়ে বিচ্ছেদের সংখ্যা ইউরোপের মধ্যে নিম্নতম ছিল। আর এখন তা ৫০০ গুণ বেড়ে ইউরোপের বৃহত্তম বিয়ে বিচ্ছেদের হারে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া সেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ তালাকের উদ্যোক্তাই মহিলা। গত ৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেনের ১৮১৯ জন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের উপর টাইমস পত্রিকা পরিচালিত এক জরিপে জানা যায় সেখানকার শতকরা ১৬ জন মনে করে বিয়ে একটি মৃত ব্যাপার। এদিকে আরেক তথ্যে জানা যায় বৃটেনে এখানকার প্রতি ৫টি দম্পতির একটি বিবাহিত নয়। বিয়ে সম্পর্কের বাইরেই তারা একত্রে বসবাস করে। ফলে সেখানে বর্তমানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু জন্ম হচ্ছে বিয়ে সম্পর্কের বাইরে। ২০০০ সাল নাগাদ এদের সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগে দাঁড়াবে বলে অনেকের ধারণা। সেখানকার জনসাধারণের শতকরা ৫৮ ভাগই বিয়ের আগে যৌথ যৌন জীবন অতিবাহিত করে। পর্যবেক্ষক মহলের অনুমান ২০০০ সাল নাগাদ সেখানে বিয়ে পূর্ব যৌথ যৌন জীবন যাপন কারীদের হার শতকরা ৮৫ ভাগে দাঁড়াবে। তাছাড়া একত্রে বসবাসের পরে যারা বিয়ে করে তাদের মধ্যে বিয়ে বিচ্ছেদের হার সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। (দৈনিক ভোরের কাগজ-২১/৩/৯৪ইং)।

৪। ২৫/৯/৯৪ তারিখের জনকণ্ঠ পত্রিকায় দেখেছি "আড়ি পেতে শোনা" কলামে লেখা ছিল ২২/৯/৯৪ বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের কেনেডি বিমান বন্দরে মেটাল ডিটেকটরের মধ্য দিয়ে যেতে এক মহিলা অস্বীকার করে। না যাওয়ার কারণ হিসাবে সে জানায় আমি গর্ভবতী এতে আমার ক্ষতি হতে পারে। পরে পুলিশ অফিসার হাতে ধরা ডিটেকটর দিয়ে তার দেহ পরীক্ষা করে তার গায়ের কোর্টের মধ্যে একটি নবজাত মৃত সন্তান উদ্ধার করে। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টে দেখা গেল যে ৩০ বৎসর বয়স্কা এই মহিলা গলাটিপে সদ্য প্রসূত এই শিশুটিকে হত্যা করেছে। মহিলাকে পরে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। এই ইউরোপীয় মহিলার নাম কেরোলিন। সে ছিল এতই উগ্র ও স্বাধীন যে সন্তানের প্রতি তার বিন্দুমাত্র মায়া ছিল না। এই ধরনের ঘটনা তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

www.nagorikpathagar.org

৫। মিসেস স্মিথ নামের ২৩ বছর বয়স্কা এক মার্কিনী মহিলা তার ৩ বছর বয়সী এবং ১৪ মাস বয়সী দুই পুত্র সন্তানকে গাড়ীর বেল্টের সাথে বেঁধে ঠান্ডা মাথায় এক হ্রদের মধ্যে নামিয়ে দেয় এবং সন্তান দুইটি মারা যায়। বাদী পক্ষের উকিলগণের সামনে সেই মহিলা নিজে একথা স্বীকার করেছে। এমনকি গাড়ীটি হ্রদের মধ্যে নামিয়ে দেওয়ার পর যাতে বাচ্চাদের কান্না তার কানে না পৌছায় সে জন্য সে দুই কানে আংগুল দিয়ে কানের ছিদ্র বন্ধ করে রেখেছিল। কেন সে এই নৃশংস কাজটি করল? অবাধে যখন তখন সে তার বয়ফ্রেন্ডদের সাথে মেলামেশা করতে তার এই সন্তান দুইটি বাধার সৃষ্টি করত; সুতরাং সে সন্তান দুটিকে হত্যা করে সেই ঝামেলা অপসারণ করেছে। আদালত এই মহিলাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে। ইহা নিঃসন্দেহে উগ্র নারী স্বাধীনতার বিষ বাষ্প। (দৈনিক জনকন্ঠ-২৪/৭/৯৫)

পক্ষান্তরে (আল্লাহর রহমতে আমাদের দেশে এমন অসংখ্য নজির আছে যে, ১৫/২০ বৎসর বয়স্কা অনেক মহিলা ১টি বা ২টি সন্তানের ভবিষ্যৎ কষ্টের কথা চিন্তা করে স্বামী মারা যাওয়ার পর তারা আর ২য় স্বামী গ্রহণ করে না এবং এভাবেই জীবন কাটায় এবং তাদের চরিত্রস্খলনও ঘটে না। এমন ২/৪ টা নজিরও আছে যে, শিশু সন্তান কোলে নিয়া কোন দুর্ঘটনায় মা ও শিশু যদি একসাথে মারা যায়, ২/১ দিন পরও দেখা যায় যে, শিশুটি তার মায়ের বাহুতে আটকানোই আছে।)

৬। মেক্সিকো সিটি থেকে এ এফ পি ঃ চলতি বছরের ১ম ৭ মাসে মেক্সিকো সিটির পার্ক ও রাস্তাগুলোতে ৪শরও বেশী শিশুকে তাদের পিতামাতা পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে গেছে। সদ্যজাত থেকে এদের বয়স ১২ বছর পর্যন্ত রয়েছে। মেক্সিকো সিটির দৈনিক লাজার্নাডায় এ তথ্য প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি আরও জানিয়েছে যে, পরিত্যক্ত এসব শিশুর প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই শারিরীক অথবা মানসিক অক্ষমতায় ভুগছে। সারা আমেরিকায় বর্তমানে ৫০টি অংগ রাজ্য আছে। এ যদি হয় পরিত্যক্ত শিশুর একটি শহরের পরিসংখ্যান তাহলে সারা আমেরিকায় এ ধরনের শিশুর সংখ্যা কত হতে পারে তা পাঠক পাঠিকা ভাই বোনেরাই বিচার করবেন। (দৈনিক ইনকিলাব ১৪/৮/৯৫ইং)। এছাড়াও উন্নত বিশ্বে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের গর্ভধারণের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব রচিত কোন মতবাদ যে মানুষকে শান্তি দিতে পারে না তার লক্ষ লক্ষ প্রমাণ আজ আধুনিক বিশ্বে সূর্যের মত উজ্জ্বল। এক-এক দেশের একেক এলাকার মানুষ একেক রকম নূতন নূতন বর্বরতায় মেতে উঠেছে। কিন্তু তার পরিণাম হচ্ছে ভয়াবহ। তাই আজ মনে পড়ছে বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ডশর উক্তি, তিনি বলেছেন– এই অশান্ত অগ্নিদগ্ধ পৃথিবীতে মুহাম্মদ (সঃ) এর মত একজন মানুষ যদি ডিকটেটরশীপ কায়েম করত (সারাবিশ্বে) তবেই এই পৃথিবীতে আবার শান্তি আসত।")

সমুদ্রে যখন হ্যারিকেন বা টর্নেডো শুরু হয় এবং ১০ বা ১১ নং বিপদ সংকেত দেখান হয় তখন উপকূলীয় অঞ্চলে চিৎকার করে মাইকিং করে জানাইয়া দেওয়া হয় যে আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যান। ঠিক সেই ভাবে জগতের মানুষকেও চিৎকার করে জানাইয়া দেওয়া উচিৎ, হে মানুষেরা!! তোমরা ইসলামের আদর্শের মত নিরাপদ আশ্রয়ে তাড়াতাড়ি আশ্রয় নেও। কারণ তোমরা উগ্রনারী

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতা, নারীদের খৎনা, মাদক দ্রব্যের সীমাহীন ব্যবহার, পশুর সংগে যৌনাচার, ইত্যাদি ধংসাত্মক কাজে লিপ্ত রহিয়াছ।

গ্রাম এলাকায় দেখেছি যখন কোন বাড়ীতে আগুন লাগে এবং আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে. অর্থাৎ আগুন যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন পার্শ্ববর্তী বাড়ীগুলো রক্ষার জন্য উপস্থিত লোকজন উঠে পরে লাগে। কাথা লেপ তোষক ইত্যাদি ভিজাইয়া ঐ বাড়ীর ঘরের চালে দেওয়া হয়। আবার কাচা কলাগাছ ডাল পালাসহ ঐ বাড়ীর ঘরের সাইড দিয়া চাপা দেওয়া হয় উদ্দেশ্য যে একটু আধটু আগুনের স্ফুলিংগ উড়ে আসলেও যেন কার্যকরী হতে না পারে। ঠিক তেমনই ভাবে বাংলাদেশকেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে-যাতে উলংগ সংস্কৃতি আমাদের দেশে আমদানী হতে না পারে।

ইতিমধ্যেই তসলিমার মাধ্যমে দুই একটা স্ফুলিংগ আমাদের দেশে আসতে শুরু করেছে। ৩৭ জন এইডস রোগী পাওয়া গেছে, ভার্সিটি/কলেজের শিক্ষিতা মেয়েদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হেরোইন সেবন শুরু করেছে। দলবদ্ধ হয়ে মেয়েরা গৃহ ত্যাগ করছে। বৈশাখী মেলায় মেয়েদের পরনের শাড়ী ছেলেরা টানা হেচড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার উপর মেয়েদের গালে কামড় দেওয়া হচ্ছে। তবুও আমরা অনেক ভাল আছি বলতে পারি। চলুন আমরা সবাই মিলে এই সমস্ত নোংরামি প্রতিহত করি এবং ইসলামের সুশীতল আদর্শ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করি।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিধানেই নারীরা দুর্বল, কোমল ও নমনীয়

মেয়েরা সৃষ্টিগত ভাবেই পুরুষের চেয়ে দুর্বল, কোমল ও নমনীয়। নারীর সৃষ্টি রহস্যের মধ্যেই এই দুর্বলতা নিহিত। এটি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিজস্ব নির্বাচনঃ

১। নবী রাসূল ঃ পথ ভ্রষ্ট মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে ১ লক্ষ ২৪ হাজার অথবা ২ লক্ষ ২৪ হাজার অথবা অসংখ্য অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। একজন নবী রাসূলের মর্যাদা দুনিয়া ও আখেরাতে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের চেয়েও বেশী। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা একজন মেয়েলোককেও এই দায়িত্ব দেন নাই। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ই শেষ নবী, তাঁহার পরে দুনিয়াতে আর কোন নবী আসিবেন না। কাজেই কোন মহিলা কেয়ামত পর্যন্ত নবুয়তের দায়িত্ব পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে কি মেয়েদের উপর এটা আল্লাহর অবিচার? না কখনই না।

প্রত্যেক নবী রাসূলই অসংখ্য জটিল পরিস্থিতির ভিতর দিয়া তাদের নবুয়তের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। জল, স্থল, বন জংগল, পাহাড় পর্বত, নদী নালা খাল বিল, ঝড় তুফান, রোদ, বৃষ্টি অন্ধকার, কুয়াশা, ইত্যাদির সংগে দিবারাত্রি ২৪ ঘন্টা সংগ্রাম করে তাদের নবুয়তের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। কোন মেয়েলোকের পক্ষে এই

www.nagorikpathagar.org

জটিলতা মোকাবেলা করা সম্ভব হইত না। মেয়েদেরকে পুরুষের মত শারিরীক মানসিক কাঠিন্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয় নাই। যোগ্যতা দিয়ে দায়িত্ব না দিলে আল্লাহকে দোষ দেওয়া যাইত। হযরত মূসা আঃ যখন শ্বশুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিবি সফুরাসহ মালপত্র ও পশু সংগে নিয়ে মিশর রওয়না হলেন। মাদায়েন থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর রাত হয়ে গেল। পথিমধ্যে গভীর অন্ধকার, এমতাবস্থায় শুরু হল ঝড় তুফান বৃষ্টি ইত্যাদি। এদিকে আবার স্ত্রীর শুরু হল প্রসব বেদনা। সংগে যে দিয়াশলাই ছিল তা ভিজে গেছে। ঠান্ডায় সবাই কাঁপছে। মহা বিপদ!! তিনি একটু আগুন সংগ্রহের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। এমন সময় দূরে এক জায়গায় তিনি আগুন দেখিতে পাইলেন। সেটা ছিল আল্লাহর নূর। তিনি আগাইয়া গেলেন। এই অবস্থায় তিনি এ সময় নবুয়ত পাইলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তার সৎ ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে অন্ধকার কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি আল্লাহর কুদরতে অনেক চড়াই, উতড়াই করে রক্ষা পেয়েছিলেন।

হযরত ইউনুস (আঃ) কে মাছে গিলিয়া ফেলিয়াছিল। এক নির্দিষ্ট সময় পরে মাছ তাকে সাগরের কিনারায় এক বালুর চরের মধ্যে বমি করে ফেলে রেখে যায়। পরে ধীরে ধীরে সেখান থেকে উদ্ধার পান এবং লোকালয়ে যান।

হযরত আইয়ুব (আঃ) কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্গন্ধের কারণে নিজের এলাকা থেকে বিতাড়িত হয়ে দীর্ঘ ১৮ বৎসর জংগলের মধ্যে বিবি রহিমার খেদমতে ক্ষুদ্র এক কুটিরে থাকেন।

মহানবী (সাঃ) হিযরতের পথে হযরত আবুবকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে এক পাহাড়ী গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়াছিলেন। তার সঙ্গী ছিল ১ জন পুরুষ মানুষ।

একজন মহিলার পক্ষে এইসব জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করা মোটেই সম্ভব হইত না।

১৯৯৫ সনের বিশ্বনারী সম্মেলনে নারীদের মুখ থেকেই উচ্চারিত হয়েছে যে, আমরা মানানসই কাজ চাই। মানানসই কাজ মানেইত যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ এবং এটাই ইসলামের কথা।

পরিবেশ পরিস্থিতি এবং প্রাকৃতিক অবস্থা যদি মেয়েদের দায়িত্ব পালনের প্রতিকূল হয় সেই ধরনের দায়িত্ব পালন করা মেয়েদের পক্ষে অশালীন এবং ইসলামে তার সমর্থনও নাই।

২। ১ম মানুষ ঃ দুনিয়ার ১ম মানুষ হযরত আদম (আঃ)। নারী পুরুষ উভয়ই আল্লাহর সৃষ্টি। তবে হযরত আদম (আঃ) কে আল্লাহ তায়ালা ১ম বানান এবং জীবন দেন। হযরত আদম (আঃ) বেহেস্তের মধ্যে নিজেকে বড় নিঃসংগ বোধ করেন এবং একজন উপযুক্ত সংগীর প্রয়োজন হয়। কোরআন শরীফের ৪র্থ পারা সূরা নিসার ১নং আয়াতের আলোকে দেখা যায় যে, হযরত আদম (আঃ) এর বাম পাজর থেকে মা হাওয়াকে বানানো হয় এবং এই এক জোড়া মানুষ হইতেই পৃথিবীতে মানুষের বংশ বিস্তার শুরু হয় সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানব সৃষ্টির গোড়াতেও মেয়েরা জুনিয়র এবং পুরুষের পাজর থেকে সৃষ্টি।

www.nagorikpathagar.org

৩। শক্তি ও ওজন ঃ একজন মহিলার গায়ের শক্তি একজন পুরুষের চেয়ে গড়ে অনেক কম। নিরস্ত্র একজন শক্তিশালী পুরুষ নিরস্ত্র ১০০ জন্ মহিলাকে ঘুষাইয়া চটকাইয়া দূরে সরাইয়া দিয়া সে তার প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে। মেয়েদের মাছুল পুরুষের চেয়ে অনেক নরম ও স্পর্শকাতর। কোন পুরুষ কোন মেয়েকে সজোরে ঘুষি মারলে মেয়েটির কাছে মনে হবে যে, কোন কাঠের টুকরা দিয়ে আঘাত করল। এই জন্যই শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর সব দেশেই যে সকল কাজে শারিরীক শক্তির প্রয়োজন বেশী সেই কাজগুলো পুরুষরাই করে।

যেমন-ট্রাকের উপর আড়াই মণ ওজনের ধানের বস্তা আটার বস্তা উঠান, নৌকা বাওয়া, ঠেলাগাড়ী চালান, ট্রলি রিক্সা চালান, গাছের ডুম, স্থানান্তর করা ইত্যাদি।

একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা বয়স, উচ্চতা এবং স্বাস্থ্য সব কিছু সমান হলেও ওজন করলে দেখা যাবে যে, মহিলাটি কমপক্ষে ১৫/২০ পাউন্ড ওজন কম। মেয়েদের মাসুলে ড্যানসিটি কম তাই তারা ওজনে কম হয়। বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক সমুদ্র অভিযানকারী, সেনাপতি, সবই পুরুষ।

৪। ব্রেইন ও দক্ষতা ঃ মহানবী (সঃ) বলিয়াছেন -" নারীর বুদ্ধি ও কর্মশক্তি পুরুষের চেয়ে কম।" পৃথিবীর যে সব দেশে বৈজ্ঞানিক বেশী সেই সব দেশে ইসলামী মূল্যবোধের কোন বালাই নেই এবং বহু কাল আগে থেকেই সেই সব দেশের মেয়েরা সর্বদিক থেকে স্বাধীন। শিক্ষা ও গবেষণায় তাদের কোন বাধা নেই। যেমন-জার্মানী, ইটালী, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, রাশিয়া ইত্যাদি। এইসব দেশের যত বড় বড় বৈজ্ঞানিক আছে যারা অসংখ্য যন্ত্রপাতি, যানবাহন এবং ঔষধ আবিষ্কার করেছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জনই পুরুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় কবি সাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিকদের শতকরা ৯৬ জনই পুরুষ। বিভিন্ন বিষয়ের উপর যারা আন্তর্জাতিক বা দেশীয় নভেল প্রাইজ পান তারাও শতকরা ৯০ জনই পুরুষ। বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ পুরুষ। ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি শেক্সপিয়ার ছিলেন পুরুষ। জার্মান ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি গেটে পুরুষ, গ্রীকভাষার শ্রেষ্ঠ কবি হোমার পুরুষ, ফরাসী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি সুলি প্রধোম পুরুষ, ইটালী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে পুরুষ। ফার্সী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি শেখসাদী পুরুষ। সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস পুরুষ। উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ইকবাল পুরুষ। সুতরাং-দেখা যাচ্ছে মেয়েরা ব্রেইনের যুদ্ধে বহু পিছনে পড়ে আছে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। কেয়ামতের আগে ও এর মধ্যে সমতা আনা সম্ভব না। পৃথিবীতে যত দেশ স্বাধীন হয়েছে, যত স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছে তা সবই পুরুষদের নেতৃত্বে। অর্থাৎ সকল স্বাধীন দেশের স্বাধীনতার অগ্রদূত পুরুষ। ১ম চন্দ্রে যান নীল আর্মষ্ট্রং, মাইকেল কলিন্স, আর উইন অলড্রিন, তারাও সবাই পুরুষ। এভারেষ্ট বিজয় করেছেন হিলারী ও তেনজিৎ তারাও পুরুষ। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন তিনিও পুরুষ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে- সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর একাডেমিশিয়ান ও পত্র সদস্যদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশের বেশী নয়। মোট কথা যেসব কাজে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতার প্রয়োজন সেগুলোতেই মেয়েরা অধিক সংখ্যায় নিয়োজিত। (সাপ্তাহিক ছুটি-৩০শে ডিসেঃ/ ৮৮ সংখ্যা)

www.nagorikpathagar.org

৫। সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা ঃ একজন মহিলা স্বাস্থ্যের প্রতি যতই যত্নশীল হউক না কেন যতই ভাল ভাল খাবার থাক না কেন ৫০ থেকে ৫৫ বৎসরের মধ্যে তার মাসিক ঋতুস্রাব অবশ্যই বন্ধ হয়ে যাবে। কোন কোন মহিলার ৪৫ বৎসর বয়সেও বন্ধ হয়। মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তাদের আর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা থাকে না এবং যৌন ক্ষমতাও শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু একজন পুরুষ যদি স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হয় এবং সঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া করে তাহলে ৮০/৯০ বৎসর বয়সেও সে সন্তান জন্ম দিতে পারে। এই বৈষম্য কোন দিনও সমান করা সম্ভব নয়।

৬। শতকরা ৯৯ জন মেয়ের কণ্ঠস্বর চিকন। পুরুষদের কণ্ঠস্বর মোটা ও দরাজ। কোন মেয়ের কণ্ঠস্বর মোটা হইলে তার কথা শুনতে বিশ্রী লাগে। শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠস্বর ছিল মোটা ও দরাজ। তার কণ্ঠের মধ্যে বাঘের মত হুংকার এবং সিংহের মত গর্জন ছিল। ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চ /৭১ এর ভাষণকে এ জন্যই বলা হয় বজ্র কণ্ঠ। কোন মহিলার ভাষণের মধ্যে বজ্রকণ্ঠ আখ্যা দেওয়ার মত গুণাবলী বাকী জেন্দেগীতেও পাওয়া যাবে না।

৭। সন্তান ধারণ ও প্রসবের দায়িত্ব

সন্তান ধারণ ও প্রসবের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ মেয়েদের উপর অর্পণ করেছেন। পৃথিবীর কেউ এটার পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে পৃথিবীর যত দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, নবী রসূল ইত্যাদি সবই মেয়েরাই পেটে ধারণ করেন বলে তারা ইহলোকে এবং পরলোকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। মহানবী (সঃ) একদিন তার দুধ মাতা হালিমাকে দেখে তার মাথার রুমাল বিছিয়ে দিয়ে ছিলেন তাকে বসার জন্য। মায়ের জাতি না হলে বিশ্বনবীর মাথার রুমাল তার বসার আসন হত না।

৮। শরীর চর্চাঃ ১২/১৩ বৎসর বয়সে মেয়েরা বেশী লম্ফ জম্ফ করলে তাদের সতীত্বের পর্দা ছিড়ে যায়। আবার ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে বেশী দৌড় ঝাপ করলে মেয়েদের স্তনসহ অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ নষ্ট হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ঐ মেয়েদের বডিটা হয় পুরুষাকৃতির, অবশেষে পুরুষের নিকট ঐ মহিলার আর কোন চাহিদা থাকে না।

এ জন্যেই মেয়েদের আউট ডোর গেমস ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামের এই নিষেধাজ্ঞাটি বিজ্ঞান সম্মত। ১৭/১৮ বৎসরের কোন মেয়ে যদি ৩/৪ টা করে ব্রেসিয়ার লাগাইয়া হাই জাম্প, লং জাম্প, পুল জাম্প দৌড় ইত্যাদি খেলাধুলা করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার ব্রেস্ট তছ্ নছ্ হয়ে ধীরে ধীরে মিশে যাবে। আউট ডোর গেমস দ্বারা মেয়েদের অংগ প্রত্যংগ নষ্ট হওয়ার এই প্রবণতা কোন মেডিসিন দিয়া ফিরান সম্ভব না। আমরা দৈনন্দিন পত্র পত্রিকায় যত দেশী বিদেশী বিখ্যাত মহিলা খেলোয়ারদের ছবি দেখি তাদের কারুরই আমরা আকর্ষণীয় ব্রেস্ট দেখি না। খুব দেরিতে বিবাহ, দীর্ঘ ৭/৮ বৎসর সন্তানাদি না নেওয়া এবং খেলাধুলার কারণে কোন যুবতী মেয়ের স্তন যখন

www.nagorikpathagar.org

ঢিলে ঢালা শুষ্ক এবং বিশ্রী হয়ে যায়, তখন ঐ মেয়েটি নিজেকে বড় অসহায় বোধ করে, মুখে কেউ না বললেও মনে মনে সব মেয়েরাই বুঝে যে, পুরুষের প্রধান আকর্ষণ ঐ দুইটি জিনিস। সুতরাং মেয়েরা যদি বলে যে, খেলাধুলাও করব আবার শরীরের অংগ প্রত্যংগ সর ঠিক রাখব তা কোন মতেই সম্ভব না। ছেলেদের বেলায় এ ধরনের কোন মুছিবত নাই।

মেয়েটি যদি বিবাহিতা হয় তার সব সময় টেনশন থাকে যে স্বামী বেচারা আবার সুযোগ বুঝে অন্য কোন দিকে ঝুঁকে পড়ে নাকি। আর মেয়েটি যদি অবিবাহিতা হয় তাহলে সে হয়ে পড়ে মারাত্মক অসহায়। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্রেষ্টের ব্যাপক ডিমান্ড উপলব্ধি করে আজকাল হাজারে ২/১ জন মেয়ে এমনও পাওয়া যায় যারা কৃত্রিম ব্রেষ্ট ফিটিং করে লোকালয়ে যায়। আর তারা একথাটা পরিষ্কার ভাবে বুঝেন বলেইত রাস্তা ঘাটে, শহরে বন্দরে অফিস আদালতে, যানবাহনে যত আপটুডেট মেয়ে পাওয়া যায় তারা প্রায় সকলেই নানা রকম কলা কৌশল করে তাদের ঐ দুটি জিনিসকে মানুষের নজরে আনার চেষ্টা করেন।

৯। মুদ্দত ঃ মেয়েদের স্বামী মারা গেলে ৪ মাস ১০ দিন এবং তালাক দিলে ৩ মাস ১০ দিন অপেক্ষা করতে হয় অন্য স্বামী গ্রহণের জন্য। এই মুদ্দতের প্রধান কারণ হইল আগের স্বামীর কোন কিছু তার জরায়ুর ভিতরে থাকলে ৩/৪ মাসের ৩/৪ টা ঋতুস্রাবের মাধ্যমে জরায়ুকে নিশ্চিতভাবে ক্লিয়ার করা। যাতে পরবর্তী স্বামীর সাথে এই ব্যাপারে কোন জটিলতার সৃষ্টি না হয়। আমরা কিছুদিন পূর্বে পত্র পত্রিকায় দেখেছি একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট যোগ্য স্বচ্ছল স্বামী থাকা সত্ত্বেও অন্যএকজন ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে প্রেমে লিপ্ত হয়। ইতিমধ্যেই ঐ মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কোন এক সময় ঐ মহিলার এক আত্মীয়ের বাসায় (ঢাকায়) তার প্রেমিক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সন্তানটি তার (ম্যাজিষ্টেটের) ঔরষজাত বলে দাবী করে। নিজের প্রেসটিজ উদ্ধারের জন্য মহিলা ম্যজিস্ট্রেট তা অস্বীকার করে, কারণ তখন তার একজন যোগ্য শিক্ষিত স্বামী বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। শুরু হয় দুজনের মধ্যে তর্ক বিতর্ক। এক পর্যায়ে প্রেমিক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মহিলা ম্যাজিষ্টেটকে এলোপাতাড়ি ডেগারের আগাত করতে থাকে এবং অবশেষে সে মহিলা মারা যায়। তারপর কি হয়েছে জানিনা। তবে ইসলামী শরীয়তে ২য় স্বামী গ্রহণের পূর্বে এই যে মুদ্দত পালনের প্রথা এটা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান সম্মত। আর এই প্রথা অগ্রাহ্য করলেই নানাবিধ ফ্যাসাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেমনটি হয়েছে ঐ মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটের জীবনে। মেয়েদের একাধিক স্বামী গ্রহণের জটিলতার ব্যাপারেও উক্ত ঘটনাটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আপনারা যারা তসলিমা নাসরীনের বিভিন্ন লেখা পড়েছেন তারা হয়ত দেখেছেন। উনি একই সময়ে একাধিক স্বামী রাখার প্রবল বাসনা বার বার ব্যক্ত করেছেন। আমাদের দেশের কিছু নারীবাদী মহিলা তসলিমা নাসরীনের সাথে সুর মিলিয়েছে। কোরআন এবং শরীয়তই যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান একথাটা তারা বুঝতেই চান না, এই কথাটা তারা যত দেরিতে বুঝবেন তাদের তত ক্ষতি হবে।

তসলিমা নাসরীনের পথ ধরে আমরা যদি এগিয়ে যাই, তাহলে দেখা যাবে আগামী ৫ বৎসরে বাংলাদেশে অন্ততঃ ১ লক্ষ এইডস এর রোগী পাওয়া যাবে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের প্রায় ৩ দিকেই ভারত শুধু দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই ভারতে বর্তমানে ১০ লক্ষেরও বেশী এইডস রোগী আছে। কাজেই এই জরুরী অবস্থায় আমরা যদি মুক্ত চিন্তার নামে তসলিমার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হই তাহলে আমাদেরও সর্বনাশ হতে বাধ্য। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন পতিতালয়ে মোট ৩৭ জন এইডস এর রোগী পাওয়া গিয়াছে বলিয়া পত্র পত্রিকায় প্রকাশ। আমরা যদি পাইকারী হারে ১২ কোটি মানুষ সবাই রক্ত পরীক্ষা করি আমার মনে হয় বহু এইসড এর রোগী বাংলাদেশেও পাওয়া যাবে। যাইহোক এখন সেসব কথা রাখি। আমার এই অনুচ্ছেদের মূল কথা ছিল মেয়েদের মুদ্দত পালন করা বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু পুরুষের বেলায় এই মুদ্দত পালনের কোন প্রয়োজন নাই।

১০। কর্তা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন শরীফের ৫ম পারার সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে বলিয়াছেন" পুরুষগণ নারীদের কর্তা।" এটা কোন মোল্লা মুন্সির উক্তি নয়। যে কোরআন শরীফের একটা শব্দও মানব রচিত নয় সেই কোরআন শরীফের কথা। অর্থাৎ আল্লাহর কথা। যদি কোন মুসলমান মহিলা কোরআন শরীফের আয়াতের বিরুদ্ধাচারণ করে তাহলে তার নাম মুসলমানের দপ্তরে থাকবে না। আল্লাহর এই আদেশ বাস্তব ধর্মী এবং বিজ্ঞান সম্মত। অত্র অধ্যায়ের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আমি পুরুষেরা যে মেয়েদের চেয়ে শক্তি মত্তা ও বুদ্ধি বৃত্তির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ সেটা আলোচনা করেছি। কর্তা ছাড়া যেমন এই বিশ্বভ্রমাণ্ড চলে না, কর্তা ছাড়া যেমন কোন দেশ সঠিক ভাবে চলে না সেইরূপ কর্তা বা গার্জিয়ান ছাড়া কোন পরিবারও চলে না। পরিবারের মধ্যে স্বামী-বা সন্তানের পিতাই কর্তা এবং এটাই যুক্তিসংগত ও বাস্তবধর্মী। কোন পরিবারের গার্জিয়ান যদি মেয়ে মানুষ হয় অর্থাৎ সন্তানের মাতা হয় তাহলে সে বাহ্যিক কাজকর্ম এবং দায়িত্ব পালন করতে বহুক্ষেত্রে বাঁধা এবং জটিলতার সম্মুখীন হবে। যখনই কোন পুরুষ স্বামী ও পিতা হয় তখন পদাধিকার বলে তাকে ঐ পরিবারের কর্তা মানতে হয়। এটা ন্যায় সংগত এবং বাস্তব সত্য।

পবিত্র কোরআন শরীফের ২য় পারা সূরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতে বলা হইয়াছে– "পুরুষের মর্যাদা নারীর তুলনায় ১ গুণ বেশী।"

বিশ্ব নারী সম্মেলন /৯৫-এ- ভারত থেকে আগত মূল প্রতিনিধি দলের ৪২ জন সংসদ সদস্যার নেতা ছিলেন ১ জন পুরুষ। ১৯৭৫ সালে নাইরোবীতে বিশ্বনারী সম্মেলনে যোগদানকারী বাংলাদেশ মহিলা প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন ১ জন পুরুষ। ১৯৯৫ সালের বেইজিং বিশ্বনারী সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুই প্রধান বক্তা ছিলেন পুরুষ (চীনের প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘের মহাসচিব)। সুতরাং পুরুষের কর্তৃত্ব মানানসই এবং যুক্তিযুক্ত।

১১। শারিরীক উচ্চতা ঃ

নির্দিষ্ট কোন নাম ঠিকানা ছাড়া যদি কোন স্থানে ১০০০ নারী পুরুষ জড় হয়। দেখা যাবে মেয়েগুলি ৯০% জনই ঐ স্থানে উপস্থিত পুরুষদের চেয়ে কিছু না কিছু

www.nagorikpathagar.org

খাট। ২৫/৩০ বৎসর বয়সে যখন মানুষের শারিরীক বৃদ্ধি থেমে যায় তখন অবশ্য এই কথাটি প্রযোজ্য। কিন্তু যখন ছেলে মেয়েদের শারিরীক বৃদ্ধি চলতে থাকে ঐ অবস্থায় অবশ্য লাউয়ের ডগার মত মেয়েরাই তার সম বয়স্ক ছেলেদের চাইতে একটু বেশী বেড়ে যায়। যখন ২৫/৩০ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়ে উভয়েরই বাড়ন থেমে যায় তখন ৯০% জন মেয়েই ছেলেদের চেয়ে কিছু না কিছু খাট এই জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশেই নারী পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্যটা বিদ্যমান। আমরা যখন টেলিভিশনে বা বাস্তবে কোন সিনেমা বা নাটক দেখি তখন আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে, নায়ক সব সময় নায়িকার চেয়ে ৫/১০ ইঞ্চি লম্বাই থাকে। যখন অন্য কোন দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের দেশে সস্ত্রীক আসেন তখনও আমরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখি যে স্বামীটি স্ত্রীর চেয়ে ৫/১০ ইঞ্চি লম্বা। এই প্রবণতা মহান আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের এক সুনিপুণ কৌশল। এটাই মানান সই পদ্ধতি। স্ত্রীরা যদি স্বামীদের চেয়ে অহরহ উঁচু হইত তাহলে দাম্পত্য জীবনে জটিলতা আসত। কোন নারীবাদী মহিলা যদি তার ছেলে বা নাতী বিবাহ করানোর জন্য পাত্রী দেখতে যান এবং সেই পাত্রীটি যদি তাঁর ছেলে বা নাতীর চেয়ে অনেক উঁচু এবং স্বাস্থ্যবান হয় তাহলে কি উনি সেই বিয়েতে মত দিবেন? নিশ্চয়ই না। কারণ বিয়ের ব্যাপারে পাত্র পাত্রীর স্বাস্থ্যগত মানানই আসল মানান। গ্রাম এলাকায় যদি কোন বিয়েতে দেখা যায় যে পাত্রী পাত্রের চেয়ে অনেক উঁচু স্বাস্থ্যবান, তখন গ্রামের মানুষেরা বলে কিনা–ওমা! এ যে হাতীর গলায় ঘন্টা বেঁধে দেওয়া হল। এইভাবে বিয়ে শেষ হয়ে গেলেও আমি অনেক জায়গায় লক্ষ্য করেছি অনেক সময় ছেলের মা ঐ রকম বেমানান বৌয়ের সাথে ছেলেকে থাকতে দিতে রাজি হয় না। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত তালাকও হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহর এই সৃষ্টি বৈষম্য বিজ্ঞান সম্মত।

১২। নারী কর্তৃত্ব ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে যারা টি এন,ও, এডিসি, ডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, এসিস্ট্যাষ্ট সেক্রেটারী, ডিপুটি সেক্রেটারী, জয়েন সেক্রেটারী, এডিশনাল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী আছেন তাদের বয়স সচরাচর গড়ে ৪৫ হইতে ৫৫ বৎসর। আজ থেকে ৫৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪০ সালের দিকে এই ভূখন্ডটিতে মেয়েদের লেখাপড়া এবং চিন্তা-গবেষণায় কোন বাঁধা ছিল না। উপরে উল্লেখিত পদসমূহে যাইতে ভাল ব্রেইন ও দক্ষতার প্রয়োজন। একজন ডিসির সংগী ছাত্রীদের মধ্যে কয়জন ডিসি হয়েছে? একজন সেক্রেটারীর সংগী ছাত্রীদের মধ্যে কয়জন সেক্রেটারী হয়েছে? একজন সেক্রেটারীর সম বয়সী বহু ছাত্রী আছে যারা মাষ্টার ডিগ্রী পাশ। তাদেরও সেক্রেটারী হওয়ার পথ খোলা ছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্রেইন ও দক্ষতার অভাবে তারা তা পারেন নাই।

গত ২৪/৮/৯৪ ইং তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় দেখেছি ভোরের কাগজের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, জাতীয় সংসদের বিরোধী

www.nagorikpathagar.org

দলীয় চীফ হুইপ জনাব মোঃ নাসিম-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বর্তমানে সার্কভুক্ত তিনটি দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিলা। আপনী কি মনে করেন এরা এ পর্যায়ে যে এসেছেন তাতে উত্তরাধিকার শক্তি বেশী কাজ করেছে?

তিনি উত্তরে বলেন ঃ "রাজনীতির ক্ষেত্রে এদের তিনজনেরই রয়েছে পারিবারিক পটভূমি। সেই উত্তরাধিকার শক্তিটা অবশ্যই খালেদা জিয়া, বেনজির ভুট্টো এবং চন্দ্রিকার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পিছনে কাজ করেছে। তবে এর সংগে তাদের নিজস্ব জোরও ছিল।"

গণতন্ত্রী পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এম, পি তাকেও ঐ একই প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ- "এই তিনজনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পিছনে উত্তরাধিকার শক্তি ছিল ১ম শক্তি। বলা যায় রাজনীতিতে পারিবারিক যে অতীত, যে ধারা, তার দ্বার বেয়েই এরা তিনজন এ পর্যায়ে এসেছেন। শুধু এরা তিনজনই নয় ফিলিপাইনে কোরাজন একিনোর বেলাতেও ঘটেছিল একই ঘটনা। স্বামী নিহত হওয়ার পর তিনি এলেন রাজনীতিতে। আমার মতে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে ভায়োলেন্সের ফলে সৃষ্ট শূণ্যতার কারণেই মহিলারা রাজনীতিতে আসছেন। মানুষের মনের আবেগ ও সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতির এই শূন্যতা পুরণের চেষ্টা চলছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বেলায়ও ঐ একই কথা খাটে।"

সুতরাং আমরা এ কথা পরিষ্কার ভাষায় বলতে পারি যে, নারীরা জনগণের ভোটের মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা পেলেও তাদের এই ক্ষমতার উৎস হচ্ছে পুরুষ এবং পুরুষের প্রভাব।

পুরুষের মত কর্মক্ষেত্রের বহু স্তরের জন্য মেয়েরা অনুপযোগী

কোন মেয়েকে কোন ইমারজেন্সি সার্ভিসে নিয়োগের ব্যাপারে অসংখ্য অসুবিধা আছে।

প্রতিটি মেয়েরই মাসে ১ বার মাসিক ঋতুস্রাব হবেই। এটা প্রকৃতির নিয়ম। এটা রোধ করা যাবে না। রোধ করলেও শারিরীক অসুবিধা হবে। গড়ে সব মেয়েরই ঋতুস্রাব ৫ থেকে ৭ দিন থাকে। আবার কারও কারও ৩ দিন বা ৯/১০ দিনও থাকে। মাসিক স্রাব শুরু হওয়ার ৩/৪ দিন আগে থেকে মেয়েরা বিভিন্ন রকম শারীরিক অস্বস্তিতে ভোগে। যেমন মাথাটা ঘোরে, কোমড় পাঁজর চাবায়, তলপেটে ব্যথা হয় ইত্যাদি। আবার ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়েও তাদের মন মেজাজ এবং শরীর ভাল থাকে না। দেখা যাচ্ছে এই ব্যাপারে মেয়েদের প্রতি মাসে গড়ে কমপক্ষে ৭/৮ দিন ডিস্টার্ব হয়। আবার বাচ্চা পেটে আসলেও অন্তত ৩/৪ মাস খাওয়ার অরুচি বমি মাথা ঘুরান, কিছু ভাল না লাগা এগুলো লেগেই থাকে। আবার বাচ্চা যখন পেটে ৭/৮ মাস হয় তখন থেকে ডেলিভারী পর্যন্ত ২/৩ মাস সে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে সাবধানে চলাফেরা করতে হয় এবং কোন ঝুঁকি বহুল কাজ করতে পারে না। আজকাল আবার আগের মেয়েদের মত বাড়ীতে ইজি ডেলিভারী খুব কমই হয়। প্রায়ই হাসপাতালে বা ক্লিনিকে যেতে হয়। অনেক সময় জটিলতার কারণে সিজারীও করতে হয়। ডেলিভারীর পর

www.nagorikpathagar.org

কমপক্ষে ২ মাস বাচ্চার এবং নিজের শরীরের যত্নের জন্য নিজেকে সব ঝামেলা থেকে একটু ফ্রি করে নিতে হয়। চাকুরীজীবি মেয়েদের বাচ্চা হবার পিরিয়ডে এইজন্যই তাদেরকে ডেলিভারীর আগে ৪৫ দিন এবং পরে ৪৫ দিন মোট ৯০ দিন মাতৃত্ব ছুটি দেওয়া হয়। আবার বাচ্চা কমপক্ষে ৬/৭ বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত, বাচ্চা বাসায় রেখে মা কোথাও গেলে মাও টেনশনে থাকেন বাচ্চাও অসহায় হয়ে পড়ে। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছেন কোন ক্ষেত্রে ইমারজেন্সি সার্ভিস দেওয়া মেয়েদের জন্য খুবই কষ্ট সাধ্য।

কোন মেয়ে যদি বিমানের পাইলট হয়, আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় হঠাৎ যদি তার ঋতুস্রাবের ব্যথা শুরু হয় অথবা ঋতুস্রাবই শুরু হয় তখন সে ভীষণ আনইজি ফিল করবে এবং সঠিক ড্রাইভিং এ অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। প্রত্যেক মাসে একই তারিখে একই ভাবে ঋতুস্রাব খুব কম মেয়েরই হয়। অনেকেই এই ব্যাপারে নানা রকম জটিলতায় ভোগেন। কাজেই এখানে সাবধানতা অবলম্বন করলেও কোন লাভ হবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মেয়েরা কর্মজীবনে প্রসূতি ছুটি পায় ১১২ দিন। মাতার ইচ্ছা ও চিকিৎসকের সুপারিশ অনুযায়ী প্রসবের পর ১ থেকে ২ বৎসর পর্যন্তও ছুটি মঞ্জুর হয়ে থাকে। এসব সুযোগ সুবিধা তাদের কর্মজীবনে দক্ষতা অর্জনের ও পদন্নোতি লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। (সাঃ ছুটি ৩০/১২/৮৮ ইং)।

রাশিয়া

অধুনা লুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা বর্তমান রাশিয়ায় অনেকদিন থেকেই মেয়েদের শিক্ষা ও গবেষণায় কোন বাঁধা নাই। সেখানে আছে নারী পুরুষের অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার স্বাধীনতা। সেখানে উচ্চ শিক্ষিতের প্রায় ৬০ শতাংশই মহিলা। অথচ কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় এর বিপরীত চিত্র।

কর্মক্ষেত্রে রাশিয়ার মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে লেখা একটি প্রতিবেদন, যাহা "সাপ্তাহিক ছুটি" ম্যাগাজিনের ৩০ শে ডিসেম্বর /৮৮ সংখ্যায় ৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল উহার কিছু অংশ আমি হুবহু তুলে ধরছি।

"শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত দক্ষ কর্মীদের চার-পঞ্চমাংশই পুরুষ। উচ্চ শিক্ষিত ছেলেদের ৫০ শতাংশই ভাল চাকরী বা উচ্চ পদের অধিকারী; পক্ষান্তরে উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে এ হার হচ্ছে মাত্র ৭ শতাংশ, কলকারখানা গুলোতে ম্যানেজার বা প্রধান প্রকৌশলীর মাত্র ১২ শতাংশ পদে নারীরা রয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমির একাডেমিশিয়ান ও পত্র সদস্যদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশের বেশী নয়। মোট কথা, যে সব কাজে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতার প্রয়োজন সেগুলোতেই মেয়েরা অধিক সংখ্যায় নিয়োজিত। সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে কর্মজীবি মায়েরা তাদের পেশাগত কাজ ও সংসারের হরেক রকম কাজ করার পর সন্তানদের জন্য সপ্তাহে গড়ে তিরিশ মিনিটের বেশী সময় দিতে পারেন না। ৪০ শতাংশ মহিলা বলেছেন সংসার চলে যায় এমন পরিমাণ অর্থ স্বামীরা উপার্জন করতে পারলে তারা আর কাজ করবেন না। সম্ভবতঃ পারিবারিক সমস্যার কথা ভেবেই তারা এ ধরনের কথা বলেছেন।"

www.nagorikpathagar.org

যে দেশে উচ্চ শিক্ষিতের প্রায় ৬০ শতাংশই মহিলা। সেই দেশে যদি কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থা এই হয় তাহলে বাংলাদেশের মেয়েদের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবীটা কতটুকু যুক্তি সংগত তাহা অভিজ্ঞ মহলই বিবেচনা করে দেখবেন।

বাংলাদেশে ভিডিপির অনেক মহিলা সদস্য আছে। ভিডিপি হচ্ছে ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি বা গ্রাম প্রতিরক্ষা দল। গ্রামে যাতে চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক, অপহরণ, ধর্ষণ, মদ, জুয়া ইত্যাদি না হয় সেগুলো চেক দেওয়াই এই ভিডিপি সদস্যদের প্রধান দায়িত্ব। আমাদের দেশে যত রকম অপরাধ হয় সবই রাত্রে এবং শুধু রাত্রে নয় গভীর রাত্রে। একজন মহিলা, গ্রামের আনাচে কানাচে ঘুরে গভীর অন্ধকার রাত্রে আড়া জংলা ঘেষা পথঘাট পেরিয়ে গ্রাম প্রতিরক্ষার কি দায়িত্ব পালন করতে পারবে এটা আমার মাথায় ধরে না। আমরা যে বোকার স্বর্গে বাস করি এতে আর কোন সন্দেহ নাই।

মেয়েরা পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে বহির্মুখী হওয়ার কারণে সৃষ্ট জটিলতা ও ক্ষতির পরিমাণ

শুধু মুসলমান নয়, পৃথিবীর যে কোন ধর্মাবলম্বী লোকই হোক না কেন সকলেই চায় যে তার সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক পেটে থাকা অবস্থায় এবং জন্মের পর শারিরীক এবং মানসিক সামান্যতম ক্ষতিও যেন সন্তানের না হয়। সুস্থ সবল নিরোগ এবং ফুটফুটে সন্তান সকলেরই কাম্য। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তানকে শারিরীক এবং মানসিক ভাবে সুস্থ্য রাখার জন্য মায়ের সান্নিধ্যে, মায়ের সেবা এবং মায়ের দুধ এই তিনটির বিকল্প কিছু পৃথিবীতে নাই। এটা কোন মোল্লা মুন্সির উক্তি নয়। এটা বর্তমান সভ্য পৃথিবীর বড় বড় চিকিৎসা বিজ্ঞানীর উক্তি। আর এই কথাটা পৃথিবীর নারী পুরুষকে ভাল করে বুঝাবার জন্যই প্রতি বৎসর সভা সেমিনার ট্রেনিং পোস্টারিং ইত্যাদি প্রোগ্রামের মাধ্যমে যত কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, আমার মনে হয় সেই পরিমাণ টাকা দিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় একটা মিল/ ইন্ডাস্ট্রি করা সম্ভব হইত এবং দেশেরও অনেক উন্নতি হইত। আমাদের দেশের যে সমস্ত মেয়েরা মোটামুটি ধর্মভীরু এবং "শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার" এই শ্লোগানকে যারা ঘৃণা করে তাদের জন্য কিন্তু এই টাকা খরচ না করলেও চলত। কারণ তারা সন্তানকে সাজেশন ছাড়াই রীতিমত বুকের দুধ খাওয়ান, নিজের কাছে রাখেন এবং তাদের প্রতি যত্নশীল হন। আর যারা আলট্রা মর্ডান, নারী মুক্তির চিন্তায় বিভোর, নিজের বডি কনস্ট্রাকশন ঠিক রাখার ব্যাপারে ভীষণ সজাগ অর্থাৎ যারা বিউটি পার্লার থেকে সাজগোজ করে বৈশাখী মেলা এবং ঈদ মেলায় যাইয়া বখাটে ছেলেদের চিমটি খায় তাদের জন্যই শুধুমাত্র এই কোটি কোটি টাকা খরচ। কারণ তারা বাচ্চাকে বুকের দুখ খাওয়াতেই চান না বাচ্চা সংগে রাখতে চান না, বাচ্চা বাসায় কাজের মেয়ের কাছে এবং নানী দাদীর কাছে রেখে ক্লাবে যান, সিনেমায় যান, অফিসে যান, ফিল্মে যান। এই সমস্ত আলট্রা মডার্ন মেয়েদের কারণে ত্রিমুখী ক্ষতি হচ্ছে। শিশুর শারিরীক, মানসিক ক্ষতি, দেশ ও জাতির আর্থিক ক্ষতি এবং দাম্পত্য জীবনের স্থিতিশীলতার উপর হুমকি। আমার মতে দেশের প্রতিটি মা যদি ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, সংযমী ও রুচিশীল জীবন যাপন করে এবং

www.nagorikpathagar.org

যে চাকুরীটি করলে তার সব কুল বজায় থাকবে সেই রকম একটা চাকুরী করেন, তাহলে আমাদের দেশের ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ ও জাতিকে এতটা খেসারত দিতে হবে না।

শিশুর শারিরীক মানসিক অগ্রগতির ব্যাপারে মায়ের ভূমিকার উপর আপনারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অনেক প্রচার পত্র পোস্টার বই ইত্যাদি পড়েছেন। আমি অতি সংক্ষেপে দুই একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

১৯৯৫ সালের মা ও শিশু পক্ষ উপলক্ষে অসংখ্য পোস্টারিং করা হয়েছে। তন্মধ্যে আমি মাত্র তিনটির কথা বলছি।

১। " বুকের দুধ খাওয়ান শিশুকে বাচান" (মা ও সন্তানের ছবি সহ)।

২। "শিশুর সর্দি কাশি হলে কোন এন্টি বায়োটিক/কাশির সিরাপের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র বাড়ীতে মায়ের যত্নেই শিশুকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব"। (মায়ের যত্ন গুলি আবার ৫ ভাগে দেখান হয়েছে)।

৩। জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টের অফিস কক্ষের দেয়ালে খানিকটা জায়গা জুড়ে মাতৃ দুগ্ধ নীতিমালার ১৫ টি ধারা বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬ নং ধারাটি হচ্ছে "শিশুর জন্মের পর থেকে মা ও শিশুকে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা একই ঘরে একই বিছানায় থাকতে হবে।"

মেয়েরা পূর্ণদ্যোমে পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে যদি ঢালাও ভাবে কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়েন, তাহলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এবং বাংলাদেশ সরকারের উপরিউল্লিখিত মেডিক্যাল সাজেশনগুলো কখন পালন করবেন? শিশুর পরিচর্যা এবং মায়ের পরিচর্যা নিয়ে চিল্লাচিল্লি করে খামোখা এত টাকা খরচ করার কোন যুক্তি আছে কি?

বর্তমান যুগের প্রগতিশীল সমাজ বিজ্ঞানীরা একদিকে বলছেন যে, মা ছাড়া শিশুর গতি নাই। মায়ের শিক্ষাই আসল শিক্ষা, শিশুর জন্য মাতৃ ভবনই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে আবার স্বামীকে বেকার রেখে স্ত্রীকে চাকুরী দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মাঠে সংসার এবং শিশুর ক্ষতি করে। যেমন ৯১-ও ৯৪ সালে স্বাস্থ্য বিভাগে কিছু স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ করা হয়েছে মেয়ে। আমি খেয়াল করেছি তাদের অনেকেরই স্বামী শিক্ষিত এবং বেকার। প্রগতিশীলদের বক্তব্য স্ববিরোধী কারণ কথায় আর কাজে মিল নাই। আর এর পিছনে কাজ করছে খৃষ্টান ও ইহুদী জগতের পয়সা। বিশ্ব ব্যাংক যাদের নিয়ন্ত্রণে তারা অমুসলমান। অমুসলমানদের কলাকৌশল একটাই সেটা হচ্ছে মুসলিম দেশের ধর্মীয় গাম্ভীর্য নষ্ট করে মেয়েগুলোকে টেনে রাস্তায় বের করা। যখন ছাগল ভেড়ার মত সব একাকার হয়ে যাবে তখন মিশরের মত তাদের পচা ইজম ও সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দেওয়া সহজ হবে। আপনারা অনেকেই জানেন যে, মিশর বর্তমানে কাগজ কলমে মুসলিম রাষ্ট্র।. তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ডের ১৬ আনা সর্বনাশ করে ছেড়েছে আমেরিকা। আর এই জন্যই তারা উপসাগরীয় যুদ্ধে সৈনিকদের সেবা করার জন্য কিছু যুবতীকে পাঠাইয়াছিল। অবাধ গর্ভপাত এবং বিবাহ পূর্ব যৌনাচারের পক্ষে প্রস্তাব এনে জাতিসংঘের যে সম্মেলন সম্প্রতি হয়ে গেল তার স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল মিশরের রাজধানী। মিশরবাসীদের রুচি নষ্ট না হলে এরূপ হতে পারত না।

কোন মহিলা যদি এমন চাকুরী করেন যে, সারাক্ষণ তাকে পাবলিক করেসপন্ডেস করতে হয়। নিজের অনেক কথা বলতেও হয় আবার অনেক কথা শুনতেও হয়। কথা

www.nagorikpathagar.org

বলতে এবং শুনতে উভয় ক্ষেত্রেই ধৈর্যের প্রয়োজন এবং এনার্জি লস হয়। এই মেয়েটি যখন সারাদিন চাকুরীর দায়িত্ব পালন করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে তখন তার মন মেজাজ থাকে খিট্‌খিটে। ঐ অবস্থায় কারও কোন ভাল কথা শুনতেও ইচ্ছে হয় না। তাই নিজের অজান্তেই সে স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার করে ফেলে এবং দাম্পত্য জীবনে কলহ হয়। হাদীসে আছে স্বামীর ছোট খাট একটা হুকুম পালন করা অনেক পুণ্যের কাজ। এই মেয়েরা অনেক সময় স্বামীকে এক মুঠো নিজ হাতে খাওয়ানোর সুযোগও পায় না। ধীরে ধীরে দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠে বিষাক্ত। দাম্পত্য জীবনে কলহ থাকলে নারী পুরুষের জীবন হয়ে উঠে ডিমের খোসার মত। এটা গ্রেট লস।

মেয়েরা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে বেশী কায়িক পরিশ্রম করলে তাদের রূপলাবণ্য ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং দীর্ঘদিন কাজ করলে মুখ এবং শরীর পুরুষাকৃতি ধারণ করে।

গত ৩০/৩/৯৪ ইং তারিখের ভোরের কাগজ পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় মুক্তচিন্তা কলামে আনোয়ারা সৈয়দ হকের একটি লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। লেখাটি ছিল মেয়েদের যৌন হয়রানীর বিষয়ে। হেডিং ছিল "কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা যৌন হয়রানীর শিকার।"

উক্ত কলামে বলা হইয়াছে ঃ-

"কোন্ দেশের মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানীর শিকার নয়? খোদ শিক্ষিত দেশ আমেরিকার মেয়েরা পর্যন্ত যৌন হয়রানির শিকার। সেখানেও সুযোগ পেলেই হাত দেওয়া হচ্ছে গায়ে। যে হাত যৌন হয়রানী করার হাত। অথচ সে মেয়েটি বা মহিলাটি হয়ত ঐ একই প্রতিষ্ঠানে পুরুষদের কলিগ। একই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত বা একই মাইনেতে চাকুরী করে।

১৯৭৬ সালের বেডচুক ম্যাগাজিনের এক সমীক্ষায় দেখা যায় উন্নত বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে শতকরা ৯০ জন মহিলা যৌন হয়রানীর শিকার, কোন কোন দেশে হয়ত এই হার সামান্য কম বা বেশী হতে পারে।

গত ৩১/৮/৯৫ তারিখে ভোরের কাগজ পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায়ই লেখা ছিল— শ্রীলংকার কর্মজীবি মহিলাদের ৮১ শতাংশই কাজে যাওয়ার বা বাড়ি ফিরবার পথে যৌন হয়রানীর শিকার। যাত্রী পরিবহনগুলো বিশেষতঃ লোক ভর্তি বাসগুলোতে এ ঘটনা বেশী ঘটে। গা ঘেষে দাঁড়ান, গায়ে হাত দেওয়া, অশালীন মন্তব্য করা, কুপ্রস্তাব এবং শারীরিক আক্রমণের মধ্যমেই এই হয়রানী চালানো হয়। শ্রীলংকার কনফারেন্স অব পাবলিক সার্ভিস ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত এক জরীপে এ তথ্য উদঘাটিত হয়েছে।" পিটিআই।

বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানী কেবল শুরু। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় ব্যাপারে কতটুকু অগ্রসর এবং তাদের ইসলাম প্রীতির সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র আমি ভূমিকার মধ্যে তুলে ধরেছি। এই ইসলাম প্রীতির কারণেই বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে মহিলারা মাত্র ১% জন যৌন হয়রানীর শিকার। এই ১% জন বাড়তে বাড়তে বাংলাদেশেও এর হার শ্রীলংকার মত ৮১% এ দাঁড়াক, এটা কি আপনারা চান? যদি না চান তাহলে দয়া করে বোকার মত পর্দাপ্রথা নামে ইসলামী আচরণ বিধির বিরুদ্ধে আর কলম ধরবেন না। যদি বাংলাদেশেও কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা শ্রীলংকার মত শতকরা ৮৯ জন যৌন হয়রানীর শিকার হয় তাহলে এ হয়রানীর আওতায় ছোট মিঞা বড় মিঞা সবাই পড়বেন।

www.nagorikpathagar.org

আমার স্ত্রী, আমার বোন, আমার মেয়ে যদি রাস্তাঘাটে অফিস আদালতে যৌন হয়রানীর শিকার হয় এবং এইভাবে আমাকে কিছু উপার্জন করে দেয়, ধিক আমার সে উপার্জনে।

বাংলাদেশে এই হয়রানীর কেবল প্রাথমিক অবস্থা। যে কোন রোগ প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করলে ঔষধ কম লাগে খরচও কম হয়। সুতরাং প্রিয় পাঠক পাঠিকা ভাইবোনদের কাছে আমার আরজ চলুন আমরা সম্মিলিত ভাবে নারী স্বাধীনতার নামে প্রচলিত উশৃঙ্খলতাকে প্রতিহত করি। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করি।

যে সমস্ত ক্রিয়াকান্ডের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায় এবং গর্হিত কাজ ছেড়ে দেয় যেমন ধর্মীয় বই পুস্তক অধ্যয়ন, আন্তরিকতার সাথে পাঞ্জেগানা নামাজ আদায়, বিভিন্ন রকম ইসলামী জলসায় যোগদান, মাদ্রাসা শিক্ষা ইত্যাদি কাজগুলি আপনাদের উদ্যোগেত (প্রগতিবাদীদের উদ্যোগে), হয়ই না বরং সারা বৎসর আপনারা শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজকে কাঠমোল্লার দল বলে গাল দেন। আপনি যদি তেঁতুল গাছের বীজ বপন করে সেই গাছ থেকে আমের আশা করেন সেটা কি বোকামি নয়? আপনি সারা বৎসর গানবাজনা, মদ, জুয়া, সিনেমা ভি, সি আর ইত্যাদির ইন্ধন জুগিয়ে যাবেন আর মনে মনে আশা করবেন যে আমাদের মা বোনেরা যেন সম্মান ও ইজ্জত নিয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে-এ- কেমন স্ববিরোধিতা?-

স্বামী কি এবং কেন?

স্বামী শব্দটি যখন আমরা দাম্পত্য জীবনের বাইরে ব্যবহার করি তখন ইহার অর্থ প্রভু, মালিক পালন কর্তা ইত্যাদি বুঝায়। যেমন আমরা মহান আল্লাহকে অনেক সময় জগৎ স্বামী বলে থাকি। দাম্পত্য জীবনের ভিতরে এর অর্থ নির্দিষ্ট একজন মহিলার উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করা। অর্থাৎ যখন কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন সেই পুরুষটি হয় ঐ মহিলার স্বামী।

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে প্রত্যেক প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পর তার জোড়া হিসাবে তার বাম পাজর থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়।

নারী ও পুরুষ বিদ্যুৎ লাইনের নিগেটিভ পজেটিভ -এর মত পাশাপাশি অবস্থানের মাধ্যমে দুনিয়াতে ও আখেরাতের জীবনে আলো জ্বালাবে সুখ ও শান্তি আনবে এটাই সৃষ্টি কর্তার উদ্দেশ্য। হাদিসে আছে যখন কোন মুসলিম নরনারী (স্বামী, স্ত্রী) আনন্দ করে পরস্পরকে ভালবাসায় জড়িয়ে ধরে আল্লাহ তখন খুশী হন এবং তাদের দিকে রহমতের নজরে তাকান। অন্য একটি হাদিসে আছে স্বামী যখন ভালবাসা জড়িত কথা বলতে বলতে স্ত্রীর হাত ধরে, তখন তাহাদের আংগুলির ফাঁক দিয়া গুনাহ সমূহ ঝরিয়া যায়। (জামে ছগীর ছিউতী)।

কোরআন শরীফেও আছে "তারা (মেয়েরা) তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা (পুরুষেরা) তাদের ভূষণ।" ২ পারা ছুরা বাকারা-১৮৭ আয়াত। অর্থাৎ একজন পুরুষ

www.nagorikpathagar.org

একজন নির্দিষ্ট নারীর সংস্পর্শে এসে যেমন তার জীবনকে সুন্দর ও শোভনীয় করে তোলে তেমনি একজন নারীও একজন পুরুষের সংস্পর্শে এসে তার জীবনকে সুন্দর ও শোভনীয় করে তোলে। সুস্থ মাথায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যায়, একজন মহিলার জীবনে নিরাপত্তা, শালীনতা, ভদ্রতা, সুস্থতা রক্ষার জন্য এবং ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য একজন নির্দিষ্ট স্বামীর অধীনে থাকা প্রয়োজন। অধীন শব্দটা আজকাল কিছু কিছু মহিলা অ্যাভয়েড করার চিন্তা ভাবনা করছে। মানুষ হিসাবে একজন নারীর জীবনে স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু তার একটা সীমারেখা থাকতে হবে অবশ্যই, আর সেই সীমারেখা এবং স্বাধীনতা পরিমিত রাখার জন্যই আল্লাহতায়ালা পুরুষদেরকে স্বামী হিসাবে তাদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন। দুনিয়ার মানুষ ঘুষ খেয়ে চকরি দেয় কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ঘুষ খেয়ে পুরুষদেরকে এই কর্তৃত্ব দেন নাই।

শারিরীক, মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক যোগ্যতা নারীদের চেয়ে পুরুষের অনেক বেশী (যা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।) এই যোগ্যতার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা পুরুষদেরকে এই কর্তৃত্ব দিয়েছেন। তবে বিবাহের সময় খুব ভালভাবে খেয়াল করা উচিৎ যে এই পুরুষটি এই নারীটির উপর বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, শক্তি, অর্থ ইত্যাদি সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব করার যোগ্যতা রাখে কিনা এবং এই মেয়েটি এই ছেলেটিকে স্বামী হিসাবে পছন্দ হয় কিনা। সাবালিকা মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে অবশ্যই তাহার মতামত নিতে হবে। মহানবী (সঃ) বলেছেন বিবাহের ব্যাপারে মতামত চাইলে যদি মেয়েরা চুপ থাকে (প্রতিবাদ না করে) তাহলে ঐ চুপ থাকাই তার সমর্থন হিসাবে ধরে নিতে হবে।

ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যার কোন জায়গায় ত্রুটি নাই এবং বিজ্ঞান সম্মত। মানুষ যেমন দুনিয়ায় শান্তিতে ঘুমানোর জন্য ঘর তৈরী করে এবং সেই ঘরের চাল তাকে রোদ, বৃষ্টি, কুয়াশা, ঝড়, তুফান ইত্যাদি থেকে নিরাপদ রাখে ঠিক তেমনই কোন মেয়েলোক দুনিয়ায় নিরাপত্তা শালীনতা ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে চাইলে তাকে একজন নির্দিষ্ট স্বামীর অধীনে থাকতে হয়। পৃথিবীর যেসব দেশে এবং যে সকল জাতির মধ্যে দাম্পত্য জীবন ডিমের খোসার মত অন্তসার শূন্য হয়ে পড়েছে সেই সব দেশে এবং সেই সব জাতির মধ্যে অশান্তি ও উশৃঙ্খলতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে এবং তারা নানাবিধ মহামারীতেও ভুগছে। শৃগাল, কুকুর, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী এদের সাথে মানুষের জীবনের এটাই পার্থক্য যে, মানুষের দাম্পত্য জীবনে আছে শৃংখলাবোধ। কার্তিক মাস আসলেই কুকুর কুকুরী যেখানে সেখানে যৌন ক্রিয়া করে মানুষও যদি তাই করে তাহলে সে আর মানুষ থাকে না পশু হয়। কয়েকদিন আগে চিত্র বাংলায় পড়েছি হেডিং ছিল "প্রবাসের অভিজ্ঞতা" বিশ্বের মাঝে বেশী অপরাধ হয়ে থাকে নিউইয়র্ক সিটিতে। তাদের জরিপে জানা গেছে প্রতিটি মেয়ে বিয়ের আগে অসংখ্য বয়ফ্রেন্ড পালা বদল করে থাকে। প্রতিটি মেয়ে কমপক্ষে ১০টি ছেলের সাথে অবৈধ ভাবে মেলামেশা করে থাকে। তারা এতই স্বাধীন হয়েছে যে, বিয়ের পর শতকরা ৬০ জন স্ত্রী স্বামীকে সামান্য ব্যাপার নিয়ে তালাক দিয়ে থাকে। তাদের

www.nagorikpathagar.org

দাম্পত্য জীবন বলতে কিছু নাই। তারা সংসার সুখ জিনিসটা কি বলতে পারে না। তাদের না আছে ঘরে না আছে বাহিরে, না আছে সমুদ্রে তাদের শান্তি কোথাও নাই। কেউ যদি এক পেয়ালা বিষ দিয়ে তাদেরকে বলে এটা খেয়ে নিলে শান্তি পাবে তবুও তারা খেয়ে দেখবে শান্তি পাওয়া যায় কিনা।" ইংল্যান্ডের বিশ্ব সুন্দরী ও চিত্র তারকা এলিজাবেথ টেলর ইতিমধ্যেই ৮ম স্বামী গ্রহণ করেছেন। তবুও তার শান্তি নেই।

আমাদের দেশের নেশাগ্রস্তরা যেমন মাদক দ্রব্যের বিষাক্ত ছোবল ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে কলুষিত করছে একথা জেনে শুনেও তারা নেশা ছাড়তে পারে না। ঠিক তেমনই পাশ্চাত্যের নারী পুরুষেরাও বহুগামিতার মরণ ছোবল থেকে নিজেদেরকে বাঁচাইতে পারছে না। তবে আশার কথা যে, ইদানিং মার্কিনীরা মরণ ব্যাধি এইডস — এর ভয়ে আবার দাম্পত্য জীবনে ফিরে আসতে শুরু করেছে। কিছু দিন পূর্বে চিত্র বাংলা পত্রিকায় পড়েছি হেডিং ছিল- " বহুগামিতা ত্যাগ করেছে মার্কিনীরা। তারিক রহমানের এই লেখাটি পড়ে আমার খুব ভাল লাগল। আমি ভাবলাম মাকিনীদের ভুল ভাঙ্গলে এর প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পৌছবে।

কোন স্ত্রী বা পুরুষের নির্দিষ্ট একজন স্বামী বা স্ত্রীর উপর পূর্ণ আস্থা, বিশ্বাস এবং ভালবাসা না থাকলে মারাত্মক কোন অসুখ বিশুখ বা বিপদ আপদের সময় তার সেবা কে করবে? কে তাকে আন্তরিকতা দিয়ে সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে টাইম মত ঔষধ ও পথ্য খাওয়াবে? বিপদ মুহীবতের সময় তার পার্শ্বে বসে কে তাকে শান্ত্বনা দিবে? বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হয়ে গেলে কে তাদের দায়দায়িত্ব নিবে? কারণ বহুগামী নারী পুরুষেরা যৌবন শেষ হয়ে গেলে তখন তাদেরকে আর কেউ দাম দেয় না। সবাই তাদের ঘৃণা করে। এইজন্য নারী পুরুষ প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থল হচ্ছে দাম্পত্য জীবন। পৃথিবীর বহুদেশে বর্তমানে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা জীবনের বঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। কিছুদিন আগেও পত্রিকায় পড়েছি পাশ্চাত্যের কোন এক দেশে বৃদ্ধা দুই বোন বন্দুকের গুলিতে আত্ম হত্যা করে একই রুমের মধ্যে পড়েছিলেন। ছেলে মেয়ে স্ত্রী পরিবার এদের উপর যারা উদাসীন তাদের শেষ পরিণাম এটাই হয়। কিন্তু ইসলাম পূর্ণ জীবন বিধান। কবরে শোয়ানোর আগ পর্যন্ত মানুষ যত সমস্যার সম্মুখীন হবে ইসলাম দিয়েছে তার যুক্তিপূর্ণ এবং নির্ভুল সমাধান। বৃদ্ধ বয়সে যাতে পিতা মাতা এবং অন্যান্য মুরুব্বীরা সামান্যতম কষ্টও না পায় সে জন্য কোরআন হাদিসে বহু জায়গায় বহুবার কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

দাম্পত্য জীবনের স্থিতিশীলতা না থাকলে না সন্তানেরা বাবার যৌথ স্নেহ, শাসন ও পরিচর্যার অভাবে বাউন্ডেলে হয়ে পড়ে। সন্তানদেরকে সু সন্তান হিসাবে গড়ে তুলতে হলে এবং তাদের হতাশা থেকে বাঁচাতে হলে নির্দিষ্ট একজন স্বামী নির্দিষ্ট একজন স্ত্রী প্রয়োজন।

আপনি অফিস বাজার বা অন্য কোনখানে থেকে বাসায় ফিরলে, আপনার ছোট বাচ্চারা আব্বা আব্বা করে দৌড়ে এসে আপনার কোলে উঠে এবং মহা আনন্দ প্রকাশ

www.nagorikpathagar.org

করে, আপনিও স্নেহের আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরেন। যদি আপনার নির্দিষ্ট একজন স্ত্রী বা সংসার বা আশ্রয়স্থল না থাকে, তাহলে আপনি সারাদিনের ক্লান্তি শেষে কোথায় গিয়ে শান্তি পাবেন? কে আপনাকে আব্বা ডাকবে? আপনি কার মঙ্গলের জন্য এত হাঁড় ভংগা খাঁটুনি খাটবেন?

ক্লাব এবং পার্টির বন্ধুরা হচ্ছে দুধের মাছি। যৌবন এবং অর্থ শেষ হয়ে গেলে ক্লাব এবং পার্টির বন্ধুরা আপনাকে দূরে ঠেলে দিবে।

সুতরাং এই অগ্নিদগ্ধ পৃথিবীতে ইসলামের বিধানই একমাত্র শান্তির গ্যারান্টি।

কয়েকটি হাদিস

১। "আমি যদি কারো প্রতি কাকেও সেজদা করতে হুকুম করতাম, তবে নিশ্চয়ই নারীগণকেও হুকুম করতাম যে, তারা যেন তাদের স্বামীগণকে সেজদা করে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা নারীর উপর পুরুষের বহু হক রেখেছেন।"

২। মহানবী সঃ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন স্ত্রীলোক ভাল? তিনি উত্তর করলেন "যেই স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি করলে স্বামী খুশী হন। যে নারী স্বামীর আদেশের অনুগতা হয়, যে নিজের দেহ মন ও অর্থসম্পদ লইয়া স্বামীর বিরোধিতা করে না।" (নাছায়ী)।

৩। "যে স্ত্রীলোক মুখের দ্বারা নিজের স্বামীকে কষ্ট দিবে তাহার উপর খোদার গযব নাজিল হইবে এবং ফেরেস্তা ও সমস্ত লোকের বদদোয়া তাহার উপর পড়িবে।'

৪। "যে স্ত্রী তাহার স্বামীর শক্তির অতিরিক্ত খোরপোষ চাহে এবং তা' দ্বারা স্বামীকে অসন্তুষ্ট করিয়া দেয় সেই স্ত্রী কখনও বেহেস্তে যাইতে পারিবে না।"

৫। 'যে স্ত্রী লোক তার স্বামীকে বলিবে তোমার কোন কাজই আমার পছন্দ হয় না তাহার ৭০ বৎসরের বন্দেগী বরবাদ হইয়া যাইবে"।

৬।"যে স্ত্রী লোক স্বামীকে নিজস্ব সম্পদের জন্য খোটা দিবে তখনই তার পূববর্তী জীবনের সকল পুণ্য ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

৭। "আমি দোযখের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক দেখিয়াছি। তাহারা দুইটি কারণে বেশী জাহান্নামী— ১। অন্যের উপর অভিশাপ দেওয়া ২। স্বামীর না শুকরী করা।"

৮। "যদি কোন স্ত্রী লোক স্বামীর অসন্তুষ্টিতে এক রাত্রি তাহার সঙ্গ ছাড়া থাকেন ঐ রাত্রির ফজর হওয়া পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেস্তা ঐ স্ত্রীর উপর অভিশম্পাত করতে থাকেন।"

৯। কেয়ামতের দিন মেয়েদিগকে ১ম জিজ্ঞাসা করা হইবে নামাজের কথা ২য় জিজ্ঞাসা করা হইবে স্বামীর তাবেদারী বা সন্তুষ্টির কথা।"

১০। " যে স্ত্রী লোক সামান্য খুঁটিনাটি কারণে তালাক চায় ঐ স্ত্রীলোকের হাশরের মাঠে গালে মাংস থাকিবে না।"

১১। মহানবী (সাঃ) বলেন "কোন স্ত্রীলোক যদি স্বামীকে খুশী রেখে মারা যায় (এবং অন্যান্য আমল ঠিক থাকে) সে (স্বামীকে খুশী রাখার কারণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) বেহেস্তে প্রবেশ করিবে।" (তিরমিজী)

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম ধর্মে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা কি ফাজলামো আইন?

আমার প্রগতিশীল ভাইবোনেরা একথা বার বার স্বীকার করেছেন যে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আমাদের কোন আপত্তি নাই, এর প্রতিটি শব্দ প্রতিটি কথা আল্লাহর। দুনিয়ার কোন মানুষের এর কিছু পরিবর্তন করার অধিকার নাই। যেমন-২৪/৭/৯৪ ইং তারিখের ভোরের কাগজের ৫ম পৃষ্ঠায় শেষ কলামে লেখক আহমদ ছফা লিখেছেন- "তসলিমার কারণে আমরা একটা নাজুক পরিস্থিতিতে পড়েছি। (তসলিমা) ষ্টেটম্যান পত্রিকায় বলেছে কোরআনের মোটা দাগের সংশোধন হওয়া উচিৎ। তার সেই অধিকার নেই। কোরআন তসলিমা কিংবা তার বাবা লেখেনি। মানা না মানা তার ব্যাপার।"

যে কোরআন শরীফের প্রতিটি কথা মহান আল্লাহর সেই কোরআন শরীফেরই ৪র্থ পারার সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে পুরুষদের জন্য প্রয়োজনে ৪টি বিবাহের বৈধতা ঘোষণা করা হইয়াছে। শুধু সাদাসিদা ভাবে পুরুষেরা ৪টি বিবাহ করতে পারবে এই কথা বলেই আল্লাহ তায়ালা ক্ষান্ত হন নাই। ঐ আয়াতের মধ্যেই হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীর প্রতি যদি সর্ব দিক থেকে সমান ব্যবহার করতে না পারার আশংকা থাকে, তাহলে এক স্ত্রীর উপরই রাজি থাক। তিরমিজী শরীফের একটি হাদিসে আছে " যাহার দুই স্ত্রী আছে, সে যদি স্ত্রীদের প্রতি সমান নজর না রাখে তাহা হইলে কিয়ামতে সে পাজর ভাঙ্গা অবস্থায় উঠবে।"

তালাক সম্পর্কে যেরূপ বলা হয়েছে যে, তালাক বৈধ ঠিকই-কিন্তু" হালাল বস্তু সমূহের মধ্যে তালাকের চেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু আর নাই।" তালাক দিলে আল্লাহর আরশ কম্পিত হয়।" আরও বলা হয়েছে যে, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর সকল অন্যায় অত্যাচার জুলুম আল্লাহর ওয়াস্তে সহ্য করে এবং ক্ষমা করে দেয় তাহলে কেয়ামতের দিন সে হযরত আইয়ুব (আঃ) —এর জীবনের নেকীর সমান নেকী (বখশিস হিসাবে) পাইবে।"

তবে যদি সামান্য বা টুকিটাকি অপরাধের জন্য অথবা যৌতুকের কারণে না হক ভাবে তালাক দেয় শুধুমাত্র তখনই আল্লাহর আরশ কম্পিত হবে এবং ঐ তালাকই আল্লাহর দরবারে নিকৃষ্ট তালাক বলে গণ্য হবে। তালাকের ক্ষেত্রে যেমন বৈধতা থাকা সত্ত্বেও জটিলতা ও ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে তালাকটা মানুষের কাছে ছেলে খেলা না হয় ঠিক তেমনই ৪ বিবাহের ব্যাপারেও বৈধতা থাকলেও কিছু কিছু কঠিন কঠিন শর্ত আরোপ করা হয়েছে যাতে বহু বিবাহটা ছেলে খেলা না হয়। সৌদি আরবের বা অন্য কোন অ্যারাবিয়ান দেশের কিছু কিছু অসৎ শেখেরা যা করছে তা কিন্তু ইসলাম নয়। মনে রাখবেন কোন (ভ্রষ্ট) হুজুর সাহেব যা করে তাও ইসলাম নয়। মসজিদে নামাজের উছিলায় গিয়ে যারা জুতা চুরি করে তারা কিন্তু নামাজি নয়। কোরআন হাদিসে যা কিছু আছে তাই ইসলাম।

আমার মতে এ যুগে সুস্থ সবল ৪ জন স্ত্রীকে পুর্ণদ্যোমে দৈহিক তৃপ্তি দিতে কেউ পারবে না। কারণ মেয়েদের যৌন শক্তি পুরুষের চেয়ে বেশী। পুরুষের চেয়ে লজ্জা ও ধৈর্য বেশী থাকার কারণেই মেয়েরা মাথা নিচু করে থাকে। আমাদের দেশে জীবন যাত্রার যে অবস্থা, তাতে কোন পুরুষেরই একাধিক বিয়ে করা উচিৎ নয়। এত গেল শুধু যৌন তৃপ্তির ব্যাপার। কিন্তু কাপড় চোপড় গহনা- পত্র, প্রসাধনী, তৈল সাবান,

www.nagorikpathagar.org

বাসস্থান, চিকিৎসা, মেহমানদারী ইত্যাদি সব দিকে নজর করলে এবং কোন ব্যাপারেই স্ত্রীদের উপর কিঞ্চিৎ তারতম্য করা যাবে না, করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এই সব কথা চিন্তা করলে এবং আল্লাহর ভয় থাকলে সে গান্দারী করে কোন দিনও একাধিক বিয়ে করবে না এবং না করাই শ্রেয়। আল্লাহ যেমন বলেছেন ৫ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম কর তা না করলে জাহান্নামের আগুনে অনন্তকাল জ্বলবে। আল্লাহ ত সেইরূপ বলেন নাই যে একাধিক বিয়ে কর না করলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। বরং একথা বলেছেন বারবার যে একাধিক বিয়ে করে সর্ব দিক দিয়ে সমান সমান বিচার না করতে পারলে এবং তাদের সমস্ত হক পুরাপুরি আদায় না করতে পারলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। চার বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই না যে, সবাইকে চার বিয়ে করতে হবে। এটা একটা সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে যার যা একান্ত প্রয়োজন সে তাই করবে। একটা গাড়ীর যদি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ১৫০ কিলোমিটার গতিবেগ থাকে তাহলে সচরাচর ড্রাইভার ৫০ কিলোমিটার বেগে চালায়। বা কোন কোন সময় ৬০/৭০/৮০ কিঃ বেগেও চালায়। কিন্তু কোন ড্রাইভারই ১৫০ কিলোমিটার বেগে গাড়ী চালায় না। এবং চালাইলেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে। রাস্তা ও গাড়ীর কন্ডিশন বিবেচনা করে যতটুকু গতি উনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন ততটুকু বেগেই উনি গাড়ী ছাড়বেন। চার বিবাহের বেলায় ঠিক তাই মনে করবেন।

ইসলামে একাধিক বিবাহের সমর্থন থাকার পিছনে কতগুলি যুক্তিও আছে

১। আমাদের সমাজে এমন অসংখ্য পুরুষ আছে যারা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ক্লাবে, পারলারে, আবাসিক হোটেলে এবং পতিতালয়ে অহরহ অন্য মেয়ে নিয়া ঢলাঢলি করে। এই ধরনের উশৃংখল পুরুষ অনেক সময় বহু বিবাহের দ্বারা থেমে যায়। সুতরাং এই ধরনের উশৃংখল পুরুষদেরকে থামানোর জন্য একাধিক বিবাহের সমর্থন করা চলে।

২। অনেক সময় দেখা যায়, ১ম বিবাহের পর ১০/১৫ বৎসরের মধ্যে কোন সন্তানাদি হয় না। এমনকি আরও বেশী সময় যায়। সন্তানের আব্বা আম্মা ডাক শুনে দগ্ধ কলিজা সবাই ঠান্ডা করতে চায়। বংশধর বা উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাওয়া মানুষের সার্বজনীন আকাঙ্খা। এই মর্মান্তিক অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য অনেক সময় স্ত্রীরাই স্বামীদের দ্বিতীয় বার বিয়ে দেয়। বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিয়ে সমর্থনযোগ্য।

৩। কোন এক সময় ইউরোপে ভয়াবহ যুদ্ধের কারণে লক্ষ লক্ষ পুরুষ নিহত হলো। অসংখ্য নারী বিধবা হয়ে পড়লো এবং বিবাহযোগ্যা কন্যাদের বিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়লো। কোথায় পাবে এত পুরুষ? খৃষ্টধর্মে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। বাধ্য হইয়া নারী পুরুষ যে যেখানে সুযোগ পেলো ব্যভিচার শুরু করলো। যার ফলে জন্ম গ্রহণ করলো হাজার হাজার অবৈধ সন্তান। আর তাহাদেরকে বলা হইল ওয়ারবেবিস। ইহাই কি সুব্যবস্থা? তার চেয়ে বরং বহু বিবাহের মাধ্যমে একটা সুশৃংখল জীবন যাপন করা যেতো। ব্যভিচার রোধ করার উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ে সমর্থন করা যুক্তিযুক্ত।

সম্রাট নেপোলিয়ানের কথা ভাবুন রাজনৈতিক কারণে অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারীকে তার বিবাহ করার প্রয়োজন হয়ে ছিল কিন্তু কেমন করে করবেন? তিনি যে বিবাহিত। তখন বাধ্য হয়ে জোসেফিনের ন্যায় অমন সতী সাধ্বী স্ত্রী রত্নকে বিনা কারণে তালাক দিতে

www.nagorikpathagar.org

হলো। খৃষ্ট ধর্মে যদি বহু বিবাহের বিধান থাকতো তাহলে নেপোলিয়ানকে এরূপ অসামাজিক কাজ করতে হতো না।

অবৈধ প্রেম বা ব্যভিচার যৌগিক অপরাধ। তুলনা করলে দেখা যাবে বহু বিবাহ অপেক্ষা অবৈধ প্রেম বা ব্যভিচারই বেশী ভয়াবহ। স্ত্রী না হয়ে রক্ষিতা বা পতিতা হলে কি নারী জাতির সম্মান বাড়ে? শহর বন্দরে বিভিন্ন বাসায় ও মেসে অনেক সময় এমন কিছু যুবতী কাজের মেয়ে পাওয়া যায় যারা স্বামীর ঘরে সামান্য খাওয়া পরার কষ্টে অথবা সতীনের সংসার হওয়ার কারণে চলে এসেছে শহরে। বাসায় মেসে বেগানা পুরুষদের কাজ কর্ম করা অবস্থায় তারা কতটুকু ভাল থাকতে পারে তা আপনারাই বিচার করবেন এরূপ জীবনের চেয়ে ধৈর্য্য ধরে স্বামীর সংসারে থাকা তার জন্য কত ভাল ছিল।

৪। শুনেছি আমাদের দেশে একজন স্বনামধন্য বক্তা আছেন, তিনি অন্ধ এবং কোরআনে হাফেজ। বাংলা বিদ্যা নাই বললেই চলে। তার কণ্ঠ খুবই মিষ্টি এবং দরাজ। উনি যখন ১ম বিবাহ করলেন তখন থেকে একটু একটু করে ওয়াজ করা শুরু করলেন। মানুষ তার জ্বালাময়ী কণ্ঠে মোহিত হতে লাগল। ক্রমেই তার হাক ডাক বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অনুশীলন এবং কালচার নিয়ে। তার স্ত্রী ছিলেন প্রায় মূর্খ। ক্রমেই তাকে বড় বড় মাহফিলে যেতে হয় এবং সারগর্ভ বক্তৃতার প্রিপারেশন নিতে হয়। উনি তখন ভাবলেন একজন শিক্ষিত লোক যদি আমার একান্ত আপনজন হয়ে দিবারাত্রি সব সময় আমার পাশে থেকে ভাল ভাল বই এবং কোরআন হাদিস আমাকে পড়ে পড়ে শুনাত এবং বুঝাতো তাহলে আমার বড়ই উপকার হতো। অবশেষে তিনি একজন শিক্ষিতা মহিলাকে বিবাহ করলেন। তার এই দ্বিতীয়া স্ত্রী সুযোগ পেলেই তাকে চাহিদামত বই পুস্তক কোরআন হাদিস পড়ে পড়ে শুনান এবং বুঝান। এভাবে তার বক্তা জীবন বিকশিত হয়ে উঠল। এখন নাকি সেই বক্তা সাহেবকে মোটা অংকের টাকা দিয়ে মিটিং ডায়রী করতে হয়। তাহলে বুঝতেই পাচ্ছেন উনি পরে আর একটা বিয়ে করে কাজটা মন্দ করেননি।

৫। অনেক সময় স্ত্রী অসুখ বিসুখে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন সে সর্বদিক থেকে অকেজো হয়ে থাকে। এমন দুরারোগ্য ব্যাধি যে, শত চিকিৎসার পরও সারে না। তখন স্ত্রীই অনেক সময় আগ্রহ করে অনুমতি দেয় যে, আপনি নিজেকে এবং আপনার সংসারকে টিকিয়ে রাখার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করুন। এক্ষেত্রেও ২য় বিয়ের প্রয়োজন উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়ত কৈউ কেউ বলবেন যে, স্বামীও অনেক সময় ২/৪ বৎসর মারাত্মক অসুখ বিসুখে ভোগে এবং বিছানায় পড়ে থাকে তখন কি মেয়েরা স্বামী থাকা অবস্থায় অন্যত্র বিয়ে বসে?

স্বামীরা যখন মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় ২/৪ বৎসর বিছানায় পরে থাকে তখন মেয়েদের অন্যত্র বিয়ে বসার ব্যাপারে ১টা মারাত্মক অসুবিধা আছে। একস্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় তালাক দেওয়ার পর মুদ্দত শেষ হইলে অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর মুদ্দত শেষ হইলে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে।

সাজান সংসার, সন্তানাদি ও রুগ্ন স্বামী এসবের মায়া ত্যাগ করে কোন সাধারণ মহিলা সচরাচর তালাক নিয়ে যায় না। তবে স্বেচ্ছাচারী মহিলারা একাজ করতে পারে

www.nagorikpathagar.org

এরকম বহু মহিলাই আমাদের দেশে আছে যারা ১টা বা ২টা বাচ্চা যাওয়ার পর স্বামী মারা গেলে একেবারে যুবতী থাকলেও তারা ঐ বাচ্চাদের সুখ শান্তির কথা চিন্তা করে আর ২য় বিয়ে করে না এবং ঐ ভাবেই জীবন কাটায়। এদিক থেকে মেয়েরা প্রশংসার যোগ্য।

যাইহোক একাধিক বিয়ের পক্ষে আমরা যতই যুক্তি দেখাই না কেন পারতোপক্ষে এ কাজ না করাই উত্তম। আমাদের গ্রাম বাংলায় একটা কথা খনার বচনের মত প্রচলিত আছে সেটা হচ্ছে কারও সাথে যদি দুশমনি করতে চাও তাহলে তাকে বলে কয়ে আর একটা বিয়ে করিয়ে দাও। তবেই বেটা ঠেলাটা বুঝবে হাঁড়ে হাঁড়ে।

পক্ষান্তরে ১ জন মহিলার একাধিক স্বামী থাকলে মেলামেশার প্রোগ্রাম নিয়ে এবং সন্তানের পিতৃত্বের দাবী নিয়ে প্রায়ই মারামারি হবে। সন্তানাদি লাঞ্ছিত ও অবহেলিত জীবন যাপন করবে। মা,বাবা পথের কাটা হিসাবে নিজ হস্তে সন্তান হত্যা করবে এবং সন্তানেরা পিতৃত্বের পরিচয় সংক্রান্ত জটিলতার জন্য মা, বাবাকে হত্যা করবে। আমেরিকা ইংল্যান্ড ইত্যাদি দেশের দিকে তাকালে তার লক্ষ লক্ষ প্রমাণ মেলে।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও ফতোয়াবাজি

ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে যে সকল কাজ করা অন্যায় ও অবৈধ যেমন সুদ, ঘুষ এতিমের মাল ভক্ষণ, মিথ্যা বলা, প্রবঞ্চনা করা, আমানত খিয়ানত করা ইত্যাদি কাজ গুলি মানুষ অহরহ করছে। এইরূপ হাজার হাজার অন্যায় কাজের মধ্যে নারী নির্যাতনও একটি। নারী নির্যাতনের বিন্দুমাত্র, স্বীকৃতি ইসলাম ধর্মে নাই। বাংলাদেশে যে বহুমুখী উপায়ে নারী নির্যাতন চলছে সেগুলো নির্যাতনকারীদের ব্যক্তি চরিত্রের দোষ। ইসলাম ধর্মে অন্যায়, অবিচার ও জুলুমের কোন স্থান নাই। যদি এমন হইত যে, বাংলাদেশের মুসলমানরা শুধু নারী নির্যাতন ছাড়া অন্য সব খারাপ কাজ ছেড়ে দিয়েছে তাহলে ব্যাপারটি বিশেষ বিবেচনায় আনা যেত।

পৃথিবীর যে সব দেশে নারীরা সাড়ে ষোল আনা মুক্তি পেয়েছে সেসব দেশেও নারী নির্যাতন হচ্ছে— বাংলাদেশের চেয়ে ৮/১০ গুণ বেশী। আমেরিকার একটি টেলিভিশনে এক সময়ে মেয়েদেরকে বন্দুক সাথে নিয়ে চলাফেরা করার পরামর্শ দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছিল। (ভোরের কাগজ-২৩/৩/৯৪ ইং) চীনেও অদ্যাবধি গরু ছাগলের মত নারী বেচাকেনা হয়। শ্রীলংকার ৮১ শতাংশ কর্মজীবি মহিলা যৌন হয়রানির শিকার।

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় ৮/৯/৯৫ তারিখে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে একটা হেডিং ছিল— "৮ মাসের খতিয়ান— খুন ১২৫০, নারী নির্যাতন ২৮৪, ছিনতাই ১৪৪০।" এতে দেখা যায় খুন নারী নির্যাতনের ৪ গুণেরও বেশী, ছিনতাই নারী নির্যাতনের ৫ গুণেরও বেশী। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, নারী নির্যাতনের চেয়ে অন্যান্য গর্হিত কাজ আমাদের দেশে বহুগুণে বেশী হচ্ছে। তাই বলে আমি নারী নির্যাতনকে মামুলি ব্যাপার মনে করছি না। ইসলামের পরিভাষায়- ঘটনার মিমাংসা কল্পে জ্ঞানবৃদ্ধ আলেমদের দেওয়া সুচিন্তিত অভিমতকে ফতোয়া বলে।

(ইসলামের পরিভাষায় .... ফতোয়া বলে।)

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের পত্র পত্রিকায় ফতোয়াবাজি শব্দটির ব্যবহার গত ২/৩ বৎসর যাবৎ বেশী হচ্ছে। ফতোয়াবাজি শব্দটির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার দেখে মনে হয় ২/৩ বৎসর পূর্বে এদেশে নারী নির্যাতন বর্তমানের তুলনায় ১০% ছিল। আর ফতোয়াবাজি করার কারণে তা একবারে ৯০% বেড়ে ১০০% হয়েছে। আর ২/৩ বৎসর পূর্বে ফতোয়া দেওয়ার মত কাঠ মোল্লার এদেশে ভীষণ অভাব ছিল। এই কাঠ মোল্লার দল হঠাৎ করে আমদানী হয়ে সমাজটাকে অধপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

চাঁদাবাজী, ক্লিকবাজি, ফাঁকিবাজী, ঠকবাজী ইত্যাদি নিকৃষ্ট বাজীর সাথে ফতোয়াবাজীও শামিল হয়ে গেছে। ফতোয়াবাজি শব্দটির সংগে যারা বাজী শব্দটি যোগ করে ঢালাওভাবে প্রচার করছে তারা জ্ঞানের জগতে খুবই দরিদ্র এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পুজারী। ঐ সমস্ত মুসলমানের অন্তরে ঈমানের প্রদীপ প্রায় নিভে গেছে। ফতোয়া শব্দটিকে তারা একটা অস্পৃশ্য মন্দ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বিশেষ করে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে। ফতোয়া শব্দটির চেয়ে লিভ টুগেদার, বয়ফ্রেন্ড এই শব্দগুলি তাদের নিকট বেশী প্রিয়।

আমাদের দেশের রেডিও টি,ভি পত্র পত্রিকা এবং বিভিন্ন রকম প্রচার মাধ্যমের দ্বারা অহরহ প্রচার করা হয় যে, ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হলে রোগীকে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়ান। আর খাওয়ার স্যালাইন ঘরে বসেই বানোনো যায়। এক গ্লাস পরিষ্কার ঠান্ডাপানি, একমুঠ গুড় এবং এক চিমটি লবণ একত্রে ভাল করে মিশিয়ে নিলেই খাওয়ার স্যালাইন তৈরী হয়। আপনি যদি ডায়রিয়া রোগী হন তাহলে বাধ্য হয়ে আপনাকে এই স্যালাইন খেতেই হবে। এটা আপনার রোগের ঔষধ। হেলা করে বা জেদ করে যদি এই স্যালাইন না খান তাহলে আপনি মারাও যেতে পারেন। আপনি যদি স্যালাইনকে ঘৃণা করেন তাহলে একসাথে পানি, গুড় ও লবণ সবগুলিকে ঘৃণা করা হল।

তদ্রুপ মনে করবেন পবিত্র কোরআন শরীফ এক গ্লাস পরিষ্কার ঠান্ডা পানি, হাদিসগুলো এক মুঠ গুড়, আর ৪ ইমামের মতামত হচ্ছে এক চিমটি লবণ এই তিনটা জিনিসকে একত্রে মন্থন করে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন আলেমরা কোন ব্যাপারে যখন সুচিন্তিত মতামত পেশ করেন তখন সেটা হয় খাওয়ার স্যালাইন বা ফতোয়া।

ফতোয়া কারও মনগড়া জিনিস না। এটা কোন মোল্লা মুন্সির বাপ দাদার সম্পত্তিও না। এটা ক্যানভাচারের দাঁতের মাজনও না যে স্ত্রী সাহেবা তুষের ছাই দিয়া বানায়, আর স্বামী সাহেব বিক্রি করে। কোরআন হাদিসে যাদের গভীর জ্ঞান নাই, তাদের ফতোয়া দেওয়ার কোন অধিকার নাই। কোন অযোগ্য-ব্যক্তি যদি ফতোয়াকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে তাহলে সে হবে মহাপাপী এবং জাহান্নামী।

তবে সব রোগীরই যেমন বিশেষজ্ঞ/প্রফেসর জাতীয় ডাক্তার দেখান সম্ভব হয় না গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের কাছেও চিকিৎসা নিতে হয় এবং অনেক সময় হাতুড়ে ডাক্তাররা ভুল চিকিৎসা করে রোগীর প্রাণ নাশ করে, ঠিক তেমনই ভাবে ছোট খাট কোন আলেম যদি ভুল ফতোয়া দিয়ে বা পক্ষপাতমূলক ফতোয়া দিয়ে কারও প্রতি অবিচার করে সেটাও খুবই অন্যায়।

তবে সংশ্লিষ্ট আসামী এবং বাদীকে বড় আলেমের নিকট যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

আপনি যদি ফতোয়াকে একটা বাড়তি যন্ত্রণা মনে করেন ঘৃণা করেন তাহলে পবিত্র কোরআন শরীফ, হাদিস, ৪ ইমামের মতামতকে এবং একই সাথে শ্রদ্ধাভাজন গভীর জ্ঞানী আলেমদেরকেও ঘৃণা করা হল। তাই যদি হয় তাহলে কি ফতোয়াকে ঘৃণা করলে আপনার নাম মুসলমানের ডায়রীতে থাকবে?

যেমন ধরুন ঃ-

১। ব্যাভিচারিণী নারী এবং ব্যাভিচারী পুরুষকে (অবিবাহিত) ১০০ দোররা লাগানোর কথাটা কোরআন শরীফের ১৮ পারায় সূরা নূরের ২ নং আয়াতে পরিষ্কার লেখা আছে।

২। প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষ (বিবাহিত) ব্যাভিচার করলে পাথর ছুড়ে হত্যা করার পরিষ্কার দলিল আছে। (আয়াত মানছুখ, হুকুম বলবৎ)।

৩। যে পরিবেশে যে জায়গায় গেলে যেনার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে সেই পরিবেশে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ঃ- ১৫ পারা ছুরা বানি ইস্রাইলের ৩২ নং আয়াতে।

৪। মেয়েরা স্বামীসহ ১২ জন নিকট আত্মীয়ের সাথে নিঃসংকোচে কথা বলতে ও দেখা করতে পারবে এই ১২ জনের বাইরে সবাই গায়েরে মাহরুম। এই কথাটি কোরআন শরীফের -১৮ পারা সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে হুবহু বলা আছে।

৫। ঐ ১২ জনের বাইরের লোকদের সাথে কথা বলার সময়, কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তাহা হুবহু বর্ণিত হয়েছে-২২ পারা সূরা আহযাবের ৩২ নং আয়াতে।

৬। ভাই পাবে পিতার সম্পত্তি বোনের দ্বিগুণ-এই কথাটি বলা হয়েছে ৪ পারা-সূরা নিসার ১১ নং আয়াতে।

৭। নারীদেরকে বর্বর যুগের মেয়েদের মত রাস্তায় অর্ধনগ্ন বেশে বাহির হইতে নিষেধ করা হয়েছে-১২ পারা সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে।

৮। মেয়েরা হাটার সময় যেন কৃত্রিম শব্দ করে গহনার আওয়াজ মানুষকে না শুনায় একথাটা-১৮ পারা সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে বলা হইয়াছে।

৯। নবীর স্ত্রীগণ এবং মোমিনদের স্ত্রীগণ যেন পথ চলার সময়, স্ব স্ব চাদরগুলি মুখ মন্ডলের দিকে ঝুলাইয়া রাখে এই কথাটি বলা হয়েছে-২২ পারা সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে।

১০। পথ চলার সময় মেয়েরা যেন নজর নিম্নমুখী রাখে এই কথাটি বলা হয়েছে-১৮ পারা সূরা নূরের-৩১ নং আয়াতে।

১১। কোন পুরুষ মানুষকে কাহারও বাড়ীতে বা ঘরে সালাম, কথা বিনিময় এবং অনুমতি ছাড়া সরাসরি প্রবেশ করতে নিষেধ দেওয়া হয়েছে-১৮ পারা সূরা নূরের ২৭ নং আয়াতে।

২ নং বাদে উপরোল্লিখিত ১০ টি বিষয়ের সমাধান কোরআন শরীফেই স্পষ্ট আছে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনি যে কোন বংগানুবাদ কোরআন শরীফ পড়লেই নিশ্চিত হইতে পারবেন।

উপরোল্লিখিত ১১টি বিষয়ে গভীর জ্ঞানী আলেম সাহেবদের নিজস্ব মতামত যোগের কোন প্রয়োজন নাই। এইসব ব্যাপারে পবিত্র কোরআন শরীফই যথেষ্ট।

www.nagorikpathagar.org

ফতোয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন। নারী উন্নয়নের প্রবক্তারা মূলতঃ এই কয়েকটি বিষয়েই আঘাত করে থাকেন। তাদের এই আঘাত সরাসরি কোরআনের প্রতি আঘাত।

কোরআন শরীফের আয়াত যদি আপনি অবিশ্বাস করেন, অবজ্ঞা করেন তাহলে আপনি কাফির হয়ে যাবেন। ইসলাম ধর্ম যদি আপনার ভাল না লাগে, ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান যদি আপনার কাছে তিক্ত মনে হয় তাহলে আপনি এই স্ববিরোধীতার পরিবর্তে হিন্দু ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম অথবা আপনার মনোনীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। একথা সর্বজন বিদিত, যে অপরাধের শাস্তি ভয়ংকর এবং সেই শাস্তি যদি কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন হয় তাহলে সে অপরাধ সংঘটিত হবে খুবই কম। সৃষ্টিকর্তার আইন যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে আপনার মত অধম এ জগতে আর কেউ নাই।

ফতোয়া শব্দটিকে নারী মুক্তি আন্দোলনের হোতারা ইদানিং এত তাচ্ছিল্য অর্থে ব্যবহার করে আসছেন যে- তাদের রকম সকম দেখে মনে হয় যে, তারা মুসলমান হয়ে ঠকে গেছেন।

"জমহুরী ইসলামী" নামে একটি ইরানী পত্রিকায় গত ১১/৬/৯৪ তারিখে ইরানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা মেয়েদের চলাফেরার সাবধানতা সম্পর্কে একটি অর্ডিন্যান্স প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা ছিল-"

" তারা যেন পর পুরুষদের সঙ্গে হেসে কথা না বলে অথবা অন্য কোন ভাবে এমন আচরণ না করে যাতে শয়তানী কামনা জেগে উঠতে পারে। পুলিশের হুশিয়ারীতে মহিলাদের প্রতি আরো আহবান জানানো হয়েছে তারা যেন কোন প্রতিবেশীর বাড়ীর দিকের জানালার কাছে দাঁড়ানোর সময় নিজেদের সমস্ত শরীর ঢেকে রাখে। বলা হয়েছে ইসলামী পর্দায় আবৃত না থাকলে পর পুরুষের কুদৃষ্টি আকৃষ্ট এবং শয়তানী লালসা জাগ্রত হতে পারে। আরো বলা হয়েছে অযথা হাসি কিংবা চটুল আচরণ তাদেরকে অপকর্মের দিকে নিয়ে যেতে পারে।" (এ এফ পি)।

এই অর্ডিন্যান্সে যে কথাগুলি বলা হয়েছে সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং তারা সামাজিক অপরাধ চেক দিবার উদ্দেশ্যেই এই অর্ডিন্যান্স জারি করেছে।

একজন মুসলমান হিসাবে ইরানের এই ধরনের অর্ডিন্যান্সকে স্বাগত জানানো উচিৎ ছিল।

কিন্তু বাংলাদেশের এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমান তারা এই খবরটিকে ব্যাঙ্গ করে ১২/৬/৯৪ তারিখের ভোরের কাগজ পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় হেডিং দিয়েছে-পুলিশী ফতোয়া। ভোরের কাগজের এইরূপ মন্তব্য খুবই দুঃখজনক।

এক শ্রেণীর মুসলমান তারা চায় না যে, সামাজিক পবিত্রতা ও শৃংখলা ফিরে আসুক। এই ধরনের মুসলমানরাই মেয়ে বোন নিয়ে মহা আনন্দে মিস বাংলাদেশ /৯৫ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। অসাবধানতার জন্য ডায়রিয়া যদি আপনাকে আক্রমণ করেই বসে তাহলে যেমন স্যালাইন আপনাকে খেতেই হবে তেমনি অসাবধানতার জন্য আপনি যদি অকাম কুকাম করেই বসেন তাহলে আপনাকে ফতোয়ার মুখাপেক্ষী হতেই হবে।

www.nagorikpathagar.org

ডায়রিয়া থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যে সমস্ত ব্যবস্থা নিতে হয় যেমন ঃ-

১। পচা বাসি খাবার না খাওয়া-

২। খাবার সব সময় ঢেকে রাখা-

৩। বাসস্থানের আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা-

৪। খাবার আগে হাত মুখ ভাল করে ধোয়া-

ঠিক তেমনিভাবে অকাম কুকাম থেকে বাঁচার জন্য ইসলামও মেয়েদের জন্য কতগুলি পূর্ব সতর্কতা মূলক ব্যবস্থার কথা বলেছে।

যেমনঃ-

১। ১২ জন নিকট আত্মীয়ের বাইরে যারা, তাদের সাথে জরুরী প্রয়োজনে কথা বলার সময় বিশেষ কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা।

২। নাইট ক্লাবে, পার্টিতে, সিনেমা, যাত্রায়, মেলায়, মীনা বাজারে ইত্যাদি জায়গায় না যাওয়া।

৩। ঘরের বাইরে গেলেই পর্দা করে নিজের রূপ লাবণ্য চেহারা পর পুরুষের সামনে গোপন রাখা।

৪। যানবাহনে উঠার সময় এবং চাকুরী নেওয়ার সময় নিজের পরবর্তী সম্ভ্রম রক্ষার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা।

৫। স্বামী-সন্তান, সংসারের প্রতি অধিক যত্নশীল হওয়া ইত্যাদি।

আপনারা যতই তাচ্ছিল্য করেন, ফতোয়া শব্দটি আপনারা পৃথিবীর অভিধান থেকে তুলে দিতে পারবেন না। যতদিন দুনিয়ায় মুসলমান থাকবে ততদিন ফতোয়ার প্রয়োজন হবে। আমার আব্বা আমার আম্মাকে বিয়ে করেছেন বলেই আমি আমার মায়ের বৈধ সন্তান। এটাও একটা ফতোয়া। আমার আকিকা, আমার বিবাহ, আমার সন্তান জন্মদান, আমার এবাদত, আমারজানাজা, আমার দাফন কাফন, আমার কবর জিয়ারত এগুলিও ফতোয়া। কাজেই মুসলমানের জীবনটাই ফতোয়া ভিত্তিক।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মুসলমানের রুচি এমন নষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা চায় আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের মত বাংলাদেশের মেয়েরাও ১০/১৫ টা করে বয়ফ্রেন্ড রাখুক যা ইচ্ছা তাই করুক তাতে যেন ধর্মীয় এবং সামাজিক কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে। কাজেই ধর্মীয় বিধান বা ফতোয়া তাদের কাছে একটা যন্ত্রণা স্বরূপ।

ফতোয়া এমন কোন জিনিস নয় যে, মাওলানা সাহেবরা ফতোয়া দিবার জন্য বাড়ী বাড়ী, বাসায় বাসায় ঘুরে বেড়ায়, প্রচার পত্র ছড়ায়, মাইক দিয়া এডভারটাইজ করে যে, ফতোয়া কে নিবেন? ভাল ফতোয়া আছে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী- বাজারের সেরা ফতোয়া। কোনদিন শুনেছিলেন কি যে, কোন মাওলানা সাহেব ফতোয়া দিবার জন্য উপজাচক হয়ে কোন জায়গায় গেছেন?

বরং যখন সমাজে কোন বাড়ীতে বা কোন জায়গায় কোন অকাম কুকাম হয়ে যায় তখন একদল লোক শরীয়তের বিচার প্রার্থী হয়ে আর এক দল বা ব্যক্তিকে আসামী সাব্যস্ত করে মাওলানা সাহেবের কাছে যায় অথবা মাওলানা সাহেবকে সসম্মানে বাড়ীতে ডেকে আনে। তারপর মাওলানা সাহেব উপস্থিত সংশ্লিষ্ট লোকজনের কাছ থেকে সাক্ষী

www.nagorikpathagar.org

প্রমাণ গ্রহণ করেন। সেই সাক্ষী প্রমাণের উপর তিনি ফতোয়া দেন। সাক্ষী প্রমাণ দেওয়ার সময় যদি সাক্ষীগণ পক্ষপাতিত্ব করেন তাহলে বিচারও সঠিক হয় না। সুতরাং মাওলানা সাহেবের দোষ হল কিভাবে? হ্যাঁ, যদি কোন মাওলানা সাহেব শরীয়তের বিচার করতে যাইয়া ঘুষ নেন বা পক্ষপাতিত্ব করেন তাহলে তাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

একটা ফতোয়ার শালিসে মাওলানা থাকেন ১ জন, আর সাধারণ মানুষ থাকেন ২/৪শ। এযুগের মানুষ আর অত বোকা নয়। যদি কোন মাওলানা মারাত্মক কোন খাম খেয়ালী করে বসেন তাহলে মাওলানা সাহেবের ঐ শালিস থেকে মান ইজ্জত নিয়ে বাসায় ফেরা যে কঠিন হবে এটা ধ্রুব সত্য। দিনাজপুরের ইয়াসমিন ধর্ষন ও হত্যার কারণে উদ্ভূত গণবিক্ষোভই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তথাকথিত নারীবাদী ও প্রগতিশীল নারী পুরুষেরা, বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কারণ ফতোয়াবাজী, এই উদ্ভট ধারণাটি জনগণের মধ্যে বদ্ধমূল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশেও কি ফতোয়াবাজী আছে। সে সব দেশে কেন নারীদের এমন করুণ অবস্থা?

যে চীনে মহাসমারোহে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ৪র্থ বিশ্বনারী সম্মেলন/৯৫ হয়ে গেল। সেই চীনেই বর্তমানে মেয়েদের কত করুণ অবস্থা তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র (যাহা ১০/৯/৯৫ইং তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল) আমি হুবুহু তুলে ধরছিঃ

চীনে বিকিকিনির হাট।। নারী যেখানে পণ্য

"চীনের জিয়ান নগরীকে ঘিরে থাকা প্রাচীন প্রাচীরের আড়ালে কর্দমাক্ত এক রাস্তার পাশে প্রতিদিন চাকরি প্রার্থী শ' শ' লোকের ভিড় জমে। চাকরি প্রার্থীদের বেশিরভাগই অল্পবয়সী মহিলা। গ্রামাঞ্চল থেকে আগত এ সমস্ত মহিলা চাকরির প্রলোভনে পড়ে প্রায়ই সর্বস্ব খোয়ায়; চাকরীর নাম করে গ্রামের নিরীহ মেয়েদের ধরে নিয়ে প্রহার, ধর্ষণ এবং অবশেষে দালালদের কাছে বিক্রি করা হয়। জিয়ান নগরীর এ চাকরির বাজার থেকেই শুধু নয় চীনের সর্বত্রই বিভিন্ন শহরের অনুরূপ বাজার এমনকি বাস-ট্রেন স্টেশন থেকে এরকম অগণিত নারীকে অপহরণ করা হচ্ছে। সাধারণত একজন মহিলা অপহরণের পর এক বা একাধিক দালালের খপ্পরে পড়ে। এরা নির্যাতনের মাধ্যমে তাকে বাগে আনে এবং এক পর্যায়ে কোন অচেনা লোকের কাছে বিক্রী করে দেয় যে তাকে স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেবে।

চীনে এ বিষয়টি 'অপহরণ ও নারী বিক্রী' হিসেবে আখ্যায়িত। নারী অধিকারের চীনা প্রবক্তা ও সরকারী চীনা সংবাদ- পত্রগুলোর মতে, প্রাচীনকাল থেকে মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে পাত্তা না দেয়া এবং আধুনিক কালের লাভজনক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট এ ব্যবসা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এর কারণও রয়েছে অনেক। অল্প বয়সী মহিলারা নিজ গ্রাম ছেড়ে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত বেশি আগ্রহী, আর অবিবাহিত, কৃষকরাও দালালের মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

তাদের কেনার জন্য আড়াই 'শ' থেকে ৫ 'শ' ডলার ব্যয় করতেও দ্বিধা করে না। ফলে দালালদের জন্যও ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়। সহজেই তারা শহর থেকে দেশব্যাপী তাদের ব্যবসা চালিয়ে যায়। বেজিংয়ে অনুষ্ঠানরত জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে চীনা কর্মকর্তারা মহিলাদের অধিকার আরও সুরক্ষার জন্য একটি যৌথ আহবান রাখছে, এটা আশার কথা। অথচ নারী বিক্রীর বিষয়টি উঠলে কর্তৃপক্ষ এখনও সমস্যাটির প্রতি খুব একটা পাত্তা দেন না। অন্যদিকে এখানকার নারী প্রবক্তারা দেশে মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘনের কথা বলছেন। বেজিংয়ের চাইনিজ একাডেমী অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স উইমেন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ওয়াং জিংজুয়ান বলেন, বর্তমানে চীনা মহিলারা যে সব সমস্যা মোকাবিলা করছে তার মধ্যে এ বিষয়টি সবচেয়ে ভয়ানক। তিনি বলেন, এটা বন্ধের জন্য আমাদের আরও অনেক কিছু করতে হবে। নারী প্রবক্তারা বলেছেন, চীনে বর্তমানে প্রতিবছর হাজার হাজার মহিলা দাস হিসেবে বিক্রী হচ্ছে। এ হিসেব যদিও অসম্পূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনা অজ্ঞাতেই ঘটে থাকে তথাপি সাধারণ হিসাব এটাই। দাসত্বের জীবন থেকে অনেক মহিলা পালিয়ে আসতে পারলেও নিজ বাড়ি-ঘরে ফিরতে লজ্জাবোধ করে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের দুর্ভাগ্যকে বরন করে নিতেও দেখা যায়। জিয়ান নগরীতে কাজের সন্ধানে আসা পল্লীবালা ফুলিতং (২০) বলেন, এ পথ খুবই বিপজ্জনক এ কথা আমি জানি, তবুও এছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর নেই। আমি আর গ্রামে ফিরে যাচ্ছি না, সেখানকার জীবনযাত্রা খুবই কঠিন। জিয়ান নগরীর এ চাকরির বাজারেই এক মহিলাকে লোভনীয় অর্থের চাকরির প্রস্তাব দিয়ে এক ব্যক্তি তাকে নিয়ে যায় কিন্তু চাকরি দেওয়া তো দূরের কথা বিনিময়ে ধর্ষণের পর তাকে বিক্রী করে দেয়। মিস ফু ও এখানে আসা আরও কয়েকজন মহিলা এ গল্প জেনেছে। মিস ফু বলেন প্রতি সপ্তাহে এ ধরনের ঘটনার কথা শোনা যায়, এটা ঠেকানোর উপায় নেই। তবে আমার বেলায় এরকম ঘটবে বলে আমি মনে করি না। এ ব্যবসা বন্ধে পুলিশের উদ্যোগও দেখা যায় সামান্য আর সেটা তখন ঘটে যখন তারা ঘুষ না পায়। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রামবাসীরাও তাদের কাজে বাঁধা দেয় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রক্ষার অজুহাত হিসেবে তারা এ মর্মে যুক্তি দেখায় যে, মহিলাটিকে সে অনেক অর্থ দিয়ে কিনেছে সুতরাং তার ওপর অভিযুক্তের অধিকার রয়েছে।

চীনে দালালদের খপ্পর থেকে মহিলাকে উদ্ধার করে তার অপহরণকারীকে গ্রেফতারের ঘটনা খুবই বিরল বলে নারী অধিকারের প্রবক্তারা জানিয়েছেন। তবে এ মাসে লিগ্যাল ডেইলির এক খবরে একটি মর্মান্তিক ঘটনা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, নারী অপহরণ ও বিক্রীর মতো অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিটি উদ্যোগই মনে হচ্ছে ব্যর্থতায় ভরা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঝাও মেইমি (৩২) নামে এক বিবাহিতা মহিলাকে জিয়ান নগরীর চাকরির বাজারের মতোই এক বাজার থেকে অপহরণ করে জিয়ানের প্রায় সাড়ে ৬শ' কিলোমিটার দূরে তিয়ান ঝুয়াং নামক গ্রামে ওয়াং নামক এক কৃষকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ওয়াং তাকে একটি গুহায় নিয়ে আটকে রাখে এবং প্রতিনিয়ত তাকে প্রহার ও ধর্ষণ করতে থাকে। এভাবে গুহার মধ্যে বছরাধিককাল আটকে রাখার পর ঝাওয়ের মধ্যে মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়।" চীনে নারী

www.nagorikpathagar.org

নির্যাতন বাংলাদেশের তুলনায় ১০০০ গুণ বেশি, আশা করি একথাটি বুঝতে আর কষ্ট হবে না।

চীনের মেয়েদের এইরূপ করুণ অবস্থার জন্যও কি মোল্লারা দায়ী?

গত ১৬/৯/৯৫ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার ১০ নং পৃষ্ঠায় লেখা ছিল ফতোয়া এবং শালিসের মাধ্যমে গত আড়াই বৎসরে ২৩ জন মহিলা নিগৃহীত হয়েছে। এটা আপনাদেরই দেওয়া হিসাব। আমার বিশ্বাস সঠিকভাবে চুলচেরা জরীপ করলে বাংলাদেশে প্রায় ৬ কোটি মহিলার মধ্যে যৌতুক, যৌন হয়রানী, ধর্ষণ, স্বামী কর্তৃক অপরিমিত মারধর, তালাক, খুন, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ ছিনতাই ইত্যাদির মাধ্যমে নির্যাতিত হয়েছে এমন মহিলার সংখ্যা গত আড়াই বৎসরে ২৩ লক্ষের কম হবে না। বাংলা ১৪০১ সালের ১লা বৈশাখে কম করে হলেও ৩০ জনের শাড়ী ওড়না ছিড়েছে।

(ভোরের কাগজ–২০/৪/৯৪ইং)।

এ কথাটিও আপনাদেরই। সেখানেও কি মৌলভী সাহেবরা ফতোয়া দিতে গিয়েছিল? আপনাদের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী গড়ে প্রতি তিনটি জেলায় ১টি করে মহিলা ফতোয়ার শিকার। তাও আবার আড়াই বৎসরে। গত আড়াই বৎসরে প্রতিদিন ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে কমপক্ষে ২/৩টি করে লেখা ছাপিয়ে আপনারা যে পরিমাণ কাগজ কালি ও ম্যান পাওয়ার নষ্ট করেছেন তাতে আপনাদেরকে পাগল বলতে আমার একটুও সংকোচ হয় না।

আপনারা যদি লিখতেন যে, মৌলভী সাহেবরা আবোল-তাবোল অথবা ভুল ফতোয়া দিয়ে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে তাও না হয় বিবেচনা করে দেখা যাইত– আপনারা সরাসরি লিখে থাকেন যে ফতোয়া দিয়ে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হচ্ছে। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ফতোয়া জিনিসটাই মাদক দ্রব্যের মত খারাপ জিনিস। এটাকে সবাই মিলে ঘৃণা করা দরকার।

আপনাদের এইরূপ ক্রিয়াকান্ডের দ্বারা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে আপনারা শুধু কাগজ কলমে মুসলমান। কায়রো এবং বেইজিং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যারা বিবাহ পূর্ব যৌন শিক্ষা এবং অবাধ গর্ভপাতের পক্ষে ওকালতি করেছিল আপনারা তাদেরই দলভুক্ত।

বাংলাদেশে দৈনিক যে কোন পত্রিকায় যখন কোন খবর ছাপা হয় সে খবরটি শুধু মাত্র বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ঐ পত্রিকাটির গ্রাহক থাকে, তাদের কাছেও খবরটি পৌছে যায়। সুতরাং আপনারা যখন গড়ে প্রতি তিন জেলায় আড়াই বৎসরে ১টি মেয়ে ফতোয়ার শিকার এই মহাগুরুত্বপূর্ণ খবরটি পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় ফলাও করে প্রচার করেন তখন সে খবরটি পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের কানে পৌছে যায়।

হাদিসে আছে "যদি কোন মুসলমান তার এক ভাইয়ের পার্থিব দোষ (যে দোষের জন্য সে লজ্জিত এবং পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম) গোপন রাখে তাহলে আল্লাহ পাকও হাশরের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।"

আমাদের সমাজে যেনার অপরাধে অপরাধী এমন হাজার হাজার মেয়ে, সংশোধন হয়ে তওবা করে দিব্বি স্বামীর ঘর করছে। বর্তমানে তাদের কোন অসুবিধা নাই। আর

www.nagorikpathagar.org

আপনারা যে কয়েকটি মেয়ের নাম ঠিকানা ও ছবিসহ পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় ফলাও করে প্রচার করেছেন ঐ মেয়েগুলিকে কি কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোক স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাইবে? এত প্রচার প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে আপনারা কি প্রকৃতপক্ষে ঐ মেয়েগুলির জীবন অকেজো করে দেন নাই? না হয় ঐ মেয়েগুলি আপনাদের আশ্রয়ে থেকে কোন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করলই –কিন্তু আপনারা তাদেরকে প্রোপাগান্ডা করে সমাজচ্যুৎ করলেন।

ঐ মেয়েগুলি গ্রামে থাকলে শরীয়তের বিচারে দোররা মারার পরও একদিন তাদের বিয়ে হইত সংসার করত, এমন হাজার হাজার নজির আছে।

শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যে আপনাদের আক্রোশ সেই আক্রোশটাই এসবের মূল কারণ।

বাংলাদেশের প্রিয় মুসলমান ভাইবোনদের কাছে আমার আরজ আপনারা এই চিহ্নিত দলটির খপ্পরে পড়ে কোন মেয়েলী শালিস বা দোররার কথা পত্রিকায় উঠাতে যাবেন না। পত্রিকায় উঠলেই যে সেই অপরাধ বা ঘটনার সুষ্ঠু বিচার হবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। আমরা প্রায়ই পত্রিকায় পড়ি অমুক ব্যাংকের অত কোটি টাকা আত্মসাৎ, অত হাজার মণ রিলিফের গম চুরি, পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় অমুক অমুক দূর্নীতি, অমুকের বিরুদ্ধে এত কোটি টাকা দূর্নীতির অভিযোগ ইত্যাদি হাজার হাজার কথা। কিন্তু সেগুলির কয়টির সুষ্ঠু বিচার হয়েছে বলতে পারেন?

সুতরাং এ কাজ না করে স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করে প্রচার কম করে, মেয়েটিকে আবার ঘর সংসার করার সুযোগ করে দিন। ইহাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একটি বাণী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সাইন বোর্ড আকারে লিখে রাখা হয়েছে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়গুলোতে। বাণীটি হচ্ছে– "গাছ লাগান, গাছের পরিচর্যা করুন পরিবেশ বাঁচান।"

এ পরিবেশ হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ।

কতই না ভাল হইত! যদি সেই সঙ্গে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এ কথাটিও বলতেন যে, নীল ছবি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, নাইট ক্লাবে গমন ও আড্ডা দেওয়া, যত্রতত্র মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, পাশ্চাত্যের ন্যাকেট ভঙ্গিতে সুন্দরী প্রতিযোগিতা, বেহায়া মডেলিং ব্যবসা, নাটক ও সিনেমায় বেহায়াপনা এবং মেয়েদের সকল রকম নগ্নতা ও উছৃংখলতা কঠোর হস্তে দমন করুন। সামাজিক পরিবেশ বাঁচান।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ইচ্ছা করলে এবং চেষ্টা করলে মানুষ কিঞ্চিত পরিবর্তন করতে পারে তাও খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। যে কোন মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় প্রাকৃতিক পরিবেশ বন্যা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির লাভা উদগীরণ, প্রচন্ড ঝড়া, প্রবল বর্ষণ, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, হেরিকেন, অগ্নিবৃষ্টি, শিলা বৃষ্টির মাধ্যমে তছনছ এবং লন্ডভন্ড হয়ে যেতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশ খারাপ হলে যেমন মানুষের কষ্ট হয় জীবন

www.nagorikpathagar.org

দুর্বিসহ হয়ে পড়ে তেমনই সামাজিক পরিবেশ খারাপ হলেও শান্তিতে ঘুমানো যায় না, জান মাল এবং ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা থাকে না।

আপনি যদি শহরে কোথাও ভাড়াটে বাসা খোঁজেন বাসা ঠিক করার আগে দেখেন যে, ঐ এলাকার পরিবেশ কেমন। পরিবেশ যদি শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ এবং বাসযোগ্য হয় তাহলে আপনি বাসা নিবেন নচেৎ নিবেন না।

সুতরাং আসুন আমরা সবাই মিলে নগ্নতা/বেহায়াপনা পরিহার করি, পরিবেশ সুন্দর করি। পরিবেশ সুন্দর ও নিরাপদ করতে পারলে ফতোয়া আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না।

বাংলাদেশের বর্তমান নারীমুক্তি আন্দোলন ও বেগম রোকেয়া

বাঙ্গালী নারীদের মধ্যে বর্তমানে মুক্তি সংগ্রামের যে স্রোত বইছে তার উৎস ছিলেন রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানাধীন পায়রাবন্দ গ্রামের বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়া ছিলেন একটি সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়ে। তাঁকে ধর্ম বিদ্বেষী বলার কোন অবকাশ নেই।

তিনি চেয়েছিলেন নারী জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালাতে, তাঁর আন্দোলন ছিল তাদের বিরুদ্ধে যাহারা নারী জাতির উপর বিভিন্ন ভাবে জুলুম করত, নির্যাতন করত এবং নারী জাতিকে হেলা করত। তাঁহার সংগ্রাম ছিল পর্দার নামে নারীর ব্যক্তিত্বের অবমাননা এবং অবমূল্যায়ণের বিরুদ্ধে।

স্বামীর উপর ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস এবং স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায়ই তিনি সাহিত্য চর্চা ও জ্ঞান চর্চার সুযোগ পান। স্বামীর উপর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলেই তিনি কলিকাতায় স্বামীর নামানুসারে সাখাওয়াৎ হোসেন মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল স্থাপন করেন।

স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ, এটা ইসলাম ধর্মেরই শিক্ষা। বেগম রোকেয়ার মধ্যে ইসলাম প্রীতির তথা ধর্মীয় মূল্যবোধের কোন অভাব ছিল না। প্রমাণ স্বরূপ বেগম রোকেয়ার লেখা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত 'সুবেহ্ সাদেক' নামক একটি প্রবন্ধ থেকে আমি কিছু অংশ হুবহু তুলে ধরছি, যা থেকে তাঁর ইসলামী মূল্যবোধের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

"ঐ শুন, মোয়জ্জিন আজান দিতেছেন। তোমরা কি ঐ আজান ধ্বনি, আল্লাহর ধ্বনি শুনিতে পাও না? আর ঘুমাইও না, উঠ এখন আর রাত্রি নাই।

আমি চাই সেই শিক্ষা-যাহা তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতা রূপে গঠিত করিবে।

www.nagorikpathagar.org

তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ি, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালংকার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আসে নাই বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারী জন্ম লাভ করিয়াছে।

অধুনা ঢেকিছাটা চাউল ও জাতায় পেষা আটার অভাবে দেশের লোক মৃত্যুস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। শুধু লক্ষ, জম্ফ, নৃত্য ইত্যাদি অপেক্ষা উপরোক্ত রূপ (ঢেকিতে ধান বানা ও জাতায় আটা পিসা) শরীর চর্চা শতগুণ শ্রেয়।"

বাংলাদেশের প্রগতিশীল মা বোনেরা আপনারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে, বেগম রোকেয়া ছিলেন কোন্ পথে আর আপনারা চলছেন কোন্ পথে?

রেলগাড়ি চলার সময় এবং পাখি ডাকার সময় যা মনে মনে কল্পনা করেন তাই শুনা যায় এবং বুঝা যায়। তবে এই শুনা ও বুঝার মধ্যে মানুষের মূল্যবোধের বিষয় উদঘাটন হয়ে যায়। একই কথা দুইজনে দুই রকম ভাবে বলে যেমন একজন বলে–এশার নামাজের পর পরই আমি তোদের ওখানে যাব। আর একজন বলল– ১ম শো (সিনেমা) ভাঙার পর পরই আমি তোদের ওখাবে যাব। এই কথা দুইটির দ্বারা বক্তার মনের অবস্থান উদঘাটিত হইল।

বেগম রোকেয়া নারী জাতিকে তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞানতার ঘুম হইতে জাগানোর জন্য আযানের তুলনা না দিয়া পৃথিবীর অন্য কোন আহবান ধ্বনির তুলনাও দিতে পারতেন। আযানের ধ্বনির সঙ্গে তুলনা দেওয়ায় উনার মধ্যে লুকান ধর্ম প্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

উনি চেয়েছেন আদর্শ, গৃহিণী, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ মাতা, আদর্শ কন্যা।

বব কাটিং মাথার চুল, হাতের নখ লম্বা লম্বা, পেন্সিল হীল জুতা, নেট ওড়না, বড়গলা বিশিষ্ট ব্লাউজ, আয়না মহল শাড়ি, নাভীর ৪ আংগুল নীচে কাপড় পরা, ক্লাবে পার্টিতে আড্ডা দেওয়া, বাবা মাকে বলদ বানাইয়া কোর্ট ম্যারিজ করা, লিভটুগেদার, বয়ফ্রেন্ড, বিউটি পার্লার, আবাসিক হোটেলে দেহ ব্যবসা, ফেনসিডিল/হেরোইন খাওয়া, শুধু জাইঙ্গা/ব্রেসিয়ার বা ঐ জাতীয় কাপড় পরে সাঁতার ও সুন্দরী প্রতিযোগিতা করা, শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার, জরায়ুর স্বাধীনতা, খোলা মাঠে লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে জাইঙ্গা/ব্রেসিয়ার পরে খেলাধুলা করা ঈদ মেলা বৈশাখি মেলায় ফষ্টি-নষ্টি করে হাওয়া খাইতে যাইয়া ভর্খাটে ছেলেদের ডলা ঘষা খাওয়া ইত্যাদি কাজগুলি কি আদর্শ কন্যা এবং আদর্শ গৃহিণীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে?

আদর্শ কন্যা এবং আদর্শ গৃহিণী বলতে আপনারা কি বুঝেন অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

ঢেকি ছাটা চাউল আর জাতায় পেষা আটার সত্যিই একান্ত প্রয়োজন। ঢেকি ছাটা চাউলে একদিকে ভিটামিন বেশি অন্যদিকে গ্রাম বাংলার হাজার হাজার অশিক্ষিত মহিলার কর্মসংস্থান হয়। জাতায় পেষা আটায় ভেজাল করার উপায় নেই। কিন্তু মেশিনের আটায় বাংগালীরা কত রকম ভেজালই যে করে তার ইয়াত্তা নাই। ১৯৭৪ সালে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী গমের সাথে ইটের গুঁড়ো ও অন্যান্য দ্রব্য মিশিয়ে মেশিনে দিয়ে আটা তৈরি করে আদম সন্তানদেরকে খাওয়াইয়া ছিল। বাংলাদেশে আটা, ময়দা, গুঁড়া দুধ, বিস্কিট, তৈল ডালডা, ঘি, দুধ দধি ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল দেওয়ার কারণে বাঙালীরা বিভিন্ন রকম অসুখ বিসুখে ভোগে।

www.nagorikpathagar.org

এইসব কারণেই বেগম রোকেয়া বলেছেন যে,–অধুনা ঢেকিছাটা চাউল ও জাতায় পেষা আটার অভাবে দেশের লোক মৃত্যুস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কথাটি ধ্রুব সত্য এবং যুক্তিপূর্ণ।

বেগম রোকেয়ার ভাষ্য মতে লম্ফ জম্ফ এবং নৃত্যের চেয়ে ঢেকিতে ধান বানা আর জাতায় আটা পেষা মেয়েদের শরীর চর্চার ক্ষেত্রে শত গুণ শ্রেয়। তাহলে বেগম রোকেয়া কি ভুল বুঝেছিলেন?–এই উক্তির দ্বারা উনি কি মেয়েদের জন্য খোলামাঠে শরীর চর্চা অপছন্দ করেন নাই? ধনী, স্বচ্ছল ও শিক্ষিতা মেয়েরা হয়ত জাতায় আটা পিষবেন না, ঢেকিতেও ধান বানবেন না। বেগম রোকেয়ার উপরোক্ত উক্তির দ্বারা সকল স্তরের মেয়েকে জাতা ঘুরাইতে এবং ধান বানতে হুকুম দেওয়া হয় নাই বরং এই কথাই বুঝান হইয়াছে যে, মেয়েদের শরীর চর্চা করতে হবে বাড়ির ভিতরে, তাদের শরীর চর্চা পুরুষের মত খোলা মাঠে বেমানান ও অশালীন।

কোরআন হাদিস তথা ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার খর্ব করা হয়েছে এ কথা বলা নিতান্ত মূর্খতা

আমাদের সমাজে অনেকে না জেনে না শুনে মন্তব্য করেন যে, ইসলাম ধর্মে মেয়েদেরকে কোণঠাসা করা হয়েছে এবং মেয়েদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। যারা জীবনে কোরআন হাদিস পড়েন নাই বা পড়ার আগ্রহও নাই, সারা জীবন কাল্পনিক নাটক নভেল পড়ে সময় কাটিয়েছেন শুধুমাত্র তারাই এইরূপ মন্তব্য করে থাকেন। আমি অতি সংক্ষেপে ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

১। অমুসলিম কবি ও রাজনীতিবিদ প্রখ্যাত বক্তা সরোজিনী নাইডু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রদত্ত কমলা বক্তৃতায় বলেছেন–"আরব মরুর উট চালকই সর্বপ্রথম নারীদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন।"

২। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত লেখক অম্লান দত্ত তার এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে (ইসলাম সম্পর্কে কিছু চিন্তাভাবনা) লিখেছেন–

"ইসলাম সর্ব মানবিক ধর্ম। সেই দাস প্রথা, নারী নির্যাতনের যুগে ইসলাম নারীর মর্যাদা রক্ষা ও দাস মুক্তির সে উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছে, আজকের শেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবীতেও তার তুলনা মেলা ভার।" (ভোরের কাগজ ১২/৮/৯৪ ইং)।

৩। ক্ষমতাসীন বি,এন,পি দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিএনপির সংসদ সদস্যা বেগম ফরিদা রহমান সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন " পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে কোন ধর্মেই নারীদের স্বীকৃতি ছিল না। একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীদের স্বীকৃতি মর্যাদা ও সম্পত্তিতে অধিকার নিশ্চিত করেছে।"

(দৈনিক ইনকিলাব–৯/৮/৯৫ ইং)।

৪। ৪/৯/৯৫ সোমবার বেইজিং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে ৪র্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "আমাদের সাম্য, উন্নয়ন ও শান্তির অভিন্ন লক্ষ অর্জনে ইসলামের শিক্ষা ও মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতে পারে।" (দৈনিক ইত্তেফাক–৫/৯/৯৫ ইং)

www.nagorikpathagar.org

৫। হযরত মরিয়ম (আঃ) –এর মা হান্না বন্ধা ছিলেন। বৃদ্ধা অবস্থায় তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন– হে প্রভু! আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করুন। আমি তাহাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করিব। তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। কিন্তু তিনি প্রসব করলেন একটি কন্যা সন্তান। হযরত মরিয়মের মা তখন ইতস্তত করতে লাগলেন যে, এটা কি হল, এখন আমি কেমনে কি করি? হযরত মরিয়মের মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ বললেন–"ওয়ালা ছাজ্জাকারু কাল উনছা অর্থাৎ পুত্র সন্তানও অনেক ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানের সমতুল্য হয় না।" ৩য় পারা-সূরা আল ইমরান–আয়াত নং–৩৬।

পবিত্র কোরআন শরীফের উক্ত ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় যে– পবিত্র স্বভাবা, আল্লাহ ভক্ত মেয়েরা আল্লাহর নিকট ছেলেদের চেয়ে উত্তম।

৬। মুনাফিক্ সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ২ জন পরমা সুন্দরী দাসীর মাধ্যমে দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করত। তার দাসীগণের মধ্য হইতে মুয়াদা নাম্নী জনৈকা দাসী এই পাপচারিতা ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক তওবা করার সংকল্প করায় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার উপর কঠোর নির্যাতন চালাতে শুরু করে। হযরত আবু বকর (রাঃ) –এর মাধ্যমে ব্যাপারটি মহানবী (সঃ) –এর গোচরীভূত হয়। তখন তিনি উক্ত দাসীকে তার জুলুমের হাত হইতে রক্ষা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাদের এহেন ঘৃণ্য আচরণ বন্ধ করার নিমিত্তে আয়াত নাজিল হয়।

" তোমরা পার্থিব ধন সম্পদের অন্বেষায় তোমাদের যুবতীদেরকে পাপচারিতায় বাধ্য করো না।" ১৮ পারা সূরা নূর আয়াত–৩৩।

উক্ত আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে আল্লাহ তায়ালা মেয়েদেরকে যে কোন অশালীন ও গর্হিত কাজে ব্যবহার করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন।

৭। পবিত্র কোরআন শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে–

"আর নারীদেরও (পুরুষদের উপর) তদ্রুপ দাবী আছে যদ্রুপ ঐ নারীদের উপর (পুরুষদের দাবী) আছে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী"। ২য় পারা–সূরা বাকারা–২২৮ আয়াত।

৮। অন্যত্র বলা হয়েছে–" হে ধর্ম বিশ্বাসীগণ বলপূর্বক স্ত্রীলোকের ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া (স্বত্ব গ্রহণ করা) তোমাদের পক্ষে বৈধ নহে।" ৪র্থ পারা–সূরা নিসা–১৯ আয়াত।

৯। আরও বলা হয়েছে–"আর তাহাদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন কর। আর যদি তাহারা তোমাদের মনপুত না হয় তবে (এই ভাবিয়া ধৈর্য্য ধর যে) তোমরা কোন এক বস্তুকে অপছন্দ কর। অথচ হইতে পারে আল্লাহ তায়ালা উহার মধ্যে (পার্থিব বা পারলৌকিক) কোন বড় উপকার নিহিত রেখেছেন।" ৪র্থ পারা–সূরা নিসা, আয়াত–১৯।

১০। আরও বলা হয়েছে–"নারী সমাজ তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরাও তাদের জন্য আরবণ স্বরূপ।" ২য় পারা সূরা–বাকারা ১৮৭ আয়াত।

www.nagorikpathagar.org

১১। একজন মেয়েলোকের এবাদতে খুশী হয়ে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে দুনিয়াতেই তাকে বেহেস্তি খানা খাওয়ান–সেই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–"যখনই যাকারিয়া উক্ত প্রকোষ্ঠে তাহার নিকট আসিতেন, তখন তাহার নিকট পানাহারের বস্তুসমূহ পাইতেন।" ৩য় পারা সূরা এমরান–৩৭ আয়াত।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন হযরত মরিয়মের খালু। যখন হযরত মরিয়ম (আঃ) একটু বড় হইলেন তখন ওয়াদা অনুযায়ী বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে তার জন্য একটি হুজরা দেওয়া হল। হযরত মরিয়ম (আঃ) দিনে ঐ হুজরায় বসে বসে এবাদত করতেন আর রাত্রি বেলা হযরত যাকারিয়া (আঃ)–এর বাসায় চলে যেতেন। একদিন হযরত যাকারিয়া (আঃ) ভুলক্রমে মরিয়ম (আঃ)–এর হুজরার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হযরত মরিয়ম (আঃ) তিন দিন সে ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন। ৪র্থ দিন হঠাৎ হযরত যাকারিয়া (আঃ)–এর স্মরণ হল যে তিনি হযরত মরিয়মকে হুজরার ভিতর বন্ধ করে এসেছেন। তিনি হায় হায় করে আফসোস করলেন যে, তিনি একটি নির্দোষ বালিকাকে ক্ষিধে তেষ্টায় মরবার জন্যই বুঝি বন্ধ করে রেখেছেন। হয়ত সে ঘুরেই গিয়েছে। এত বড় ভুল তার কেমন করে হল ভেবে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে সে ঘরের তালা খুলে দেখলেন সেখানে বিভিন্ন ধরনের খাবার যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ রয়েছে এবং হযরত মরিয়ম (আঃ) নামাজ পড়ছেন। তাঁর নামায শেষ হলে হযরত জাকারিয়া (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন "হে মরিয়ম! এসব খাদ্য দ্রব্য ও ফল মূল এ তালাবদ্ধ ঘরের ভিতর কোথেকে আসল এবং কে এনে দিয়েছে? হযরত মরিয়ম (আঃ) তদুত্তরে বললেন আল্লাহ তায়ালাই তাঁর ফেরেস্তা মারফত এসব পাঠিয়েছেন।

পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা এমরানের উক্ত আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নারী কিংবা পুরুষ যেই এবাদত এবং আমল দ্বারা আল্লাহকে রাজী ও খুশী করতে পারবেন দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব করেন না।

১২। তৎকালীন আরবের বর্বর জাতি কন্যা সন্তানকে জীবিতই কবর দিত। শিশু সন্তান হত্যার বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লেখ করেন–

"এবং নিজেদের সন্তানদিগকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করিও না আমি ইহাদিগকে এবং তোমাদিগকে রিযিক দান করিব।" ৮ পারা-সূরা আনআম–১৫১ আয়াত। ১৫ পারার সূরা বনি ইস্রাইলের ৩১ নং আয়াতেও শিশু সন্তান হত্যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করিয়াছেন। কন্যা সন্তানদিগকে হত্যার ব্যাপারে কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর নিকট কঠোরভাবে জবাবদিহি করিতে হইবে এই মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন–"আর যখন জীবন্ত প্রোথিত (শিশু) কন্যাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে– সে কি অপরাধে নিহত হইয়াছিল?" ৩০ পারা সূরা–তাকভীর–৮ ও ৯ আয়াত।

১৩। সঠিক ও চাক্ষুস প্রমাণাদি ছাড়া কোন মেয়ের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অপবাদ দিতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন এবং মিথ্যা অপবাদ দানকারীদের জন্য ৮০টি দোররার কথা পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন– যেমন–"আর যাহারা

www.nagorikpathagar.org

কোন সতী রমণীকে (উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে) অপবাদ দেয় তৎপর প্রত্যক্ষদর্শী চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে না পারে তবে এইরূপ লোকদিগকে ৮০ দোররা লাগাও।" (১৮ পারা সূরা নূর-৪ আয়াত)।

১৪। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে মহানবী (সঃ) এর সঙ্গে ছিলেন। প্রত্যাবর্তন কালে এক মনজিলে বিশ্রাম করেন। যাত্রার প্রাক্কালে হযরত আয়েশা (রাঃ) এছতেনজায় গেলেন। পুনরায় যাত্রার আদেশ হইলে চালক উট হাকাইয়া দিল। মা আয়েশা (রাঃ) খুবই ক্ষীণ এবং হালকা পাতলা ছিলেন বলিয়া ছই উত্তোলনকারী সংশ্লিষ্ট ছাহাবীগণ টেরই পাইলেন না যে উহাতে মা আয়েশা নাই। মা আয়েশা (রাঃ) আসিয়া দেখিলেন কেহই নাই। পরে পতিত দ্রব্যের সন্ধানকারী যাহারা কাফেলার সর্বশেষ ভাগে পিছনে পিছনে যায়, তাদের একজন, নাম তার ছাফওয়ান আসিয়া তাঁকে লইয়া গেলেন। মুনাফিকগণ মিথ্যাবাদ রটাইল। কতিপয় ছাহাবীও আলোচনায় যোগ দিলেন। তাহারা এই সুযোগে মা আয়েশার চরিত্র নিয়া সমালোচনা শুরু করিল। এই অপবাদটি ছিল মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মনগড়া আবিষ্কার। বিধর্মী চরণ মুনাফেকী এবং হুজুরের সহিত শত্রুতার কারণে সে পূর্ব হইতেই দোষখী। অপবাদ দেওয়ার কারণে সে আরও অধিক শাস্তির যোগ্য হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) একজন মেয়ে মানুষ। যখন তার ব্যাপারে মিথ্যা রটনা চলল, আল্লাহ তায়ালা এই মহিলাকে নির্দোষ এবং সতী প্রমাণ করার জন্য এবং অপবাদকারীদের কঠোরভাবে শাস্তির ভয় দেখাইয়া বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিল করেন।

১ম আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

"আর (হে পুরুষ ও স্ত্রীগণ) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না হইত আর এই কথা না হইত যে, আল্লাহ বড় তওবা কবুলকারী হেকমতওয়ালা, তবে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। নিশ্চয় যাহারা এই তুফান উঠাইয়াছে তাহারা তোমাদেরই মধ্যকার ক্ষুদ্র একদল। তোমরা উহাকে নিজেদের পক্ষে মন্দ বলিয়া মনে করিও না বরং তাহা তোমাদের জন্য উত্তম-ই-উত্তম। তাহাদের প্রত্যেকেরই সেই পরিমাণ গোনাহ হইয়াছে যেই পরিমাণ কাজ করিয়াছে আর তাহাদের মধ্যকার যে এই অপবাদ প্রদানে সর্বাপেক্ষা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কঠোর শাস্তি হইবে।" ১৮ পারা সূরা নূর, আয়াত-১০ ও ১১।

এই আয়াত এবং ঘটনার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, কোন মহিলার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে আল্লাহ তাহা বরদাশত করেন না এবং মিথ্যা অপবাদ দানকারীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তির বিধান রহিয়াছে।

১৫। একটি হাদিসে আছে-"নিশ্চয় সন্তানের বেহেস্ত মায়ের চরণ তলে" এই হাদিসটির দ্বারা নারী জাতির মর্যাদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক লোকই একদিন মায়ের পেটে ছিল। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আঃ রহমান বিশ্বাসও এই হাদিসের আওতাভুক্ত।

১৬। মহানবী (সঃ) নবুয়ত পাওয়ার পর বিবি খাদিজাই ১ম ইসলাম কবুল করেন। আল্লাহ পাকের ইশারা না থাকলে সারা বিশ্বের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণের এই মহাগৌরব মেয়ে জাতির ভাগ্যে জুটত না।

www.nagorikpathagar.org

১৭। একজন পুরুষ যদি আল্লাহ ভক্ত দ্বীনদার পরহেজগার হয় আল্লাহ যে পরিমাণ খুশী হন। একজন মেয়ে মানুষ দ্বীনদার পরহেজগার হলে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশি খুশী হন। যেমন একটি হাদিসে আছে–"একজন হাছিনা (পরহেজগার) স্ত্রীলোক ৭০ জন অলি আল্লাহ পুরুষ থেকেও ভাল।"

১৮। ভুবন বিখ্যাত আল্লাহর অলি হযরত রাবেয়া বসরীর যে দিন জন্ম হয়– সেদিন রাত্রে তার মা বাবার ঘরে বাতি জ্বালাবার মত একটু তেলও ছিল না। দুঃখে ক্ষোভে যখন তার পিতা ইসমাইল বিছানায় শুইয়া পড়িলেন এবং ক্লান্তি জনিত কারণে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন নবী সম্রাট হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন–তুমি চিন্তা করিও না– তোমার এই মেয়েটি কালে একজন অতি উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর অলি হইবে।

সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিবে। কেয়ামতের দিন তোমার এই মেয়ের সুপারিশে আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক মুক্তি লাভ করিয়া জান্নাতবাসী হইবে। হযরত রাবেয়া বসরী সত্যি সত্যিই জগৎ বিখ্যাত কামেল হইয়াছিলেন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী জগতের মানুষ অত্যন্ত ভক্তিভরে তাঁর পবিত্র নামটি উচ্চারণ করে। মেয়ে মানুষ হিসেবে আল্লাহপাক তাকে মোটেই তাচ্ছিল্য করেন নাই। দুনিয়া ও আখিয়াতে তাঁর মর্যাদা কোটি কোটি সাধারণ পুরুষের চেয়েও উর্ধ্বে।

১৯। তালিমুন্নিসা নামে একটি কিতাবে আছে–

মহানবী (সঃ)-এর জামানায় এক মহিলা স্বামীর নিষেধ থাকায় এবং তাকওয়া পরহেজগারী রক্ষার তাকিদে স্বীয় পিতা মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে বার বার দেখিতে চাওয়া সত্ত্বেও সে মহিলা তার পিতাকে দেখিতে যায় নাই এবং ঐ অবস্থায় তার পিতা মৃত্যু বরণ করে। অথচ ঐ মহিলাটি ছিল তার পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। সে আল্লাহর ওয়াস্তে ছবুর করল এবং পিতার রুহের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করল। তারপর আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাইল (সঃ) –এর মারফত মুহাম্মদ (সঃ) –এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন হে মোহাম্মদ (সঃ)! আপনি ঐ স্ত্রীলোকটিকে বলিয়া দিন সে যখন তার স্বামীর বাক্য শিরধার্য্য করতঃ ছবুর করিয়া রহিয়াছে সেইহেতু আমিও তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পিতাকে সম্পূর্ণ মার্জনা করিয়া বেহেস্তে স্থান দিয়াছি।

পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা নেক আমল এবং এবাদতের জন্য নারী পুরুষ সকলকেই সমভাবে পুরস্কৃত করেন। মহান আল্লাহর কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। উপরোক্ত ঘটনাটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

২০। বিদায় হজ্জের ভাষণের সময় মহানবী (সঃ) যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেছিলেন তার মধ্যে উপস্থিত সাহাবাদিগকে মেয়েদের নায্য পাওনা ও তাহাদের হক আদায় করার ব্যাপারে সজাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মেয়েদের উপর যে কোন ধরনের জুলুম করার ব্যাপারে কড়া হুশিয়ারী উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে এমন দুই চারটা ধর্ম আছে যে সব ধর্মে মেয়েদের জন্য ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করা নিষেধ। কিন্তু ইসলামে পবিত্র কোরআন শরীফ পড়ার ব্যাপারে মেয়েদের উপর কোনরূপ বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় নাই।

২১। পবিত্র কোরআন শরীফে সূরা নিসা (রমণীগণ) এবং সূরা মরিয়ম নামে ২টি সূরা আছে। সূরা নিসায় মেয়েদের বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা আছে। তাই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে সূরা নিসা। হযরত মরিয়মের নামে কোরআন শরীফে একটি

www.nagorikpathagar.org

সূরা থাকাও মেয়েদের জন্য একটি গৌরবের বিষয়। পক্ষান্তরে কোরআন শরীফে রেজাল বা পুরুষ নামে কোন সূরা নাই।

বহু স্বামী এরকম আছে– যারা তাস, পাসা, জুয়া, মদ, নারী, ক্লাব ইত্যাদি নিয়া সারারাত আমোদ স্ফূর্তি করে কিন্তু স্ত্রীর হক এবং মন মানসিকতার বিচার তারা করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা খুবই অন্যায়। হাদিসে আছে "স্বামী স্ত্রী ঘরে বসে এক ঘন্টা সময় মিষ্টি আলাপ করলে অর্থাৎ ১ ঘন্টা সময় খুব আনন্দ খুশীতে থাকলে তাহারা উভয়ে ১ বৎসরের নফল এবাদতের চেয়েও বেশি ছওয়াব পাইবে।" বাসার বাইরে আড্ডা দেওয়া অপ্রয়োজনে অধিক সময় কাটানো ইসলাম সমর্থন করে না। দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি এবং চারিত্রিক পবিত্রতা নষ্ট করার ব্যাপারে এই বদ অভ্যাসটি বিষের মত ক্রিয়া করে।

২২। বিবাহের সময় মেয়েদের জন্য উপযুক্ত মোহর ধার্য করা এবং স্ত্রীর দেহ ব্যবহারের পূর্বেই উহা পরিশোধ করার ব্যাপারে ইসলামে কড়া নির্দেশ রহিয়াছে। যদি তাৎক্ষণিক ভাবে পরিশোধ করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্ততঃ একথা বলতে হবে যে ইনশাআল্লাহ সময় সুযোগমত আমি তোমার মোহরানা পরিশোধ করিব। এইভাবে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে তাহার দেহ ব্যবহার করিতে হইবে। আর যদি কেহ মনে করে বা বলে যে মোহরানা আবার কি ঘোড়ার ডিম, ওসব কিছু আমি দিতে টিতে পারব না বাপু। আর না দিলেই বা কি হবে?

অর্থাৎ মোহরানার প্রয়োজনীয়তা যদি একেবারেই অস্বীকার করে তাহলে ঐ লোক তার স্ত্রীর সাথে যতবার সহবাস করবে যেনা হবে। (তারগীব)।

২৩। অনেকে না জেনে বলে থাকে যে, ইসলাম ধর্মে মেয়েদের বর পছন্দ করার অধিকার নাই এবং বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন নাই। গার্জিয়ানরা যা করবে তাই চূড়ান্ত হবে। অথচ পরিষ্কার হাদিসে আছে। তাও আবার হাদিসটি বুখারী শরীফের– "আবু সালমা বর্ণনা করেছেন– আবু হুরায়রা (রাঃ) আমার কাছে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন– নবী (সঃ) বলেছেন কোন বিধবা মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেওয়া যাবে না। অবিবাহিতাদের বেলায় ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তার অনুমতি কিভাবে বুঝে নেব? তিনি উত্তরে বলেন তার চুপ থাকা (তার অনুমতি)"।

আবার কেউ যদি মনে করে যে, বিয়ের আগেই পছন্দ করে প্রেম করে কয়েক ডজন ছবি তুলে প্রয়োজনে এম আর করে তারপর বিয়ে করতে হবে তাহলে কিন্তু সর্বনাশ।

দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি রক্ষার ব্যাপারে মহানবী (সঃ) একটি সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক কথা বলেছেন, কথাটি নিম্নরূপ–

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সঃ) বলেছেন " যখন তোমাদের কাছে কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে যার দ্বীনদারী ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট তবে তার সাথে বিয়ে দিও। যদি তানা কর (শুধু শান শওকত ও ধন দেখে বিয়ে দেও) তবে পৃথিবীতে ফেৎনা ফাসাদ এবং বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।"

(তিরমিজি)

www.nagorikpathagar.org

আমাদের দেশের গার্জিয়ানরা দেখে শুধু ছেলের অর্থ সম্পদ, শান-শওকত, বাড়ি ঘরের চাকচিক্য ইত্যাদি। কিন্তু সে ছেলে যদি ক্লাবে রাত কাটায়, হেরোইন খায়, অন্য মেয়ের পিছে ঘুরে ডেগারের গুতা খায়, তাহলে তো মেয়ের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে। শান শওকত দেখে বিয়ে দেওয়ার কারণে বাংলাদেশে হাজার হাজার মেয়ের গার্জিয়ান বিপাকে পড়েছেন। মেয়েকে খুন হতে হয়েছে। যেমন মুনীর হোসেন এই ধরনের ঘটনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হাদিসে আছে–" তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার বিবি বাচ্চার কাছে উত্তম।" জামে তিরমিজি ১ম খণ্ড–পৃষ্ঠা–১৩৮।

উক্ত হাদিসটির দ্বারা বিবি বাচ্চার সাথে দুর্ব্যবহার না করার জন্য পরোক্ষ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যক্তি, সুতরাং স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ব্যাপারটাই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

অন্য আর একটি হাদিসে আছে–

২৫। "পবিত্র স্বভাবা স্ত্রীলোক পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ দান।" মেশকাত ২৬৭ পৃষ্ঠা ইবনে মাজা–১৩৪ পৃষ্ঠা নাসায়ী ২য় খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা।

মূর্খ সমাজে এবং স্বেচ্ছাচারী লোকদের মধ্যে পান থেকে চুন খসলেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তারা মনে করে যে, তালাক একটি ছোট খাট ব্যাপার। অথচ হাদিসে আছে–

" হালাল বস্তুসমূহের মধ্যে তালাক সবচেয়ে নিকৃষ্ট।"

অন্য এক হাদিসে আছে– "তালাক দিলে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে।" কেউ যদি অন্যায়ভাবে ছোট খাট কারণে অথবা স্বার্থের লোভে বা অন্য মহিলার প্রেমে পড়ে তালাক দেয় তাহলে এইরূপ তালাকেই শুধুমাত্র আল্লাহর আরশ কাঁপতে পারে। কিন্তু যদি কাহারও দাম্পত্য জীবন বিষের চেয়েও তিক্ত হয়ে যায় এবং কোন মতেই একজন আর এক জনের সাথে এডজাষ্ট করতে না পারে তাহলে এইরূপ চরম অশান্তির আগুনে জ্বলা অবস্থায় তালাক দিলে বা তালাক নিলে কোন ক্ষতির কারণ নাই।

একটি হাদিসে আছে–

২৬। " যে পুরুষ স্ত্রীর সব রকম অত্যাচার আল্লাহর ওয়াস্তে সহ্য করে এবং তাকে ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ তায়ালা তাকে আইয়ুব (আঃ) –এর নেক আমলের সমান নেকী দান করিবেন।"

মহানবী (সঃ) –এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল স্বামীর উপর স্ত্রীর হক কি? তিনি উত্তর করিলেন–"যখন তুমি খাইবে তখন তাহাকেও খাওয়াইবে যখন তুমি পোশাক লইবে তখন তাহাকেও পোশাক দিবে। তাহাকে মন্দ জানিবে না এবং তাহাকে ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ছাড়িয়া যাইবে না।" (আবু দাউদ)।

হুজুর (সঃ) আরও বলেন– "যাহার দুই স্ত্রী আছে সে যদি স্ত্রীদের প্রতি সমান নজর না রাখে তাহা হইলে কিয়ামতে সে পাজর ভাঙ্গা অবস্থায় উঠিবে।" (তিরমিজি)।

তিনি আরও বলেন–"স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের দিকে যখন প্রেমের দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি রহমতের নজর দান করেন। অতঃপর

www.nagorikpathagar.org

স্বামী যখন তাহার স্ত্রীর হস্ত ধারণ করে তখন তাহাদের আঙ্গুলির ফাঁক দিয়া গোনাহসমূহ ঝড়িয়া যায়।" (জামে ছগীর-ছিউতী)।

মূর্খ সমাজে নারীদেরকে করা হয়েছে তাদের নায্য দাবী ও প্রকৃত পাওনা থেকে বঞ্চিত আবার শিক্ষিত ও আধুনিক মডার্ন সমাজে মেয়েদেরকে সীমাহীন স্বাধীনতা দিয়ে সমাজ জীবনকে করা হচ্ছে কলুষিত ও বিষাক্ত। তাই এই দুই বিপরীত মুখী গতির পরিবর্তন করে উভয় মত ও পথের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে পবিত্র কোরআন শরীফের নির্দেশিত পথে ফিরে আসলে আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ হবে।

পিতার সম্পত্তিতে ভাই যা পাবে বোন পাবে তার অর্ধেক। এটা কোরআন শরীফের কথা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন, তোমাদের সন্তানদের (অংশ পাওয়া) সমন্ধে; পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হইবে।" (৪র্থ পারা, সূরা নিসা-১১ আয়াত)।

একজন মেয়ে বাপের বাড়ির সম্পত্তি ভাইয়ের অর্ধেক পরিমাণ ত পাইলই এরপর সে স্বামীর বাড়িতে গেলে স্বামীর সম্পত্তিরও একটা অংশ সে পায়। স্বামীর বাড়িতে যখন তার সন্তানাদি হয় সংসারে একটা স্থায়ী হোল্ড হয়, তখন দুইটি সংসারে তার আধিপত্য থাকে। ছেলেমেয়ে বড় এবং উপার্জনশীল হলে ঐ মেয়েটির আর কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু যে ভাই দ্বিগুণ পাইল তার উপর বৃদ্ধ পিতামাতা ছোট ভাই বোন ইত্যাদির দেখাশুনার দায়িত্ব থাকে। আবার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব থাকে। পিতার মৃত্যুর পর সে সংসারের ঘানি টানতে টানতে অতিষ্ঠ হয়ে যায়। সুতরাং সর্বদিক থেকে সুবিবেচনা করলে কোরআন শরীফের এ আইন বাস্তবধর্মী এবং ন্যায়সংগত বলতেই হবে।

পিতার সম্পত্তি ভাই বোনের মধ্যে বন্টনের ব্যাপারে বাংলাদেশে বর্তমানে যে নিয়মটি প্রচলিত আছে এটি আল্লাহর আইন, কারণ কোরআন শরীফের প্রতিটি কথা আল্লাহর। ইহা মানব রচিত নয়। সুতরাং কোন মুসলমান মহিলা যদি শ্লোগান দেয় যে, উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন চাই, তাহলে সে বলল যে, কোরআন শরীফের সংশোধন চাই। কোরআন শরীফের সংশোধন চাওয়ার পর কোন মুসলমানের নাম মুসলমানের তালিকায় থাকে কি?

অন্যান্য ধর্মে নারী

প্রাচীন গ্রীক সমাজে মনে করত ঃ-

"আগুনে দগ্ধ হলে এবং সর্পসংশন করলেও প্রতিবিধান সম্ভব। কিন্তু নারীর দুষ্কৃতির প্রতিবিধান করা আদৌ সম্ভব নয়।" গ্রীক পুরানে নারী পান্ডোরাকে মানব সমাজের দুঃখ দুর্দশার কারণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পারস্যে 'মাজদাক' আন্দোলনের মূলেও নারীর প্রতি তীব্র ঘৃণা পুঞ্জিভূত ছিল।

দার্শনিক সক্রেটিসের পরিভাষায়-

"নারীর চেয়ে দুনিয়ায় আর নিকৃষ্ট বস্তু নেই।"

www.nagorikpathagar.org

প্রাচীনকালে এথেন্সেও নারীকে পরিত্যক্তা দ্রব্য সামগ্রী ভাবা হত। এমনকি নারীকে শয়তানের চেয়েও জঘণ্য মনে করা হত। প্রকাশ্যেই তাদের হাটে বাজারে ক্রয় বিক্রয় করা হত।এক সময়ে রোমাননীতিবিদগণ ঘোষণা করে ছিলেন যে, বিয়ের পূর্বে কেউ যদি অসংযমী হয়ে পরে তবে তাকে অযথা নিন্দা ও ভৎসনা করবেনা" এই সর্বনাশা ঘোষণা মানুষের নৈতিকতার বন্ধনকে ক্রমশঃ শিথিল করে ফেলল। মানুষ ধীরে ধীরে বিবাহবর্জিত অবাধ যৌন সংসর্গে মেতে উঠল।

চীন সভ্যতায়ও সামাজিক ভাবে মেয়েদের উপর বহু অন্যায় ও বিধি ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। 'কিস্‌সাতুল হাসারার' চীন সভ্যতা অধ্যায়ে দেখা যায় পৃথিবীতে নারীর চেয়ে মূল্যহীন বস্তু আর নেই।

খৃষ্ট ধর্মমতে-সৃষ্টির ১ম নারীই যেহেতু ঈশ্বরের আদেশ লংঘনকারী তাই নারী মাত্রই বিপথগামিনী পথভ্রষ্টা। স্বয়ং যীশুখৃষ্ট কোন নারীর পাণি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

খৃষ্ট জগতের বিশিষ্ট ধর্মযাজক টারটুলিয়ানের মতে

"নারী হল শয়তানের দোসর, নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি আহবানকারী, খোদায়ী বিধানের প্রথম লংঘনকারী এবং পুরুষের সর্বনাশ কারিণী।"

হিন্দু ধর্মেও মনুষংহিতায় আছে-

"কাম- ক্রোধ, কুৎসিৎ আচার, হিংসা ও কৌটিল্য-এসবই নারী হতে উদ্ভব হয়ে থাকে।"

"নারীর অন্তর নির্মল হতে পারে না। তন্ত্ব দ্বারা এর সংস্কার সাধন সম্ভব নয় এবং বেদান্ত শাস্ত্রে তার কোন অধিকার নেই। মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প ও আগুন এর কোনটাই নারী অপেক্ষা খারাপ ও মারাত্মক নয়।"

প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মেও উপাসনালয়ে মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না। বস্তুতঃ বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্মকেই অধিক শ্রেয় মনে করে। অর্থাৎ এখানেও নারী অবাঞ্ছিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যে ধর্ম নারীকে দিয়েছে পরিমিত স্বাধীনতা, বাঁচার অধিকার এবং যথোপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান। ইসলাম একটি পূর্ণাংগ এবং মহান আল্লাহর মনোনিত জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়ে গর্বিত ও আনন্দিত।

www.nagorikpathagar.org